কলিকৌতুক নাটক।

অর্থাৎ

নাট্যচ্ছলে কলির আরম্ভাবধি

বর্ত্তমান কালপর্য্যন্ত ঘটনার সংক্ষেপ

বিবরণ।

সহর শ্রীরামপুরনিবাসি শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র

দে চতুর্ধুরীণ মহাশয়ের কৌতুহলার্থ

শ্রীশ্রীনারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধিকর্ত্তৃক

বিরচিত।

শ্রীরামপুর

চন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

শকাব্দাঃ ১৭৮০।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

শরণং

মঙ্গলাচরণ।

ত্রিপদী।

নমোনিত্যনিরঞ্জন,
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, পুরাতন পুরুষ রতন।
ব্রহ্মাণ্ডের আদি কর্ত্তা,
অখিল ভুবন ভর্ত্তা, হর্ত্তা পাতা পরম কারণ॥
যাঁহার মহিমাবল,
বলিতে কে ধরে বল, অটল নিয়মে যার দ্বারে।
ক্ষিতি আদি পঞ্চভূত,
ক্রমশঃ হয়ে সম্ভূত, শক্তিযুত হয়েছে সংসারে॥
অগম্য যাঁহার তত্ত্ব,
অসীম শক্তি মহত্ত্ব, তত্ত্ব করি কে কোথা পেয়েছে।
লভিতে তাঁহারে যত,
আগম নিগম কত, উচ্চ নীচ পথেতে ধেয়েছে॥
বিটপির বীজ যাহা,
অঙ্কুরিত হোলো তাহা, কেবা কোথা পায় দেখিবারে।

বিশ্ববীজরূপ যিনি,
এই বিশ্বরূপে তিনি, প্রকটিত সংসার মাঝারে॥
কারণের গুণচয়,
কার্য্যেতে প্রকাশ রয়, দৃষ্ট হয় চাহিয়া অবনী।
এইহেতু আত্মরূপে,
সকল শরীর কূপে, প্রকটিত আছেন আপনি॥
তাঁর কৃপা হয় যারে,
সেই সে জানিতে পারে, অবিজ্ঞেয় স্বরূপ তাঁহার।
নতুবা কাহার সাধ্য,
সে অবাধ্যে করে বাধ্য, অপারের পায় কেবা পার॥
সাকার কি নিরাকার,
তর্কে তাহা বুঝাভার, একি চমৎকার তাঁর ভাব।
কেহ ভাবে জ্ঞানময়,
দিব্য মূর্ত্তি কেহ কয়, কে বুঝিবে মহিমা প্রভাব॥
কৃপাকরি কৃপাধাম,
পূর্ণকর মনস্কাম, কেন বাম হও নিজদাসে।
স্বীয় পথ করি ব্যক্ত,
মম চিত্তে অনুরক্ত, কর নিজ শ্রীচরণ পাশে॥

অথ নাট্যারম্ভ॥

নান্দ্যন্তে সূত্রধার। (নাট্যশালার চতুঃপার্শ্ব অবলোকন করত) প্রিয়ে! এসো২।

নটী। (অহ্বানমাত্র নাট্যশালা প্রবেশ করিয়া) একি আজু যে বড় আদর দেকৃচি কেন?

সূত্র। আদরের পাত্রী হোলেই লোকে আদর করে।

নটী। ওমা! যাব কোথাগা? এত বাড়া বাড়িয়ে ভাল নয়।

সূত্র। বাড়া বাড়ি কি দেখ্‌লে?

নটী। নয়! নয়! আবার বোল্‌তেছ, এখন্ আর তুমি এমন্ আদর আমার কবে কর?

সূত্র। সে কি? মুখে আদর কোরলেই কি কেবল আদর করা হয়?

নটী। হেইমা, কাযে আদর কোরেও তো, তুমি আর কিছু বাকি রাখ না।

সূত্র। হাবি! তা নয়২। আপন প্রাণকে কেহ মুখে আদর করে না, বোলেই কি প্রাণ কাহারো অনাদরের পাত্র হয়?

নটী। কথার পেঁচকেমতে তোমাকে কে পারে? বল২ এখন্ ডাক্‌ছিলে কেন তা বল।

সূত্র। অদ্য আমাদিগের পরমপ্রিয় সুহৃৎ শ্রীমদ্বাবু হরিশ্চন্দ্র দেচৌধুরী মহাশয় নাট্য দর্শনে সাতিশয় প্রফুল্লাশয় হোয়ে সভ্যমণ্ডলীর সহিত আমাকে বর্ণিকা পরিগ্রহের আদেশ কোরিতেছেন। অতএব তদর্থ তোমাকে আমি আহ্বান কোরলাম।

নটী। (দন্তে রসনা কাটিয়া) হেই মা! সে কি? আমাদের কি এই সভার মাঝে নাট্য করা হয়?

সূত্র। এ আবার কেমন্ লজ্জা! নাচ্‌তে গিয়ে কি ঘোমটা টানা ভাল দেখায়?

নটী। তা নয়২ দেখদেখি এই সভাতে কেমন্ সব

লোক বোসে রয়েছে, এদের ঘরে কি আমরা নাট্যে সন্তোষ কোর্‌তে পারি?

সূত্র। অবশ্য! না পারব কেন? ভাবো দেখি, যাঁহারা কৌতুক দর্শনের ইচ্ছা করেন তাঁদিগের নিকট যদি আমরা সুদৃশ্য সুশ্রাব্য নৃত্য গীতাদি কার্‌তে পারি, তবে তো, কৃতকার্য্যই হব, না হোলে আমাদিগের ধার্ষ্ট্যতা দেখেও তো তাঁহারা হাস্যপরিহাসে সুখী হবেন।

নটী। বেশ২ তবে এখন কোন্ নাটকের অভিনয় কোর্‌তে হবে, তা শুনি?

সূত্র। কেন? সম্প্রতি শ্রীমান্ শ্রীনারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি মহোদয় কলিকৌতুক নামে যেএক নবীন নাটক প্রস্তুত কোরেছেন তারি অভিনয় কোরবা।

নটী। তা বটে২ যাতে সেই রাজা পরীক্ষিতের কথা আছে তাই কি সে?

সূত্র। তাই নাতো কি? তুমি যে আবার থেকে২ সকলি বিস্মৃতা হও।

* নেপথ্যে। কলং ধ্বনিঃ।

নটী। (চতুঃপার্শ্ব অবলোকন করত) ওমা! ওআবার কে কিশের গোলমাল কোর্‌ছেছে?

সূত্র। প্রিয়ে! দেখ বুঝি মহারাজা পরীক্ষিতের হেথায় আগমন হোলো।

ত্রিপদী।

পাণ্ডুকুল প্রভাকর,

হস্তিনার অধীশ্বর, কিঙ্কর ভারত ভুবনে।

---

* নটাদিগের সাজঘরের নাম নেপথ্য।

সর্ব্বযজ্ঞে সুদীক্ষিত,
মহারাজা পরীক্ষিত, সুশিক্ষিত নৃপগুণগণে॥
যাঁর কীর্ত্তি সুধাকর,
ব্যাপি বিশ্ব চরাচর, ব্রহ্মাণ্ড বিবর সুপ্রকাশে।
স্বর্গে সুর নিকেতনে,
সুরনারী সযতনে, যাঁর গুণগানে সুখে ভাসে॥
পাতালেতে নাগরাজ,
সমাজে তেজিয়া লাজ, ভুজগ যুবতীগণ যত।
যাঁর গুণ গান করি,
পুলকে তনু শিহরী, নাগগণে তোষে অবিরত॥
বীর্য্যে কার্ত্তবীর্য্যোপম,
শৌর্য্যেতে অর্জুন সম, গাম্ভীর্য্যে জলধি পরিমাণ
যুদ্ধে দাশরথি যেন,
ক্রুদ্ধে রিপুকাল হেন, শুদ্ধে গঙ্গা সলিল সমান॥
দানে শিবিরাজ প্রায়,
মানে দুর্য্যোধন তায়, জ্ঞানে রাজা জনক অপর।
বিক্রমে সিংহ সমান,
আক্রমে হুতাশ জ্ঞান, প্রক্রমে প্রভাত জলধর॥
যাঁর ভুজ দণ্ড স্থিত,
কোদণ্ড ধ্বনি ত্রাসিত, প্রচণ্ড শাত্রব সৈন্যচয়।
ভয়ে ভীত অতিশয়,
হয়ে সমুদ্বিগ্নাশয়, লয়ে প্রাণ সতত সংশয়॥
মহামান্য মহীতলে,
ধন্য২ সবে বলে, গণ্য পুণ্য গীর্ব্বাণ নিলয়ে।
যাঁর গুণ ভাগবতে,
বিস্তারিত বিধিমতে, আমি কি বার্ণব মূঢ় হয়ে॥

যে রাজার রাজ্য কালে,
জলদ বর্ষয়ে কালে, অকালেতে না মরে মানব।
ধর্ম্মরত সবলোক,
নাহি জানে কোন শোক, দান্ত আছে অশেষ দানব॥
সুরঋষি বিপ্রগণ,
সুখে আছে সর্ব্বক্ষণ, দস্যুজন নাহিক ভুবনে।
আপনার বাহুবলে,
সসাগরা ধরাতলে, শাসন করিল সর্ব্বজনে॥
নৃপগণ যুড়ি কর,
যাঁরে দান করে কর, কেহ আজ্ঞা না পারে লঙ্ঘিতে।
যাঁর যশে সবিশেষ,
পরিপূর্ণ সবদেশ, বশীভূত সবে ভ্রূভঙ্গীতে॥
এরূপ প্রভাববান্,
ভাবে ইন্দ্র সমভান, পুণ্যবান্ রাজাধি রাজন।
বিষ্ণুরাত অন্য নাম,
খ্যাত যাঁর তিন নাম, দেখ তাঁর হোলো আগমন॥

নটী। তবেতো আমাদের এখন্ এখানে থাকা হলো না?

সূত্র। হাঁ চল আমরা এখন তবে এখান হোতে স্থানান্তরে প্রস্থান করি। (ইহা বলিয়া উভয়ে নাট্যাগার হইতে নিঃসৃত হইলে, রাজা আপন অমাত্যগণের সহিত রঙ্গ ভূমি প্রবেশ করিলেন।

অথ প্রস্তাবনা।

রাজা। এ দুটো কে হে? এখানে কথোপকথন কোর্ত্তেছিল?

অমা। মহারাজ! বোধ করি উহারা নাট্যজীবী হবে.

রাজা। যেতে দাও ওরা যে হবে সেই হউক।

অমা। মহারাজ! অদ্য সর্ব্বদেশীয় রাজপ্রতিনিধিগণ স্বস্বরাষ্ট্রের যে সমাচার পত্র পাঠায়েছেন তা কি অধিরাজের গোচর হয়েছে?

রাজা। কোই, কে আবার তা গোচর কোরেছে?

অমা। মুন্‌সী যে আমার নিকট হোতে তজ্জবৎ পত্র হজুরের গোচরার্থ নে এসেছিল, এখনও কি সে এখানে আসে নাই।

রাজা। কোথায় বা তোমার মুন্‌সী কোথায়ই বা তোমার কে।

অমা। (ব্যস্ত হইয়া) কে কোথা আছ? এক জন মুন্‌সীকে ডাকো তো।

রাজা। এখন এখানে আর মুন্‌সীকে ডেকে কি হবে অথনি সে সভাতে আপনই আস্‌বে, তুমিতো তা পাঠ কোরেছ, বল না সমাচার কেমন?

অমা। মহারাজ! আর২ সমাচার সকল ভালো বটে, কেবল গৌড়দেশে এখন দস্যুদল ক্রমে কিঞ্চিৎ২ প্রবল হোতেছে, এবং অকালেও কখন সেদেশের কোন২ প্রজা মোরতেছে, তথায় শস্যাদিও আর পূর্ব্বরূপে জন্মে না, এই সকল অমঙ্গল ঘটেছে।

রাজা। সে কি? সেখানকার রাজপ্রতিনিধি কেটা হে?

অমা। মহারাজ! তথায় দ্রবিড়েশ্বরের পুত্র বিক্রম-কেশরী রাজপ্রতিনিধি পদে নিযুক্ত আছে।

রাজা। সে তথাকার রাজকার্য্য ন্যায়তঃ নির্ব্বাহ করে না বটে?

অমা। মহারাজ! সে তথাকার রাজকার্য্য ন্যায়তঃ নির্ব্বাহ কোরবে কি, শুন্তে পাই তার কিঞ্চিৎ২ লুদোষ ঘটেছে।

রাজা। লুদোষ কেমন?

অমা। কেন, হজুর কি তা জ্ঞাত নাই?

রাজা। কোই, না, আমি আবার তা জ্ঞাত হোলেম কিরূপেণ

অমা। শুন্‌লাম সে এখন বড় সাধালু হয়েছে।

রাজা। সে বুঝি এখন আপনার বেশ ভূষা পরিচ্ছদেই মগ্ন থাকে?

অমা। আজ্ঞা না, কেবল তাও নয়, সে কিঞ্চিৎ২ কামালুও বটে।

রাজা। ও! তাই বলনা কেন? যে, সে এখন আপন অন্তঃপুরেই রাজকার্য্য করে।

অমা। না মহারাজ! তা কোথা, সে যে কিছু লোভালুও হয়। তার কি এখন আপন পর কিছু বিচার আছে, সে পরদারা পরধন পেলে কি আর কিছু চায়?

রাজা। ও সর্ব্বনাশ! তবে এরাইতো আমার রাজ্য নাশ কোরবে, এদের পাপেই তো আমাকে অধঃপাতে যেতে হবে, তুমি যদি এমনই জান, তবে তাকে শাসন্ পত্র না লেখ কেন?

অমা। মহারাজ! তাকে শাসনপত্র লিখ্‌ব কি, সে যে, কিছু রাগালুও হোয়েছে, সাধে বোল্‌তেছি তার কিঞ্চিৎ২ লুদোষ ঘটেছে।

নেপথ্যে। দয় রাজামশয়ের, দয় রাজা মশয়ের।

রাজা। (চকিত হইয়া) চুপ্‌ করতো কে সোর সরাবৎ কোর্‌তেছে শোণাযাক।

অমা। (ক্ষণকাল স্তব্ধ হওত) কে আছিস্? দেখ্‌তো রে, রাজদ্বারে কে সোর সার কোর্‌তেছে?

প্রতীহারী। (আজ্ঞামাত্র বহির্দ্বারে গিয়া সম্বাদ আনয়ন করত হিন্দী ভাষে) মহারাজ! বাহার মে, এক রেণ্ডী ফুকারতী হৈ।

অমা। জিজ্ঞাসা করতো, ও কে? কেন ওরূপে সোর সার কোর্‌তেছে।

প্রতী। যো হুকুম মহারাজ! (ইহা বলিয়া পুনর্ব্বার বহির্দ্বারে গমন পুরঃসর) ওবে রেণ্ডা! তৈঁ কোন্‌ হ্যায়? কাহে হিয়া আকে য়্যাসা সোর সার করতী হৈ।

মাধবী। বাবা! আমি একজন রাজার দুঃখিনী প্রজা, আমার নাম মাধবী, রাজার কাছে কিছু নালিশ আছে তাতেই সোর সার কোরতেছি।

প্রতী। আরে রেণ্ডী! তৈঁ ক্যা নালিশ করেগী? আগারি হমকো তো বোল।

মাধ। দয় প্যাদা বাবা২ আমি তোমার কেঁউড়ি মেউড়ি কিছুই বুঝিনে, আমাকে একবার আপন সাথে কোরে রাজার কাছে লে চল, আমি সেকেনে গিয়ে যা বোল্‌তে হয় তা বোলিগে।

প্রতী। আরে তুম্ "আপন সাথে লেচল আপন সাথে লেচল" ক্যা বোলতীহৈ? তৈঁ রণ্ডী হোকে কিস্-মাফিক্ মহারাজকা কছহরিমে যাগী. হিয় খাড়ে রহো, আগারি হম মহারাজকো পাশ, খবর করে, পিছে যেসা উন্‌কা মরজি হোয়, তেসাই হোগা।

মাধ। যাওনা বাবা যাও, একবার এদুখিনীর কথা রাজামশয়কে ভালে কোরে বোলুবে।

প্রতী। আচ্ছা মৈ যাতা হ্যায়. তুম্ এসাই খাড়া রহো. (ইহা বলিয়া রাজসমীপে গমন করত) সলাম মহারাজ! সেলাম, উবে রেণ্ডী সরকারকা রৈয়ৎ কহলাতী হৈ, মহারাজকা পাশ উস্কা ক্যা নালিশ হ্যায়. ইস্‌বাস্তে ও হিয়াআনে মাওতী হৈ. নাম উস্‌কা মাধবী।

অমা। আচ্ছা ওকে আস্‌তে বল।

প্রতী। বহুৎ খুব, বন্দেনেওয়াজ! (ইহা বলিয়া পুনশ্চ দ্বারদেশে গমন করত) আও রণ্ডী! তুম্‌কো মহারাজ বোলাতেহে।

মাধ। আচ্ছা বাবা আচ্ছা। (এরূপ কহিয়া রাজসমীপে গমন করিয়া রাজাকে প্রণাম করত নম্রমুখে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে দণ্ডায়মানা রহিল।)

রাজা। দেওয়ানজী জিজ্ঞাসা কর না, ও স্ত্রীলোকটি কি নালিশ কোরতে চাচ্ছে।

অমা। হে গো, ও স্ত্রীলোকটি! তোর কি নালিশ আছে তা মহারাজার নিকট বল্ না।

মাধ। আজ্ঞা মশয়! আমার সমী আজ্ তিন দিন ধোরে আমাকে খেতে দেয় নাই, বল দেখি মশয়; আমি চেটো নেটো হোয়ে এখন কার দোর যাই?

অমা। কেটা তোর স্বামী?

মাধ। মহশয় জান্‌বেন, মুন্‌সী মশয়ের বাসাতে যে কালো হোনো একটি মরদ, কাজ কাম করে, সেই আমার সমী।

অমা। আরে বেটি, তার নাম কি বল?

মাধ। মহশয়! সমীর নাম কি কোর্‌তে আছে?

অমা। নাম না কোরলে জানা জাবে কেম্‌নে।

মাধ। মহয়! পোচ্‌পাড়ার নরসিং গোআলাকে জান্‌বেন্, তার যে কাকাতো জেঠা ছেল, তাকেও জান্‌বেন সেই নাম আমার সমীর।

অমা। আ মর মাগি! বলে কি? তুই, যে পরিচয় দিলি তাতেতো সকলই জানাগেল, এখন বলিশ্‌ তো ভালো কোরে বল্‌॥

মাধ। মশয়! জর হোল্যে লোকে যাদে ওষুদ খায় তাতো জানেন? আমার সমীর নাম সেই সূদন।

অমা। আরে মাগি, মধুসূদন তাই বল্‌ না কেন?

মাধ। আজ্ঞা, ঐ বটে মহশয়, ঐ বটে।

অমা। সত্য বল্‌ দেখি, তুই কি তোর স্বামির নিকটে কোন দোষ কোরেছিস্‌?

মাধ। মহশয়! আমি মিথ্যা বলিতো ছুটি চক্ষুর মাথা খাই, আমি এক দিনের তরেও তার কাছে কোন দোষই করিনেই।

অমা। তবে তোরে সে খেতে দেয় না কেন?

রাজা। বোধ হয়, সে বাকি, গৃহাশ্রমে বিরক্ত হোয়ে তপস্যা টপস্যা করে?

মাধ। রাজামশয়! আপনি মা বাপ, আপনকার কাছে বোল্‌তে কি, আমার সমী আর কিছুতেই বিরক্ত নয়, কেবল আমার কাছেই বিরক্ত।

অমা। আরে সে, বিষয়ে বিরক্ত না হউক, কোন তপস্যা টপস্যা করে কি না, তা বল্‌?

মাধ। সে ধর্ম্ম খেগো, আর অন্য কোন তপস্যা কি কোর্‌বে তার এখন নাপ্‌তেদের বৈএর কাছে যে তপস্যা আরম্ভ হোয়েছে তাই আগে তার শেষ হোক।

রাজা। (চমকিত হইয়া) যা সর্ব্বনাশ! সে বেটাতো বড় বেলিক হে।

অমা। তাইতো মহারাজ! এমন্‌টা কি হোতে পারে?

রাজা। না হোতে পারেতো ও কি মিথ্যা বোল্‌তেছে?

অমা। এখনকার লোকেদের দিন২ যে প্রকার চরিত্রের পরিবর্ত্তন দেখ্‌তেছি তাতে ইহা অসম্ভবও নয়।

রাজা। সেই তো হে দেওয়ান জী! দিন২ এমন্‌ কেন হোতেছে বল দেখি?

অমা। কি জানি মহারাজ! আমরা ওর কিছুই বুঝ্‌তে সুঝ্‌তে পারি না।

রাজা। যা হোক, উহার বিচার নিষ্পত্তি কোরবার নিমিত্ত আশু প্রড়্বিবাকের প্রতি ভার দে, তুমি সভায় এসো, আমি অগ্রে সভা প্রবেশ কোরে রাজ্যে পাপ সঞ্চার হয় কেন ইহা অন্যান্য মন্ত্রির সহিত বিবেচনা করিগে দেখি। (ইহা বলিয়া রাজা তথা হইতে গিয়া সভায় উপবিষ্ট হইলেন।)

পয়ার।

রাজ সিংহাসনে বসিলেন নৃপবর।

স্বর্গে সুর নিকেতনে যেন বজ্রধর ॥
পাত্র মিত্রগণ যত বসে আশে পাশে।
সুর সিদ্ধ আদি যেন বাসব নিবাসে ॥
শিরে শোভে শ্বেত আতপত্র মনোহর।
গগনে উদিত যেন পূর্ণ শশধর ॥
যাহা দেখি অন্য নৃপ-ছত্র শতদল।
তখনি অমনি হয় আপনি কুট্মল ॥
দুদিগে দুলিছে শুভ্র বিশদ চামর।
হংসযুগ চরে যেন রত্ন সানুপর ॥
স্তুতি বন্দীগণে ঘন করে স্তুতিপাঠ।
সম্মুখে সুশ্লোক গান করিতেছে ভাট ॥
চৌদিগে সেপাহি খাড়া আছে সারি২।
চোপদার ফুকারিছে ধরি আসা বাড়ি ॥
বীরগণ সঘনে সম্মুখে দম্ভ করে।
যাহাতে বিপক্ষ পক্ষ সঙ্কুচিত ডরে ॥
সুমধুর নানা যন্ত্র বাজে সভাগারে।
উকীল মোক্তার খাড়া আছে চারি ধারে ॥
নানা দিগ দেশ হোতে নৃপগণ আসি।
নমস্কার করে নৃপে দিয়া রত্নরাশি ॥
ইন্দ্রের প্রতাপে বসিলেন নররাজ।
ধর্ম্মন্যায়ে সদা তুষ্ট সকল সমাজ ॥

দৌবারিক। (অতি ব্যস্ত হইয়া সভাপ্রবেশ পূর্ব্বক হিন্দীভাষায়) মহারাজ! কৈএক আদমি ঋখি লোক দেউড়িমে খাড়েহেঁ, উন্‌সব হজুরকা সাথ মুলাকাৎ করনে মাংতেহেঁ।

রাজা। (আনন্দিত হইয়া) অরে বড়া ভাগ্ হ্যায়, জল্‌দি যাকর উন্‌লোককো মানায়কে লে আও।

দৌবা। (সত্বর হইয়া ঋষিগণের নিকট গমন করত) পর্ণাম ঠাকুরজী পাঁও লাগি, ইধর জল্‌দি আইয়ে, মহারাজ আপলোকন কো দেখনে মাঙতেহেঁ।

ঋষিগণ। আচ্ছা বাপু আচ্ছা (ইহা বলিয়া দৌবারিকসঙ্গে রাজসভা প্রবেশ করত) জয়োস্তু মহারাজ জয়োস্তু।

রাজা। কি সৌভাগ্য!২ আসুন্২ আস্‌তে আজ্ঞা হউক, আস্‌তে আজ্ঞা হউক। (এইরূপে সম্ভাষা করত বসিতে আসন প্রদর্শনানন্তর প্রণাম পূর্ব্বক) শ্রীপাদদিগের তো ভাবৎ কুশল?

ঋষিগণ। (ঈষৎ হাস্য করত) আমাদিগের আর কুশলাকুশল কি? মহারাজার কুশলেই জগতের কুশল।

রাজা। আজ্ আমার সুপ্রভাতা যামিনী, শ্রীপাদদিগের চরণ দর্শনে আজ্ আমি কৃতকৃত্য হইলাম।

ঋষিগণ। মহারাজ! আপনি সর্ব্বথাই কৃতকৃত্য, পাণ্ডুকুলের কি কখন অকৃত কৃত্যতা আছে?

রাজা। সেও শ্রীপাদদিগের চরণ প্রসাদাৎ।

ঋষি। মহারাজের রাজ্যের তো ভাবৎ মঙ্গল?

রাজা। আপনাদিগের শ্রীচরণকৃপায় অমঙ্গল কিছুই নাই বটে, কিন্তু এক্ষণকার প্রজাগণের রীতি চরিত্র দেখিয়া ভাবি মহদমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছি?

ঋষি। কেমন্ সে?

রাজা। পূজ্যপাদগণ! এক্ষণকার প্রজারা পূর্ব্বাপেক্ষা পাপাশক্ত হইয়াছে, দ্বিজেরা অনেকে স্বস্ব ধর্ম্ম ত্যাগকরি-

ছে, স্ত্রীলোকেরা পূর্ব্বরূপে আর স্বামী শুশ্রূষা করে না, পুরুষেরাও স্বস্ব দারে রত হয় না মেঘেরও আর তাদৃশ বৃষ্টি নাই, পৃথিবীতেও আর তেমন শস্য জন্মে না, ইহাতেই জ্ঞান হয় বুঝি আমরই কোন পাপ সঞ্চার হইয়াছে, নতুবা রাজ্যের অবস্থা এমন্ হইবে কেন?

ঋষি। (ঈষৎ হাস্য করত) মহারাজ! তা নয়২।

পয়ার।

নৃপবাক্য শুনিয়া কহেন মুনিগণ।
কেন রাজা কর নিজ দোষ সম্ভাবন॥
পাণ্ডুকুল চূড়ামণি তুমিহে নরেশ।
তোমাতে কি হয় কভু দোষের প্রবেশ॥
পদ্মরাগ আকরে কি জন্মে কাচমণি।
কমলে গরল কোথা সম্ভবে আপনি॥
সূর্য্যে কি স্পর্শিতে পারে নিশা অন্ধকার
পারদেতে হয় কোথা ধূলির সঞ্চার॥
ভারতেতে আগত হয়েছে ঘোর কলি।
সেই হয় অশেষ কলুষ বৃক্ষ কলি॥
তাহাতেই বিকৃত হয়েছে লোকাচত।
করিয়াছে সেই সব ভাব বিপরীত॥
এই কলিযুগে রাজা সব প্রজাগণ।
ক্রমশঃ হইবে নানা অধর্ম্ম ভাজন॥
মোহ নিদ্রা বিষাদ দৈন্যেতে লোক সব।
শোক দুঃখ সন্তাপে পাইবে পরাভব॥
দয়াশূন্য দুরাচার দাম্ভিক দুর্জ্জন।
হবে সবে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয়েতে মগন॥

ক্ষুদ্রদৃষ্টি বিত্তহীন কামী ক্রিয়াহত।
নানা দুঃখভাগী হবে দুর্ভাগ্য বশত॥
দ্বিজগণ বেদপথ তেজি অনাপদে।
বিহরিবে শিশ্নোদর ভরণ আমোদে॥
না করিবে বিধিমত কর্ম্ম আচরণ।
শূদ্রসেবী হবে কলিযুগে দ্বিজগণ॥
মদ্য মাংস লোভে কেহ২ বাম পথে।
প্রবিষ্ট হইবে তন্ত্র উক্ত ভাক্ত মতে॥
পাষণ্ড ধর্ম্মেতে সবে হয়ে অনুকূল।
সনাতন বেদশাখি নাশিবে সমূল॥
দম্ভে শূদ্র অধ্যয়ন করিবেক বেদ।
ব্রহ্মজ্ঞানী হইবেক অজাত নির্ব্বেদ॥
রাজন্য জঘন্য বৃত্তি করি সমাশ্রয়।
শূদ্রপ্রায় হবে করি সংগ্রামের ভয়॥
বৈশ্য কূট বাণিজ্য করিবে আচরণ।
গব্য লাক্ষা লবণ বেচিবে বিপ্রগণ॥
তপস্বির বেশ উপজীবী শূদ্র হবে।
নিজে অধার্ম্মিক হয়ে অন্যে ধর্ম্ম কবে॥
আত্মশুদ্ধি মানি দ্বিজে তেজিবে আদর।
আপনি হইবে দান প্রতিগ্রহ পর॥
সেই ধন্য কলিতে যাহার রবে ধন।
ধনির আচার গুণ পূজিবেক জন॥
ধর্ম্মন্যায় ব্যবস্থাতে হেতু হবে বল।
দাম্পত্যে হইবে রুচি কারণ কেবল॥
আশ্রমের চিহ্ন ব্যবহার মাত্র হবে।
বিপ্রের বিপ্রতা শুদ্ধ যজ্ঞসূত্রে রবে॥

যেজন বাচাল বড় সে হবে পণ্ডিত।
সেইসে হইবে সাধু দম্ভে যে মণ্ডিত॥
কলিতে তেজিবে দেবপ্রতিমা পূজন।
অতিথি শুশ্রূষা না করিবে কোন জন॥
গৃহে২ কুলটা হইবে ধরাতলে।
জার উপার্জ্জক হবে পুরুষ সকলে॥
সুরত হইবে পরমার্থের সাধন।
পাষণ্ডে করিবে বেদ পথ বিনিন্দন॥
পশু পিশাচের মত করিবে আচার।
স্বজাতি বিজাতি কিছু রবে না বিচার॥
তাহে রাজাগণ সব হবে ম্লেচ্ছ প্রায়।
গোবিপ্র দেবতাদ্রোহী তারা সমুদায়॥
আহার বিহার বেশ ভূষণ ভাষণ।
ম্লেচ্ছ প্রায় আচরিবে সব প্রজাগণ॥
এইরূপ অধর্ম্মে মজিবে সব দেশ।
কলিতে কাহারো নাহি রবে ধর্ম্মলেশ॥

রাজা। (শ্রবণমাত্র ভয়ে ক্ষণকাল স্তব্ধতাবলম্বন করত ক্রোধে কষায়ীকৃত লোচনে) আঃকি অসমঞ্জস! কি দুর্ব্বিনয়! আমি জীবিত থাকিতেই কি সেই দুরাত্মা কলি আমার রাজ্যে প্রবেশের উপক্রম কোর্‌তেছে? বলুন্ তো মশয়! সে কে? কোথায় থাকে? আমি এখনই তার প্রতিফল প্রদান করি॥

ঋষি। (কিঞ্চিৎ স্মিত করত) মহারাজ! কলি কি মনুষ্য যে তাহার উপর এরূপ ক্রোধপ্রকাশ কোর্‌তেছেন? সে

কালের অধিষ্ঠাতা, তাহার কোন স্থান বিশেষে স্থিতি নাই, কেবলং সে সমস্ত রাজদেহ অবলম্বন করিয়া থাকে।

রাজা। ও সর্ব্বনাশ! ও সর্ব্বনাশ! তবেতো সে আমার দেহ অবলম্বন করিয়াও আছে?

ঋষি। না মহারাজ! সে আপনকার দেহ অবলম্বন করিতে কখনই পারে না, কলি কুকর্ম্মশালি ব্যক্তির দেহেই থাকে'।

রাজা। তবে তার প্রতিকার কিরূপে হয়?

ঋষি। হাঁ হয়! তার উপায় আছে।

রাজা। সে কি উপায়?

ঋষি। বোধ করি রাজাসকলকে পরাজয় করিয়া দেশেং ধর্ম্মশাসন স্থাপন করিলেই কলির প্রভাব জন্মিতে পারে না।

রাজা। যে আজ্ঞাং তাই কর্ত্তব্য, এখন্‌তো যুদ্ধযাত্রার সময় ভাল?

ঋষি। রোসোং বিবেচনা করি, এখন বুঝি এ মার্গশীর্ষ মাস?

রাজা। আজ্ঞা এ মার্গশীর্ষ মাসই বটে।

ঋষি। তবেতো হয়েছে, আজ্ বুধবার চতুর্থী, কল্য বৃহস্পতিবার পঞ্চমী, গুরুপূর্ণা সিদ্ধিযোগ, মহারাজ! কল্যই উত্তম যাত্রিক দিন,

রাজা। শ্রীপাদদিগের আজ্ঞাই আমার পরম যাত্রা, তবে তাই হোলো, আজ্ সৈন্য সামন্ত প্রস্তুত কোরতে বলি, কাল্ বেলা তিনপ্রহরের পূর্ব্বেই যাত্রা কোরব।

ঋষি। মহারাজ! তবে আমরা এখন্‌কার মত বিদায় হই?

রাজা। যে আজ্ঞা (ইহা বলিয়া ঋষিগণকে যথাযোগ্য সম্মান করত বিদায় দিয়া (ওখানে কে আছ হে ? সেনা-পতিগণকে বলগে, কল্য রাজা দিগ্বিজয়ে যাত্রা কোর্ বেন, তোমরা অস্ত্রশস্ত্র সৈন্য সামন্ত সজ্জা কোরে আগত প্রাতে রাজদ্বারে উপস্থিত থাক্‌বে।

রাজভৃত্য। যে আজ্ঞা মহারাজ !

রাজা। (পর দিন প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া শুচি হওত) কোই হে? সৈন্য সামন্ত সব প্রস্তুত হোয়েছে কি?

রাজভৃত্য। মহারাজ ! সকলই প্রস্তুত, হজুর এখন যাত্রা কোর্ লেই হয়।

রাজা। শ্রীহরিঃ২ চল২ আর বিলম্ব কি ?

পয়ার।

হরিস্মরি শুভক্ষণে রাজা পরীক্ষিৎ।
দিগ্বিজয় হেতু যাত্রা করেন ঝটিৎ॥
সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্য সঙ্গেতে তাঁহার।
দেবতা দানব যক্ষ রক্ষে চমৎকার॥
সৈন্য কোলাহলে ব্যাপ্ত দিগন্ত গগন।
প্রলয়ে কল্লোল মান সমুদ্র যেমন॥
যেদিগে সসৈন্যে রাজা করেন প্রস্থান।
সেদিগে সভয়ে সবে হয় কম্পবান॥
রাজাগণ ভীত মনে তেজিয়া ভবন।
নানা দ্রব্য দিয়া সবে লইল শরণ॥
ভূপতি সুমতি নিজে সেসব রাজায়।
আপন শাসন আজ্ঞা করেন কৃপায়॥
প্রজাগণ যেন ধর্ম্ম পথ উপেক্ষণ!

করিয়া উৎপথে কেহ না করে গমন ॥
আমার শাসন সবে যতনে রাখিবে।
কদাচ কুপথ কেহ নেত্রে না দেখিবে॥
এই হেতু হইয়াছে মম যুদ্ধ সাজ।
অন্যথা হইলে ইহা নাশিব সমাজ ॥
এইরূপে নানা দেশ করিয়া ভ্রমণ।
শেষে কুরুক্ষেত্রে করিলেন আগমন ॥
স্বরস্বতী নদী পূর্ব্ববাহিনী যথায়।
রাজার শিবির স্থির হইল তথায় ॥
সে দেশের লোকের জানিতে ব্যবহার।
রাজদূতগণ সব ভ্রমে দ্বারে দ্বার ॥
তার মধ্যে এক দূত আসিয়া সত্বর।
নিবেদন করে নৃপে যুড়ি দুইকর ॥

রাজদূত। জয় মহারাজার, জয় মহারাজার।

রাজা। কেটা হে ও ?

মন্ত্রি। দূতেরা বুঝি কোন সম্বাদ লয়ে এসেছে!

রাজা। ডাকো উহাকে কি সম্বাদ বটে শোনা যাক্?

মন্ত্রি। কেরে ? কি সম্বাদ বটে বোল্‌সে আয়।

দূত। (রাজ সমীপে গমন করিয়া) প্রণাম মহারাজ! এক সম্বাদ অতি আশ্চর্য্য বটে।

মন্ত্রি। কেমন সে ?

দূত। মশয়! আমি রাজার আজ্ঞাতে সবঠাঁই বেরাচ্ছিলাম, দেখ্‌লাম এক ঠেঁয়ে একটি তিন পেয়ে বৃষ, দাঁড়িয়ে রয়েচে, তার কাছে আর একটি গাই দাঁড়িয়ে২ কান্তেছে।

মন্ত্রি। তার পর, তার পর।

দূত। তার পর মশয়! গাইটির কান্না দেখে বৃষটি তারে বোল্লো, মা! তুমি কাঁদো কেন গা? তোমার কান্না দেখে যে আমার হৃদয় বিদিন্ন হয় মা! তুমি আমার পা তিন খানি ভেঙেছে বোলেই কি, কান্তেছ? না তোমাকে নীচ জেতে ভোগ কোরবে বোলেই তোমার শোক হোতেছে? কিম্বা দেবতারা যজ্ঞভাগ পাবেন না জেনেই তোমার খেদ জন্মেছে? অথবা শূদ্রেরা বেদ পাঠ কোর্বে লোকেরা ধর্ম্মপথ ছাড়বে বোলেই কি তোমার চক্ষের জল পোড়তেছে? বল দেখিগা, তোমার মনো বেদনার কারণ কি?

গাই বোল্লে, বৃষ তুমি সকলইতো জান, দ্যাক, যে অধম তোমার পা তিনটি ভেঙ্গে দেছে, তার আসাতেই আমাকে হতাশা হোতে হয়েছে। বাছা! পৃথিবীতে যত দিন কৃষ্ণ অর্জুন ছেলেন, তত দিন আমি তাঁদেরই ভুজবলে পালিত ছেলাম, বল এখন আমাকে কে আর রক্ষা করেগা? মহশয়! যখন সে দুটোতে এইসব কথা কোচ্ছে, তখন এক বেটা কালো ভূতপরা, তার মাতাতে বেশ পগড়ি টগড়ি আছে সে গায়েও বেশ জামা টামা দেচে, সে বেটা লগুড় নে এসে বৃষের উপর ঐঃ লাঠি ঐঃ লাঠি মার্তে লাগ্‌লো, গোঁড়ালির চোটে গাইটিরও তো কিছু পদাপদ্দি রাখ্‌লে না। আমিতো তাকে দেকেই অমনি বাসাবাগে দৌড়লাম, বলি একথা মহারাজাকে না বলাতো ভালো হয় না, এই বোলেই বোল্‌তে এলাম, মশয়রা এখন যা কোর্‌তে হয় তা করুন্।

রাজা। মন্ত্রি ভাব বুঝেছ তো?

মন্ত্রি। আজ্ঞা কি রকম কি ভাব তা বড় বুজ্‌তে পারলাম না।

রাজা। দেখ্‌ছ কি, এখন শীঘ্রি২ রথ নে আস্‌তে বল, পরে বুঝায়ে দিচ্ছি।

মন্ত্রি। কে আছিস্‌ রে? সারথিকে বল, শিঘ্রি২ রথ নে আস্‌তে।

দূত। আজ্ঞা মশয় যাচ্ছি, (ইহাবলিয়া সারথিকে সম্বাদ কহিবামাত্র সে রথ আনয়ন করিল)।

রাজা। (কিঞ্চিৎ পরেই। কোইহে! সারথি কি রথ এনেছে?

মন্ত্রি। এনেছে মহারাজ! আপনি তৎপর হউন।

রাজা। (ধনুর্ব্বাণ খড়্গ চর্ম্ম ধারণ করত) ওহে যে দূত সমাচার বোল্লে সে কোই? কোথায় কি আছে দেখাক্‌সে না।

মন্ত্রি। এই যে মহারাজ! সে হাজির আছে।

রাজা। (ত্বরায় রথে আরোহণ পূর্ব্বক দূতের নির্দ্দিষ্ট পথে গমন করত কিঞ্চিৎ দূরে হইতে তাহা দেখিয়া) কেরে দুরাত্মা! তুই কিজন্যে গোমিথুনের উপর প্রহার কোর্‌তেছিস্‌? বড় যে রাজার বেটার মতন বেশ্‌ তো ধোরেছিস্‌ বটে, বুঝি কৃষ্ণার্জ্জুন অবনীত্যাগ কোরেছেন এ বোলেই কি তোদের এমন দুর্ম্মতি বেড়েছে? (ইহা বলিয়া বৃষের প্রতি সম্বোধন করত) ওহে ও বৃষ! বলতো কে তোমার পা তিনটে ভগ্ন কোরেছে? তোমার আকার প্রকার দেখে বোধ হোচ্ছে তুমি কোন দেবতা বা হবে? আহা! তোমার দুঃখ দেখে যে আমার প্রাণ কান্তেছে।

বৃষ। মহারাজ! না হবে কেন? আপনকার যে কুলে জন্ম তাহার উপযুক্ত কর্ম্মই এইবটে? কিন্তু ধরানাথ! কে কারে দুঃখ দেয় তাহা আমি কিছুই জানি না?

রাজা। জান না সে কেমন?

বৃষ। নরদেব! কেহ বলে জীব আপন কর্ম্মদোষে দুঃখী হয়, কেহ বলে সুখ দুঃখ গ্রহের ফল, কেহ বলে পরমেশ্বর যাহাকে সুখ দেন সেই সুখী হয় যাহাকে দুঃখ দেন সেই দুঃখী হয়, অতএব জীব যে কেন সুখী হয় কেনইবা দুঃখী হয় তাহা আমি কিছুই জ্ঞাত হইতে পারি না।

রাজা। ওহো! বুঝ্‌লামং আপনি সামান্য বৃষ নন্, বৃষের কি এমন্ জ্ঞান, না, এমন্ স্বভাব হয়েথাকে? শাস্ত্রে কথিত আছে, যে ব্যক্তি পাপির পাপ কীর্ত্তন করে, সেও পাপী হয়, অতএব আপনি এই পাপিষ্ঠের পাপ উল্লেখ করিলেন না, ইহাতেই বিবেচনা হয়, আপনি সেই বৃষ রূপী ধর্ম্ম, আর এই যে অশ্রুনয়না গাবী দেখাযায়, ইনিও সামান্যা গাবী নন্, জ্ঞান হয় ইনি গাবীরূপা পৃথিবী, অপর এই যে দুর্ব্বৃত্ত নৃপবেশধারী শূদ্র, এও অন্য কেহ নয়, অনুমান হয় আমি যার অন্বেষণ কোর্‌তেছিএ সেই দুর্দ্দান্ত কলি তাহার সন্দেহ নাই, অতএব দেখুন আমি উহার প্রতিকার কি করি? (ইহা বলিয়া কোষহইতে নিশিত অসি নিষ্কাশন পুরঃসর ক্রোধে আরক্তিম নেত্র হইয়া রথহইতে লম্ফ প্রদান করত কলির কেশাকর্ষণ করিলেন।)

কলি। (ভয়ে কাতর হইয়া সজল নেত্রে) মহারাজ! রক্ষাকর, মহারাজ! রক্ষাকর, আমি তোমার শরণাগত।

রাজা। যা সর্ব্বনাশ! বেটা কি বলে? ক্ষত্রিয়ের শরণাগত বধ্য নয় বটে, কিন্তু দুষ্টের দমন না করাই বা কোন বিধি হয়? তুই রাজ্যের কন্টকস্বরূপ, তোকে কি শরণ দিতে আছে? না, তোকে রক্ষা কোর্‌তে আছে?

কলি। মহারাজ! আমাকে রক্ষা করুন্ আমারদ্বারা রাজ্যের অশেষ কল্যাণ হবে।

রাজা। হাঁ বটে, যত কল্যাণ হবে তা সব শুনেছি।

কলি। মহারাজ! আমার দোষই সকল শুনেছেন বটে, কিন্তু লোকের কি কেবলই দোষ থাকে?

রাজা। কি তোর গুণ আছে তা বল্?

কলি। নরনাথ! অন্যযুগে শুভ কর্ম্ম না করিলে তার ফল হয় না, অশুভ কর্ম্ম চিন্তা করিলেও তার ফল হয়, আমার অধিকারে পাপ না করিলে পাপ হয় না, কিন্তু পুণ্য চিন্তা করিলেও তার ফল হয়। বিশেষতঃ আর এক আমার মহাগুণ এই আছে, যে ব্যক্তি আমার অধিকারে ধ্যান ধারণাদি মোক্ষের কোন উপায়ই জানে না সেও কেবল হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিলেই মোক্ষ পায়।

রাজা। (মনে২) আহা! তবেতো ইহার ভাল গুণ আছে। (প্রকাশ করিয়া) আচ্ছা তবেই তোকে আমি রক্ষা করি, যদি তুই আমার রাজ্য হইতে পলায়ন করিস্।

কলি। কোন্ দেশ মহারাজার রাজ্য নয় যে তথায় গে থাকি? অতএব যদি দয়া হয় তবে এর মধ্যেই কিঞ্চিৎ স্থান আমাকে দিতে অনুমতি হউক।

রাজা। (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) আচ্ছা তুই হিংসা, মদ্য, স্ত্রী, দ্যূত, এই সকল স্থানেই থাকিস্।

কলি। মহারাজ! এই আমার যথেষ্ট হয়েছে, কিন্তু আর কিঞ্চিৎ স্থানও আমাকে দিউন্।

রাজা। বেটাকে দিলাম বুঝি, সেই বেটার আশা বেড়ে গেল! আচ্ছা যা বেটা তুই সুবর্ণ খণিতেও থাকিস্।

কলি। যে আজ্ঞা২ আমার এই যথেষ্ট, আমার এই যথেষ্ট। (ইহা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে পলায়ন করিল।

রাজা। (কলিকে নিগ্রহ করিয়া আনন্দে ভেরীঘোষণাপুরঃসর রাজধানী আসিয়া কিয়ৎ কাল রাজ্যভোগ করত বিপ্রশাপব্যাজে তক্ষক দংশনে গঙ্গায় কলেবর ত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠ গত হইলেন।

ইতি কলিনিগ্রহো নাম প্রথমাঙ্কঃ।

দ্বিতীয়াঙ্কারম্ভঃ।

কলি। (আপন সখা অধর্ম্মের সহিত নাট্যশালা প্রবেশ করত দীর্ঘ উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হা কষ্ট২ আমার মনোরথ সিন্ধু কি এককালেই শুষ্ক হোলো? বিধাতা কি আমার প্রতি একান্তই বাম হোলেন? (ইহা বলিয়া অশ্রুমুখে রোদন করিতে লাগিল।

অধর্ম্ম। সখা স্থির হও স্থির হও, তোমার আজ এরূপ বিষাদের কারণ কি? তা বল দেখি?

কলি। আর তার কারণ কি জিজ্ঞাসা কর? ধর্ম্মের ভেরো এক বেটা রাজা আজ্, আমাকে প্রায় মেরেছিল, ভাগ্যে মা বাপের পুণ্য ছিল সেই পরিত্রাণ পেয়েছি।

অধ। বল কি! সে রাজাটা কেটা হে?

কলি। তুমি তো ধর্ম্মের পুষ্যি পুত্র যুধিষ্ঠির রাজাকে জাস্তে? তারি ভেয়ের যে অভিমন্যু নামে বেটা ছিল সে বেটা তারই পুত্র, লোকে তাকে পরীক্ষিৎ পরীক্ষিৎ বলে।

অধ। আরে মোলো! ওদের বংশটাই কি চিরকাল আমাদের অনিষ্ট কোর্‌বে? এখন পরীক্ষিৎ তোমাকে আজ্ অপমান কেন কোরলে তা বল দেখি?

কলি। কে জানে ভাই আমিতো তার কিছু ক্ষেতি করি নাই, তবে কেবল আমি যে ধর্ম্ম বৃষের পা তিনখানি ভেঙ্গেছিলাম সেই বৃষ, পৃথিবী গাবীর সহিত আমার কত কুচ্ছ কোর্‌তেছিল, তাতেই আমি তাদের ঘরে ষেই মারতে আরম্ভ কোরেছি, এমন্ সময়ে কোথা হোতে সেই রাজা বেটা এস্যে বলা কওয়া নাই অমনি চুল চেপে ধোরে খড়্গের দ্বারা কাটতে উদ্যত হয়েছিল।

অধ। ও সর্ব্বনাশ!২ এও কি তার অন্যায়? তবে তুমি কিরূপে বাঁচ্‌লে বল দেখি?

কলি। সখা সে কথা আর কেন কও? ভাগ্যে আমি তার শরণাগত হোলাম সেইতো কেবল প্রাণটা বাচ্‌লো।

অধ। সখা প্রাণ বাঁচ্‌লেই সকল বাঁচে।

কলি। ভাই এমন প্রাণ বাঁচাকে না বাঁচা।

অধ। কেন বল দেখি?

কলি। স্বুদ্ প্রাণ নে কি কোরবো? থাক্‌বো কোথায়? সেযে আমার সকল স্থানই বন্ধ কোরে কেবল চার পাঁচটি স্থানমাত্র দেছে।

অধ। কোন্২ স্থান দেছে?

কলি। হিংসা, মদ, স্ত্রী, দ্যূত আর সোণার খাণ।

অধ। এতো দেছে? তবে আর ভাবনা কি?

কলি। আ মর মুন্‌স্যে ভাবনা নাই বোল্‌ছিস্ তার রাজ্যে বৃথা হিংসা কে করে? মদ কে খায়? পরস্ত্রী সেবা আর দ্যূতক্রীড়াইবা কোই? পৃথিবীতে সোণার খাণ যেখানে যা আছে তাসব সেই রাজা বেটারই অধিকার, এতে আমার কিরূপে কি হয়?

অধ। ভয় কি ভাই! ক্রোধ লোভ প্রভৃতি যেসকল তোমার সহায় আছে, তারা মনে কোর্‌লে কি না কোর্‌তে পারে? ক্রোধের উদয় হোলে কি হিংসা না জন্মে? লোভ হোলে কি কেও মদ না খায়? কামের কাছে কি স্বদার পরদার বিচার আছে? ব্যসন কি লোকের দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্তি দেয় না? জিগীষার নিকটে এক জনার অধিকারে রাজ্য কোথায় থাকে?

কলি। বোল্‌তেছ বটে, কিন্তু দয়ার কাছে ক্রোধ কি কোর্‌বে? লোভ শান্তির নিকটেও যেতে পার্‌বে না, দোষদৃষ্টির সমীপে কামেরও কোন বিদ্যা খাটবে না, জিগীষাও পরাক্রমের কাছে যেতে পারে না। আমি জানি, রাজা পরীক্ষিৎ যে পরাক্রমী তাতে কার সাধ্য কে তার রাজ্য অধিকার কোর্‌তে সাহসী হয়?

অধ। সখা কি বোল্‌তেছ? ক্রোধ লোভ প্রভৃতির উদয়ে কোথায় বা দয়া থাকেন, কোথায়ই বা শান্তি থাকেন, তুমি কি তাদের পরাক্রম জান না?

কলি। না জান্‌ব কেন? জানি। ফল সাবধানিদি- গের শত্রুরা কি কোর্‌তে পারে? আমাদের বেদ যে এক শত্রু আছে, সে লোকের কাণে২ সাবধান কোরে

দেয়, তার মুখে “হিংসালোভ ত্যাগ কর, মদ্য কদাচ খেওনা, পরস্ত্রীর প্রতি চেওনা” ইহা বই আর বুলি নাই।

অধ। বটে ভাই! বেদ বেটা বড় দুষ্ট।

কলি। এই নিমিত্তই তো আমার মনে২ হোচ্চে, যে আমি কোন তপস্যাদির দ্বারা দৈব বল আশ্রয় করি, তা না হোলে আর কোন উপায় দেখিনা।

অধ। ও! তুমি যে একবারেই গ্যাচ, তা নৈলে কি তোমার এ বিপদ হয়? ছ্যা ছ্যা! তোমাকে তপস্যা কো-র্‌তে কে পরামর্শ দেচে? দ্যাখ২ যা শরীরের পরাক্র-মের কর্ম্ম, তাও কি শরীর শুষ্ক কোর্‌লে সিদ্ধ হয়? কোন্‌ মূর্খ তোমাকে এ কুযুক্তি দেচে?

কলি। (মনে২) ও! আমি যে ভাল লোককে তপস্যার কথা জিজ্ঞাসা কোর্‌লাম, এযে আমার দারুণ বোঝবার ভুল, এযেন আমার হিন্দুকে কাজির পরব জিজ্ঞাসা করা হোলো। ইনি নিজে অধর্ম্ম হোয়ে ধর্ম্মের কথা সৈতে পার্‌বেন কেন? পাছে ইনি এই কথাতেই বা আমার ওপর রাগ করেন? ছিছি অধর্ম্মকে ধর্ম্মের কথা বলা ভাল হয় নাই। (ইহা ভাবিয়া প্রকাশ্যে) না, না, আমি সে তপস্যা কোর্‌বো না, আমার তপস্যাতো তুমি জান, শর্ম্মা কি অকর্ম্মাদের মতন্‌ কোন ভ্রান্তির কর্ম্ম করেন, এই কি তোমার মনে ধরে? তবে কথার কথা বোল্‌তে হয় বোল্‌লাম। কিন্তু আমার একটি প্রিয়মিত্র আছে কিছু দিনের জন্যে তার কাছেই আমাকে যেতে হবে। সে না হোলে এর সুপরামর্শ দেয় এমন আর দেখিনে।

অধ। তবে ভাল, আমি বলি তুমিও বুঝি পাগল হয়ে গ্যাচ, যা হোক তোমার শেষকথা শুনে যেন কিছু সাহস হোলো। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তোমার এমন্ প্রিয়-তম গুপ্তবন্ধু কে আছে যে, তুমি তার সঙ্গে পরামর্শ কোর্‌তে বাঞ্ছিত হয়েছ?

কলি। তা কি তুমি জান না?

অধ। কোই না, আমি আবার তা কিরূপে জান্‌লাম।

কলি। সে কি? আমাদের পরম বন্ধু যে মহামোহ!

অধ। জেনেছি২ আর বোল্‌তে হবে কেন? তিনি এখন কোথায়?

কলি। শুন্তেছি তিনি দুর্ব্বৃত্ত বিবেকের তাড়াতে আর্য্যাবর্ত্তের বাইরে বাস কের্‌তেছেন, কিন্তু কোন্ ঠিকেনায় যে আছেন তা নিশ্চয় বোল্‌তে পারি না। এখন আমাকে তাঁর তত্ত্ব করাই উচিত হয়।

অধ। ভাল বিবেচনা কোরেছ, তবে শিঘ্রি২ যাও।

কলি। হাঁ আমি শিঘ্রি২ই যাচ্ছি, কিন্তু আমি যত দিন ফিরে না আসি, তত দিন তোমরা সাবধানে থাক্‌বে যেন রাজ্যে শত্রুবৃদ্ধি না হয়।

অধ। যা বোল্‌বে তাই কোরবো।

কলি। ভাই তবে আমি যাত্রা করি?

অধ। শুভ হোক ভাই এসোগে, যেন বড় অধিক বিলম্ব না হয়।

কলি। না, বিলম্ব কেন হবে? তাঁর সহিত দেখা হোলেই আমি তাঁকে সঙ্গে কোরেই ফির্‌বো।

অধ। আচ্ছা২ তবে এসোগে যাও।

কলি। (তথাহইতে বাহির হইয়া কিঞ্চিদ্দূর গমন করত মনে২ করিলেন) এখন আমি কোথায় যাই? কার তপস্যা করি. কে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কোর্‌বেন? (কিঞ্চিৎ কাল ভাবনা করিয়া স্থির করিলেন) ওহো! আশুতোষ মহাদেব ভিন্ন কি আশু আমার মনোবাঞ্ছা সকল সিদ্ধ হোতে পারে? অতএব আমি হিমালয় শিখরে গিয়া তাঁহারই তপস্যা করি। (ইহা নিশ্চয় করিয়া উত্তরাভিমুখে গমন করত হিমশৈলের উপরি উত্থিত হইলেন এবং অনাহারে ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করত ত্রিসন্ধ্যা স্তুতি করিতে লাগিলেন।

যথা, তোটক।

জয় শঙ্কর শম্ভু শশাঙ্কধর।
ত্রিপুরান্তক ত্র্যক্ষ ত্রিশূলকর॥
পরমেশ্বর পাপ প্রণাশন হে।
মদনান্তক মন্ত্র প্রকাশন হে॥
ভব শীলন শান্তি বিনাশ তরো।
সুর দানব মানব সিদ্ধ গুরো॥
নিজ ভক্ত সুরক্ষণ দক্ষ বিভো।
সুর পক্ষ বিপক্ষ পরোক্ষ প্রভো॥
মুনিমানস সারস হংসবর।
করুণা কর হেহর দুঃখ হর॥
সুবিশঙ্কট শঙ্কট সিন্ধু জলে।
পতিকে তরণী বিভরাশু চলে॥
তব অন্ত ন নেত্র কৃপা বিহনে।
পরমাপদ ঘাত হবে কেমনে॥

কোথাহে রজতাচল শৃঙ্গ মণে।
পরিপালয় নাথ এদীন জনে ॥

শিব। (কলির বহুকাল ব্যাপক তপস্যায় সন্তোষ হইয়া আকাশ বাক্যে) কলি ! তুমি যে নিমিত্ত ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছ তাহা আমি বিদিত হইয়াছি আমার কৃপায় অচিরাৎ তোমার মানস সিদ্ধ হইবে, চিন্তা নাই২ দেখ, তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ভগবন্নারায়ণ অধুনা মগধদেশে বুদ্ধরূপ ধারণ করিয়াছেন, তিনি বেদ বিরুদ্ধ মত প্রচার করিয়া তোমার মহদুপকার সাধন করিবেন. যাও২ তুমি তাঁহার শিষ্য হইয়া সঙ্গে২ সাহায্য কর, আমিও তোমার আনুকূল্যার্থ ভগবদ্বিষ্ণুর আজ্ঞায় কল্পিত আগম প্রকাশ করিয়াছি, ক্রমে তাহা ভারতে প্রকাশ হইলে তদ্দ্বারাও তোমার অসীম উপকার হইবে অপর কোঙ্কবেঙ্গ দেশের অর্হন্নামক রাজাও কিঞ্চিৎ বিলম্বে পৃথিবীতে জন্মিলে তৎকর্ত্তৃকও তোমার অনেক আনুকূল্য ঘটিবে, ভয় নাই২ তুমি শীঘ্র২ ভারতভূমি গমন কর। (ইহ বলিয়া বিরত হইলেন)

কলি। (শিবের নিকট বরপ্রাপ্ত হইয়া উদ্দেশে তাঁহাকে প্রণাম করত পুনরায় ভারতে আগমন পূর্ব্বক) কোই প্রিয়সখা অধর্ম্ম কোথায় ?

অধ। (কলির স্মরণ মাত্র) এই যে আমি উপস্থিত আছি, তোমার তো সকল কুশল ?

কলি। হা ভাই তোমার আশীর্ব্বাদে যেন কুশল বটে,

অধ। কোই তোমার গুপ্ত মিত্র মহামোহ কোথায় ?

কলি। সখা তোমার নিকট হোতে বিদায় হয়ে আমি তাঁকে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ কোন্ দেশই বা না অন্বেষণ কোরেছি কিন্তু কোথাও তাঁকে দেখ্তে পাই নাই। শেষ শুন্লাম তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত মগধ দেশ গ্যাছেন।

অধ। সে আবার কেমন? বিষ্ণু কি পুনরায় পৃথিবীতে এসেছেন? তা হোলে তো তবে বড়ই মঙ্গল! বটে, তুমি এই মঙ্গল নে এসেছ? এইবার তোমার সকলই হোলো আর কি, মরোগে এখন কি কোর্বে কর।

কলি। কেন ভাই! ভয় কর কেন?

অধ। ভয় যাতে করি তা কিছু কাল পরেই দেখ্বে।

কলি। সে কেমন?

অধ। কেমন তা জান্তে পারবে, তুমি মনে কোরেছ বুঝি বিষ্ণু এসেছেন তবেই তোমার মঙ্গল হবে, ইহা স্বপ্নেও বিবেচনা কোর্বে না, বিষ্ণু কি আমাদের পক্ষ? যে তিনি আমাদের ভাল কোর্বেন. তিনি যা কোর্বেন তা তুমি দেখ্তেই পাবে, তার সাক্ষী দেখনা কেন, তিনি আগমন কালে কোথা ছিল মহামোহ তাকেও ধোরে এনেছেন, বোধ করি এইবার তার দফা সার্বেন।

কলি। তা নয়২ তিনি এবার বুদ্ধরূপী হোয়ে বেদের বিপরীত মত প্রকাশ কোরতে এসেছেন।

অধ। কখনই না, ইহাতো আমার কোন ক্রমেই বিশ্বাস হয় না।

কলি। দেখ্লে তো তোমার বিশ্বাস হয়?

অধ। হাঁ দেখ্লে বরং বিশ্বাস হোতে পারে।

কলি। তবে চল, আমরা সেই মগধেই যাত্রা করি।

অধ। আচ্ছা চল। (ইহা বলিয়া উভয়ে যাত্রা করত মগধদেশের ধর্ম্মারণ্য গ্রামে গিয়া শুদ্ধোদনের পুত্র বুদ্ধরূপি বিষ্ণুকে দর্শন পুরঃসর)—

—আহা! কি আশ্চর্য্য২ যিনি জগতের অধীশ্বর তিনিই ভিক্ষুকের বেশ ধোরেছেন, যাহার মস্তকে অমূল্য মুকুট শোভা পায় তিনিই মস্তক মুণ্ডন কোরেছেন, যিনি যে হস্তে শঙ্খ চক্রাদি ধরেন তিনিই এখন সেই হস্তে শিখি পুচ্ছ ধোরেছেন, যাঁর কটি বিচিত্র পীত ধটীতে আচ্ছাদিত থাকে তিনিই এখন দিগ্বসন পোরেছেন। (এরূপ বলিতে২ উভয়ে গিয়া বুদ্ধপদে প্রণাম করত বলিতে লাগিলেন)।

পয়ার।

নমো নমো নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ সনাতন
সচ্চিৎ আনন্দ ঘন পূর্ণ নিরঞ্জন॥
অসীম মহত্ত্ব তব তত্ত্ব কেবা পায়।
কিরূপে কখন থাক বুঝা নাহি যায়॥
তোমার অর্জ্জিত ধরা তুমি ধর শিরে।
তুমি তা পালন কর তুমি নাশ ফিরে॥
কভু মীন তনু হয়ে বেদ রক্ষা কর।
কখন শূকররূপে ধরণী উদ্ধর॥
নরসিংহরূপে কভু বিনাশ অসুর।
কখন বামন হয়ে হর তিন পুর॥
ভৃগুপতি রূপে কভু নাশ ক্ষত্রকুল।
কভু রাম রূপে কর রাক্ষস নির্ম্মূল॥

হলধর হয়ে কভু হর বিশ্বভার।
বুদ্ধরূপী হইয়াছ হরি এইবার ॥
নমো নমো নারায়ণ তোমার চরণে।
অসীম করুণা তব নিজ ভক্ত জনে॥
ভক্তহেতু হও তুমি কত বেশধারী।
প্রভু হয়ে হও নিজে ভক্ত আজ্ঞাকারী ॥
শত্রু মিত্র দ্বেষ্য প্রিয় না দেখি তোমার।
যে জন তোমারে ভজে সদা তুমি তার॥
তামস প্রকৃতি আমি কলুষ আশয়।
তথাপি আমারে কৃপা এবড় বিস্ময় ॥

বুদ্ধ। এসো২ কলি! কুশল তো সকল?

কলি। আজ্ঞা আপনি স্বয়ং যার কুশল চেষ্টা করেন তার অকুশল কি?

বুদ্ধ। কও আজ্ কি মনে কোরে এখানে এলে?

কলি। আজ্ঞা আপনকার শ্রীচরণ মনে কোরে।

বুদ্ধ। আমি যে তোমার অপেক্ষাতেই আছি সেটা তুমি জান কি না?

কলি। আজ্ঞা সংশার যাঁর অপেক্ষিত তাঁর নীচব্যক্তির অপেক্ষা করা কেবল আপন করুণার অপেক্ষায়।

বুদ্ধ। এখন চল২ কার্য্যসাধনে তৎপর হও।

কলি। আপনি যা আজ্ঞা করেন তাতেই প্রস্তুত আছি।

বুদ্ধ। সুদ্ধু প্রস্তুত থাকিলিতো হবে না, তোমরা দুজনে আমার মতন সাজ ধর, উভয়ে যোগাচার আর মাধ্যমিক নামে আমার শিষ্য হয়ে আমার সঙ্গে তীর্থে২ ভ্রমণ কর তবে তো।

কলি। কি ভাগ্য! ২ আপনকার, যে শিষ্য হোতে ব্রহ্মাদির বাসনা, আমরা অতি অধম হয়েও আপনকার সেই শিষ্য হব, আপনকার যে সঙ্গ পেতে বেদগণের অভিলাষ, আমরা পামর হয়েও আপনকার সেইসঙ্গ পাব, এর চেয়ে আর সৌভাগ্যের ফল কি আছে?

বুদ্ধ। এসো তবে আমরা সকলে প্রস্থান করি। (ইহা বলিয়া যোগাচার ও মাধ্যমিক রূপধারি কলি আর অধর্ম্মের সহিত গুজরাট দেশে নর্ম্মদার তটে যে স্থলে অসুর প্রকৃতি মানবগণ তপস্যা করিতে ছিল তথায় গমন করত) ওহেও তপস্বিগণ! তোমরা কি উদ্দেশে চক্ষু মুদ্রিত কোরে এই নদীর ধারে বোসে ঘোরতর তপস্যা কোর্‌তেছ? একবার চক্ষু মিলে আমার দিকে তাকাও দেখি?

তপস্বিগণ। (পুনঃ২ বুদ্ধদেবের বাক্যে জিজ্ঞাসিত হইয়া চক্ষু উন্মীলন পূর্ব্বক) ভারত২ এ বেটারা কে রে? বেটাদের মতন বেলিক্ তো আর দেখিনেই। তুই বেটারা কি আমাদিগকে ডেকে অধমাঙ্গ দেখাতে এসেছিস্, দূর হ বেটারা দূর হ। (ইহা বলিয়া শ্রীবিষ্ণু২ বলিয়া আচমন করত পুনর্ব্বার নেত্র মুদ্রিত করিল)।

বুদ্ধ। বলি ও তাপস সকল! আবার যে বড় নেত্র মুদ্রিত কোর্‌লে? কি উদ্দেশে তপস্যা কোরতেছ তা বোলে না?

তপস্বি। ভালতো আপদ রে বাপু! কি জঞ্জাল কোথা হোতে উপস্থিত হোলো? দূর হোগে যা

বুদ্ধ। দূর হব বৈকি এখানে থাক্‌বো? তোমরা কি কামনায় তপস্যা কোরতেছ সেইটা একবার শুন্তে পলেই যাই।

তপস্বি। এতো বাপু জ্বালালে, আমরা যে কামনায় তপস্যা করিনা কেন, তোদের তা শুনে কি হবে বল্?

বুদ্ধ। শুনে কিছু না হবে তো শুন্তে চাচ্ছি কেন?

তপস্বি। যা রে বাপু যা, আমরা পরলোক কামনায় তপস্যা কোর্তেছি।

বুদ্ধ। এইতো বোল্লে, তবে কেন বেজার হচ্ছিলে?

তপস্বি। তো বেটাদের ধ্যান দেখ্লেই আপনি বেজার হোতে হয়, তোরা যা জিজ্ঞাসা কোর্লি তাতো শুন্লিরে বাপু! এখন যা কোথা যাবি তাই যা, আমরা তপস্যা করি।

বুদ্ধ। হাঁ আমরা যাচ্ছি, ফল আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের দেশে কি তপস্যা না কোর্লে কারও পরলোক হয় না? আমাদের দেশেতো বাপু যে জন্মে তারি পরলোক হয় তার জন্যে আবার তপস্যা কে করে?

তপস্বি। আরে মোলো! এব্যাটারা যে আবার মস্করায় যুড়লে, অরে বাপু সে পরলোক নয়, তাতো পশু পক্ষি আদি সকলেরই হয়ে থাকে আমরা পরলোকে স্বর্গাদি সুখ কামনা কোর্তেছি।

বুদ্ধ। তোমাদিকে পরলোকে স্বর্গাদি সুখ দেবে কেটা?

তপস্বি। ভালতো দায়, এরা যে ছাড়ে না, তোদের সে কথা শুনে কায কি? আমাদিকে পরলোকে স্বর্গাদি সুখ দেবেন ঈশ্বর।

বুদ্ধ। হি হি! ঈশ্বর আবার কেরে বাপু! জগতো স্বভা-

স্বভাবতঃ পরমাণুর সংযোগবিয়োগ দিতে জন্মে, তার আবার ঈশ্বর কে? তোমরা যদি আমার কথা শোণ, তবে ভ্রান্ত কল্পিত বেদের অধীনতা ত্যাগ কোরে আমার স্থানে সত্যধর্ম্মের উপদেশ লও। কারণ তোমারাই এ মহাধর্ম্ম গ্রহণে অর্হ* (যোগ্য) হও।

তপস্বি। (মনে২) এরা দেখ্‌তে পাগলের মতন বটে কিন্তু কথা গুলো তো এদের পাগলের মতন নয়। (ইহা ভাবিয়া প্রকাশ্যে) আচ্ছা কি তোমরা বোল্‌তে চাচ্ছ তা বল?

বুদ্ধ। ভাল, বলি, তবে শোণ, এই পরধর্ম্মের মতে জীব, অজীব, আস্রব সম্বর, নির্জ্জর, বন্ধ, মোক্ষ, এইরূপ সপ্ত পদার্থ নিরূপিত আছে, তার মধ্যে জীব, জ্ঞানাদি গুণবান্ সাবয়ব অস্মৎপ্রত্যয়গোচর (অর্থাৎ আমি বলিয়া যাহা প্রতীত হয়) আর, শরীর যত বড়, সে তত বড়। অজীব, তাহার ভোগ্য ভোগ দি সামগ্রীসকল। আস্রব ইন্দ্রিয়সমূহ। সম্বর অবিবেকাদি। নির্জ্জর, কাম ক্রোধাদি। বন্ধ, পাপপুণ্য হেতুক জন্মমরণ প্রবাহ। পাপ, যার দ্বারা জ্ঞান বীর্য্য সুখ এইসকল নষ্ট হয়। পুণ্য, যার দ্বারা জ্ঞানবীর্য্যাদির প্রকাশ হয়। মোক্ষ, জন্ম মৃত্যু প্রবাহ নিবৃত্তি। ইহাভিন্ন দিক্ কাল আকাশ এই তিনটি নিত্য পদার্থ আছে। অজীব-পদার্থসকল পরমাণুময়, পরমাণুর সংযোগ বিযোগেই সকল দ্রব্যের উৎপত্তি বিনাশ হয়ে-থাকে। (এইরূপ তাহাদিগকে

---

* অর্হ শব্দ হইতে কতক গুলিন্ বৌদ্ধের অর্হৎ নাম খ্যাত হয়।

মানা মত উপদেশ দ্বারা ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট করত অন্যত্র গমন করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধান ও চক্ষুতে অঞ্জন প্রদান পুরঃসর যাজ্ঞিকদিগের নিকটে উপনীত হইয়া) ওহে ও ধূমমুগ্ধ যাজ্ঞিকগণ! তোমরা ধূমচ্ছেলে কি ধুম ধাম লাগিয়েছে? তোমাদের এ যজ্ঞের ফল কি? আঃ তোমাদের ভ্রান্তি দেখে যে আমাদের হাঁসি পাচ্ছে, আগুনে ঘি পোড়ালো কি, ধর্ম্ম হয়?

যাজ্ঞিকগণ। অঙ্গুলি চালন করত) হুঁ হুঁ হুঁঃ।

পরিচারক। কি কর? কে তোমরা? দূরে যাও না, কর্ত্তা যে বেজার হোচ্ছেন।

বুদ্ধ। বেজার হবেন না কেন হউন, ফল এ কথাটা বোলো বেজার হোলো ভাল হয় না?

পরি। পাগলের কথায় আর কি বোল্‌বেন?

বুদ্ধ। আমরা পাগল? কি উহারা পাগল তা ঐ কথাটা বোল্লেই বোঝা যায়।

যাজ্ঞিক। কি পাপ! বেটাদের ধর্ম্ম নাই কর্ম্ম নাই, বেটারা একখান২ গেরি-মাটি রঙা কাপড় পোড়ে সং সেজে বেড়াচ্ছে, দূর হ বেটারা দূর হ, আমাদের যজ্ঞ-শালা কেন অপবিত্র কোর্‌তে এসেছিস্?

বুদ্ধ। দূর হব বৈ কি আর থাক্‌বো? কিন্তু যজ্ঞটা কোর্‌তেছ কিশের, আর তার ফল কি? এইটা জেনে যাব।

যাজ্ঞিক। যজ্ঞটা কোর্‌তেছি আমরা দেবতাদের, ফল এর স্বর্গ, এই তো জান্‌লি, এখন যা বাপু এখানে থেকে যা, আর জালাতন করিস্ নে।

বুদ্ধ। কি বিপদ! কি বুদ্ধির ভ্রম! বাঁজার বেটার ছেলে হবে তার বেতে উঁহারা বরযাত্র যাবেন! হাহে

বাপু! তোমরা কেও কখন কি, দেবতাদিকে দেখেছ? না, তাদের ঘর কোন দেশে তা কেও জান? তবে মিথ্যা আড়ম্বরী কোরে মনুষ্য জন্মের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হারাও কেন?

যাজ্ঞিক। আমরা দেবতাদিগকে চক্ষুতে কেও দেখি নাই বটে, কিন্তু বেদেতো তাঁদের সব বিবরণ শুনেছি, বেদে কি তা সকল মিথ্যা লেখা আছে?

বুদ্ধ। বেদইতো তোমাদিগের কাল হয়েছে। যুক্তি-বিরুদ্ধ ভণ্ড ঋষিদের বাক্যকে তোমরা ঈশ্বরবাক্য বোলে জেনে তোমাদের কি কি অনিষ্ট না ঘটছে? দেখ তোমাদেরওতো নিজের বুদ্ধি আছে, তাতেই একবার বিবেচনা কোরে দেখদেখ সংসারে যে কোন বস্তু দেখাযায় তাকি মনের ভাব-ভিন্ন আর কিছু বোঝাযায়? মনুষ্যাদির যা মনে উদয় হয়, তাই বাহ্যে চক্ষুরাদি দ্বারা অনুভব হয়ে থাকে, মনের বৃত্তি না থাকলে কি, বাহ্য কোন বস্তু থাকা প্রামাণ্য হোতে পারে? বিবেচনা কর, যেমন স্বপ্নে কোন বস্তু না থাকলেও মনের বৃত্তির দ্বারা নানা বস্তু অনুভব হয়, তেমনি জাগরণেও বাস্তবিক শূন্য বই কোন পদার্থ না থাকলেও কেবল মনোবৃত্তি দ্বারা ঘট পটাদি সকল দেখাগিয়া থাকে। যথার্থতঃ শূন্যবই আর কোন বস্তুই নাই, মনুষ্যাদির ভ্রমদ্বারা তাতেই অখিল বস্তু কল্পিত হয়, তোমরা ইহা আপনই* বোঝ

* ইতি বুদ্ধ্যস্ব অর্থাৎ ইহাই বোঝ এই কথা কহিয়া শিষ্যদিগকে উপদেশ দেওয়ায় তথায় তাঁহার নাম বুদ্ধ হইয়াছিল, বাস্তবিক তাঁহার প্রথম নাম গৌতম ছিল।

না কেন। (এই সকল কথায় তিনি তাহাদিগকেও বেদপথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া অন্য কর্ম্মঠদিগের নিকট গমন করত ক্রিয়ানিষ্ঠগণকে সম্বোধন পুরঃসর) ওহে ও ক্রিয়ানিষ্ঠ ব্যক্তিসকল! তোমরা নিরর্থক ক্রিয়া কাণ্ডে কেন পণ্ডশ্রম কোর্‌তেছ?
তোমাদের একর্ম্ম কোর্‌লে কি হবে?

ক্রিয়ানিষ্ঠ। কেটা তুমি হে! কর্ম্ম কোর্‌লে কি হয় তা কি তুমি জান না? বটে২ তা যদি জান্‌বে তবে এমন্ সং সেজে বেড়াবে কেন?

বুদ্ধ। জানি নে সেই তো জিজ্ঞাসা কোর্‌তেছি, বল না, তোমাদের এই পশু হিংসারূপ যজ্ঞ কোর্‌লে কি হবে?

ক্রিয়ানিষ্ঠ। কেন? যজ্ঞে পশুহিংসা কোর্‌লে পশু আর যজমান উভয়ের স্বর্গ হবে।

বুদ্ধ। (পদ্যে)

পয়ার।

ওহে বিপ্রগণ সব কিবা কর্ম্ম কর।
নিরর্থক কেন ভ্রান্তি কাননে বিহর॥
পশুহিংসা করিলে যে পুণ্য লাভ হয়।
হেন অপলাপ বাক্য পাগলেরা কয়॥
যজ্ঞেতে নিহত পশু স্বর্গ যদি পায়।
তবে কেন যজমান না বধে পিতায়॥
পিতৃস্বর্গ লাগি লোক নানা যত্ন করে।
যজ্ঞে নাহি বধি কেন মিছা ঘুরে মরে॥
তোমরাই বল, ইন্দ্র বহু যজ্ঞ ফলে।
শাস্তৃত্ব পাইল স্বর্গে অমর মণ্ডলে॥

যদি সত্য হয় তাহা তবে কি প্রকারে।
শুষ্ক কাষ্ঠ ঘৃতে তার তৃপ্তি হোতে পারে।
পুণ্য দেহ পেয়ে যার ঈদৃশ ভোজন।
বল পশু সঙ্গে সেই কিবা বিলক্ষণ॥
কর্ত্তৃ ক্রিয়া দ্রব্য নাশে যদি স্বর্গ হয়।
তবে দগ্ধ বৃক্ষে কেন নহে ফলোদয়॥
শ্রাদ্ধ যদি হয় মৃত পিতৃ তৃপ্তিকর।
তবে কেন প্রবাসেতে কষ্ট পায় নর॥
গৃহে থাকি পুত্র শ্রাদ্ধ করিলে তাহার।
কেন না হইবে তার ক্ষুধার নিস্তার॥
শ্রাদ্ধে যদি মৃত মানবের তৃপ্তি হয়।
তৈল দানে মৃত দীপ দীপ্ত কেন নয়॥
অগ্নিহোত্র বেদত্রয় ত্রিদণ্ড ধারণ।
বল বুদ্ধি বিহীনের জীবিকা কারণ॥
অতএব এইরূপ তেজি ভ্রমজ্জাল।
মম বাক্য শুন যদি সুখে যাবে কাল॥
পরোক্ষ ঈশ্বর আছে জগত কারণ।
কেন মিছামিছি ইহা কর সম্ভাবন॥
দেহ নাশ হইলে কি থাকে পরলোক।
তবে তার লাগি মিছা কেন পাও শোক॥
বটবীজ কণা যেন বৃক্ষের কারণ।
দেহ প্রতি রেতঃ কণা জানিবে তেমন॥
বহু দ্রব্য যোগে যেন মাদকতা হয়।
চারি ভূত যোগে তেন চৈতন্য উদয়॥
বীজাঙ্কুর প্রায় এই জগত সকল।
অনাদিরূপেতে আছে এমনি কেবল॥

কালে পৃথিবীতে যেন শস্যগণ হয়।
কালে নাশ পায় যেন তেন প্রাণিচয়॥
ইহার কি কর্ত্তা কেহ আছয়ে অপর।
যেমানে এসব তার সম কে বর্ব্বর॥
সে কর্ত্তার কর্ত্তা কেবা সুধাইলে ফলে।
অনবস্থা ভয়ে তার আদি নাহি বলে॥
এরূপ কল্পনা জালে আবৃত হইয়া।
অন্ধ পরম্পরা ন্যায়ে মরে সে ভ্রমিয়া।
তোমরা সকলে তেজি এসব কুমত।
করহ বিষয় সুখ সবে অভিমত॥
যাহাতে ঐহিক ক্লেশ হয় সুঘটন।
তারে পাপ কহি তাহা করিবে বর্জ্জন॥
যাহে সুখ হয় সদা পুণ্য বলি তারে।
তাই কর কেন মজো দুঃখ পারাবারে॥
সব সুখ হোতে শ্রেষ্ঠ নারী সঙ্গ হয়।
তাতে নিজ পরদারা বলি ত্যেজ ভয়॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম এই বাক্য সার।
প্রাণি মাত্র হিংসা করা অসাধু আচার॥
নিজ সুখ দুঃখ যেন অন্যের তেমন।
এজন্যেতে করা নহে কাহারো হিংসন॥
অন্য যাতে সুখ পাবে তাই আচরিবে॥
পরলোক আছে বলি মনে না করিবে॥

ক্রিয়ানিষ্ঠ। কে আপনি? আপনকার যুক্তিযুক্ত কথাল-কল শুনে যে, আমাদের প্রাণ স্নিগ্ধ হোলো, আমরা যাতে ভ্রান্ত হোয়ে এই সকল বিফল কর্ম্ম কোরে যাবৎ কাল

শরীরে ক্লেশ ভোগ কোর্‌তেছিলাম তাও আজ্‌ দূরেগেল

বুদ্ধ। আহা! দেখদেখি তোম দের এখন সুবুদ্ধি থাক্‌তেও তোমরা এতকাল বিপাকে পোড়ে বৃথা শারীরিক ক্লেশ সহ্য কোর্‌তেছিলে? তবে আর অন্যকে কি বোল্‌বো? বাপ২! বেদব্যবসায়ি ঋষিরা কি নিষ্ঠুর! কি প্রতারক! তারা আপনার স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত জগতের কত লোককেই না বিড়ম্বনা কোরেছে? দেখো২ তোমরা যেন আর কারও দমে ভুলে সাংসারিক সুখে বঞ্চিত হোওনা।

ক্রিয়ানিষ্ঠ। বোল্‌তেছেন কি? আবার আমরা কি ওপথে যাবো? না, আর ওরূপ প্রতারক দিগের কাছে দাঁড়াবো? বরং যারে দেখ্‌বো তারেই সদুপদেশ দেবো।

বুদ্ধ। ভাল২ তোমাদের কল্যাণ হউক, আমরা এখন স্থানান্তরে চোল্লাম। (ইহা বলিয়া তথাহইতে গমন করত নানা স্থানে গিয়া উক্তরূপ উপদেশদ্বারা লোকের বেদে বিশ্বাস একবারেই নাশ করিলেন, পরে কিয়দ্দিন ভারত ভূমিতে থাকিয়া নরলীলায় বিরত হইলেন।

কলি। (বুদ্ধদেবের কৃপায় পরম উপকৃত হইয়া সখার সঙ্গে কল্পিত বেশ ত্যাগ করত) সখা দেখ্‌লে? ভগবান্‌ বুদ্ধদেব আমাদের কি উপকার না কোরলেন? তুমিতো বিষ্ণুর নাম শুনেই একবারে আকাশ পাতাল ভেবে ছিলে।

অধ। কে জানে ভাই! বিষ্ণু কখন্‌ কোন্‌ ভাবে থাকেন তা বলা যায় না। আমার বোধ ছিল বিষ্ণু কেবল ধর্ম্মেরই পক্ষ, তা কোথায়? এখন আবার যে তার উল্টো দেখ্‌লাম।

কলি। ভাই! তুমিতো জান না, পরমেশ্বর কারোই পক্ষ নন্, তাঁরে যে শরণ লয় তিনি তারই পক্ষ হন।

অধ। তাইতো হে!

কলি: দেখ্‌লেতো ভাই! এখন চল আমরা অপরাপর চেষ্টা দেখিগে। (ইহা বলিয়া উভয়ে বঙ্গাভিমুখে গমন করত পথিমধ্যে আগমবাগীশকে দৃষ্ট করিয়া)।

অধ। ও ভাই! ে দ এক মজা দেখ।

কলি। দেখ্‌লাম, ও একখান্ বড় মন্দ নয়।

অধ। হেদে ওর কপালবাগে চেয়ে দেখ না, ও ভাই। ওযেন আপনার কপালে কিশের ল ইন টেনেছে।

কলি। তুমি ও কি তা জাননা? ওর নাম ফোঁটা।

অধ। ওমা! ওর বগলে আবার ওটা কি?

কলি। তাইতো হে! কপালে ফোটা বগলে বোতল! এ আবার কেমন্?

অধ। চুপ্ কর চুপ্ কর, ও যে আবার কি বোল্‌তেছে তা শোণাযাক!

কলি। কোই হে।

অধ। থাক্ শোণ না।

ত্রিপদী।

দ্বিজ বলে প্রজা সব,
শুন বলি অকৈতব, শ্রদ্ধা করি লহ সর্ব্বজনে।
পোড়ে মহামোহ কূপে,
দুঃখ পাও নানা রূপে, বল কেন সবে অযতনে।
বেদ হয় মহা বন্ধ,
তাতে পুন হয়ে অন্ধ, নিরানন্দ কেন হও সবে।

কলিতে কালিকা বই,
নিস্তারের হেতু কই, কেন অকারণে ভ্রম ভবে।
হবিষ্যাশী উপবাসী,
হইলে কি রাশিং, মোহ মসী হইবে মার্জ্জিত।
আনন্দ চিন্ময় রস,
ব্রহ্ম নহে সুকর্কষ, সুরসে কুরস বিবর্জ্জিত॥
চিদানন্দ উল্লাসিনী,
কালিকা কাল নাশিনী, নিজ যন্ত্র বক্ষে এসকল।
আনন্দ সম্ভোগ রসে,
প্রসবিলা অবিরসে, স্থূলসূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল॥
যন্ত্ররূপা স্বয়ং শিবা,
ত্রিকোণে ত্রিদেব কিবা, ত্রিগুণ, ত্রিশক্তি স্বরূপিণী।
শিবরূপী মহেশ্বরে,
স্বসঙ্গম সুখভরে, সুখী করে সে সুখ রূপিণী॥
শিবশক্তি সমাযোগ,
এই সে পরম যোগ, ভোগ মোক্ষ উভয় কারণ।
পূর্ণাহুতি কাল যেই,
নির্ব্বাণ আনন্দ সেই, নিজাগমে কহে ত্রিলোচন॥
মহাকাল সঙ্গে শিবা,
বিপরীত রতা কিবা, নিজ সুখামৃত আস্বাদিতে।
যদি মোক্ষে থাকে মন,
সাধরে শ্যামাচরণ, বিষম শমনে শঙ্কা দিতে॥
শুনং সার কই,
বস্তু কোই তারা বই, তারিতে সংসার ঘোরতর।
তারি মন্ত্র কর জপ,
ত্যজ পশু চেষ্টা তপ, পঞ্চতত্ত্বে করি সমাদর॥

তত্ত্ব প্রিয়া হন তারা,
পরতত্ত্ব সমাকারা, তত্ত্ব সেবা কর সযতনে।
মদ্য মাংস মৎস্য আর,
মুদ্রা মিথুনতা তার, অঙ্গ কহে তারা-প্রিয়জনে॥

কলি। (শ্রবণমাত্র পুলকিত হইয়া) সখা! শুন্‌লে ভাই শুন্‌লে?

অধ। তাইতো হে! ওযে ছেঁড়া ধুকুড়িতে খাসা চাইল! আমি ওর কপালে মাটি লেপা দেখে আগে বোধ করেছিলাম ও বুঝি কোন বঞ্চক হবে, তা নয় এযে আমাদেরেই এক ভেয়ের ভাই।

কলি। দেখ ভাই যখন যার পড়্‌তা পড়ে তখন তার এমনিই হয়।

অধ। এর যথার্থ ভাবটা কি, তা কিছু বুঝেছ,

কলি। হা বুঝেছি না তো কি?

অধ। কি বুঝেছ বল দেখি?

কলি। আমি পূর্ব্বে শুনেছিলাম বিষ্ণুর আজ্ঞায় শিব কল্পিত আগম প্রকাশ কোরেছেন বোধ করি এ তারেই কোন আচার্য্য হবে।

অধ। ঠিক্ বোলেছ ভাই তাই হবে।

কলি। চল২ এখন আমরা কাম ক্রোধাদিকে ডেকে বিশেষরূপ রাজ্য শাসনের যুক্তি করি। (ইহা বলিয়া উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হইলেন)

ইতি রাজ্যভূমিকা নাম দ্বিতীয়োঙ্ক॥

তৃতীয়াঙ্কারম্ভ।

পুনশ্চ।

কলি। (আপন প্রিয় সখা অধর্ম্মের সহিত রঙ্গভূমি প্রবেশ পূর্ব্বক) সখা! কাম ক্রোধাদি সেনাপতি সকলকে দেখি না কেন? কোই তারা কি বিবেকের ভয়ে পলায়ন কোরেছে?

অধ। ওহে! তারা কেবল বচন মর্দ্দন, তাদের যত কথায় সাটোপ, তত কাযে নয়, তারা মুখে বলে হেন্ করেঙ্গা তেন্ করেঙ্গা, কিন্তু একটুখানি চাপ্ পোড়্লেই বাপ ২ স্মোরে কে কোথা পলায় তার ঠিক থাকে না।

কাম। (কলির স্মরণ মাত্রই চমকিত হইয়া রতির প্রতি) প্রিয়ে আজ্ আমাদিকে আমাদের নব মহারাজ স্মরণ কোরেছেন, চল আমরা সেকেনে যাই।

রতি। ঐ! তোমাদের আবার নব মহারাজ কে?

কাম। প্রিয়ে জান না? কলি যে, এখন আমাদের মহা-রাজা হোয়েছেন।

রতি। ফুৎ! কলি আবার মহারাজা! খেঁদির বেটার নাম পদ্মলোচন, নাও তোমার আর ইএতে কায নাই, এখন নব মহারাজ কেটা তা সত্তি২ বল।

কাম। আমি কি তোমারে মিথ্যে বোল্তেছি? কলিই এখন আমাদের নব মহারাজ।

রতি। আ মরুক ছাই! কোন কথাই কি সোধাল্যে সত্তি বোল্বে না? কেবলই ফচ্‌কেমো কোর্বে।

কাম। খেপি! তোমার দিব্বি মিথ্যে নয়।

রতি। আমার দিব্বি তো তোমার পাকা কলা।

কাম। তবে আর তোমার কিশে বিশ্বাস হবে তাই বল দেখি?

রতি। বিশ্বাসের মতন কথা হোলেই বিশ্বাস হয়।

কাম। এও বিশ্বাসের মতন কথাই বটে।

রতি। আরো কত তোমার কপালে আছে।

কাম। তা বোল্যে কি কোর্‌বো, পরমেশ্বর যখন যাকে আধিপত্তি দেন তখন তাকেও মান্য-কোর্‌তে হয়।

রতি। কাযেই, না কোরে আর কোর্‌বে?

কাম। প্রিয়ে! তুমি কলিকে ঘেন্না কোর্‌তেছ, কিন্তু কলির মতন্ আমাদের প্রতিপালক রাজা আর কেও নাই।

রতি। বল কি?

কাম। বোল্লে তো তুমি বিশ্বাস কর না, তবে আর কি বোল্‌বো।

রতি। বিশ্বাস কোর্‌বো না কেন, এখন কোর্‌লাম, বারে বারেই কি তুমি মিথ্যে বোল্‌বে এমন হয়?

কাম। তবে চল, তিনি আমাকে এখন স্মরণ কোর্‌লেন কেন একবার গিয়ে দেখি। (ইহা বলিয়া উভয়ে কলির নিকট গমন করিলেন)।

কলি। (কিঞ্চিৎ দূর হইতে দৃষ্ট করিয়া) সখা অধর্ম্ম! দেখ২ আমাদের শিবিরের কিঞ্চিৎ বিদূরে কি, ভূমিতে চপলার সহিত নবীন মেঘমালা উদিত হয়ে আপন লাবণ্য বন্যায় পৃথিবীতল প্লাবিত কোর্‌তেছে? কিম্বা নূতন তমাল-তরু স্বর্ণলতায় বেষ্টিত হয়ে আমাদের শিবির অভিমুখে আস্‌তেছে? আহা! ওরে দেখে যে, আমার মনঃ অতুল আনন্দ প্রবাহে মজ্‌তেছে।

অধ। ওহে তা নয়২ দেখ্‌তে পাচ্ছ না, ওযে, কোন ইন্দীবর শ্যামবর্ণ যুবা, স্বর্ণরেখাসদৃশ রূপবতী কোন যুবতীর সহিত ভূমিতে ভ্রমণ কোর্‌তেছে, সত্য বটে, ওদের হাব ভাব দেখে আমারও যে, মন প্রফুল্ল হোতেছে, মরি!২ কিবা ঐ মদিরাক্ষীর বক্ষস্থলস্থিত নখাঙ্কাবলি অঙ্কিত উত্তুঙ্গ পীবর স্তন-শৈল যুগল, ঐ তমাল শ্যামলবর্ণ যুবার বক্ষরূপ বিশাল মরকত-স্থলী ভূষিত কোর্‌তেছে, কিবা উহার সুচঞ্চল অপাঙ্গ-ভঙ্গী সকলের চিত্তকে সঙ্গী করত শান্তি বিবেকাদি তাবৎ হোর্‌তেছে। (সম্যক্ নিকটাসন্ন হইলে)।

কলি। ওহো! কাম যে!

কাম। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ!

কলি। এসো২ একাল পর্য্যন্ত যে, বড় নিশ্চিন্ত ছিলে? একবার২ কি তত্ত্ব তল্লাস কোর্‌তে নাই?

কাম। মহারাজ! তত্ত্ব তল্লাস কোর্‌বো কি, দুর্ব্বৃত্ত বিবেকের ভয়ে স্পষ্ট হবার কি কারও কোন শক্তি ছিল? তার তাড়ায় আমাদের যে কে কোন্‌দিগে পলিয়েছে তার এখনও বিলি হয় নাই। আমি যে, কাম সেই এপর্য্যন্ত টিকে আছি, নতুবা ক্রোধ লোভাদির কি, কোথাও স্পষ্ট হবার যো আছে? কাম না থাক্‌লে যে, সংসারে প্রজা বৃদ্ধি হয় না, সেই বড় চাপাচাপি কোরে আমাকে কেও কিছু বোল্‌তে পারে না, এতে যে আমি আছি সেও কেবল আছি এই মাত্র।

কলি। তাই তো হে! তোমারও কি এত ডর! আমরা জানি তোমার অমোঘ অস্ত্র, তোমাকে তিন

লোকে কেও জয় কোর্‌তে পারে না, এমন হয়েও তুমি বিবেককে ভয় কর?

কাম। মহারাজ! যা বোল্‌তেছেন তা সকলই সত্য বটে, কিন্তু কেও মাথার উপর না থাক্‌লে ডাঁড়াই কোথা! কাযেই ডরাতে হয়।

কলি। অবশ্য! এর ভুল কি?

কাম। ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমাদের সৌভাগ্য ক্রমে আপনি আমাদের মাথা হোলেন, এখন দেখুন না, আমি কি কোর্‌তে পারি না পারি?

কলি। হাঁ তুমি যত পারো না পারো তা আমি সকল জানি। আমাকে নূতন কোরে এখন সে পরিচয় জান্তে হবে না।

নেপথ্যে। দয় নব মহারাজের, দয় নব মহারাজের,

কলি। ও আবার কে এলো?

অকর্ম্ম। (সমীপে আসন্ন হইয়া) প্রণাম মহারাজ! আমি কাশী হোতে এলেম আমার নাম অকর্ম্ম।

কলি। (মনে২) ইনি আবার এখানে কি মনে কোরে এলেন? ইনিতো আমাদের কেই নন, শুন্তে পাই অকর্ম্ম বা নিষ্কর্ম্ম নামে বিবেকের এক সখা আছে, কি জানি তিনিই বা ইনি হন? (ইহা ভাবিয়া প্রকাশ্যে) কও তুমি কি ধর্ম্মের পুত্র বিবেকের সখা?

অক। আজ্ঞা না মহারাজ! আমি ধর্ম্মের পুত্র বিবেকের সখা নই, তার নাম যে নিষ্কর্ম্ম, আমি শুন্তে পাই আমার বাপের নাম অধর্ম্ম, আমি মোহের সখা. বিবেকের সখা হোলে আমি এখানে কি কোরতে আস্‌বো?

কলি। সেকি হে! তুমি অধর্ম্মের পুত্র বোলে পরিচয় দিতে লেগেছ, তুমি কি তোমার পিতাকে চেন না?

অক। কোই মহারাজ! তাঁকে আবার আমি চেন্‌লাম কবে? শোণা আছে আমি আপন বাপের জন্মের পূর্ব্বেই জন্মেছি, কিন্তু আমার বাপ যে আপন জন্মাবধি কোথায় আছেন তা স্পষ্ট রূপে দেখ্‌তে পাই নাই।

কলি। (অধর্ম্মের দিগে অঙ্গুলি চালন পুরঃসর) দেখ দেখি বাপু! তুমি এরে চেন?

অক। আজ্ঞা না মহারাজ! আমি ওনারে চিনি নে।

কলি। (কিঞ্চিৎ হাঁস্য করত) হ্যাঁহ্যাঁ! এঁআরি নাম যে অধর্ম্ম।

অক। আজ্ঞা তা আমি আগে চিন্তে পারি নেই (ইহা বলিয়া অধর্ম্মের চরণসমীপে গিয়া) প্রণাম গো বাবা প্রণাম।

অধ। এসো বাবা এসো। (ইহা বলিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করত) তবে, ভাল তো আছ?

অক। আজ্ঞা ভাল আছি আর কোই?

অধ। কেন বাবা! তোমার কি কোন পীড়া হয়েছে?

অক। শরীরে এমন কোন রোগ টোগ নেই, কিন্তু বিবেক রাজা আমাকে ঠাঁই ছাড়া কোরেছে।

অধ। তুমি কোন্ ঠিকানায় ছিলে?

অক। আমার থাক্‌বার এমন কোন নির্দ্দিষ্ট ঠিকানা ছেল না, তবে যেকেনে সুখ পেতেম সেকেনেই থাক্‌তেম কিন্তু বিবেকের সৈন্যের দৌরাত্তিতে এখন পেরায় সব ঠাঁই আমাকে ছাড়্‌তে হয়েছে।

অধ। বিবেক এখন্ কোথায় আছে?

অক। সে আর২ ঠাঁই সতত থাকুক্ না থাকুক্ তার এখন্ কাশীতেই থাকাই নির্ভর হয়েছে।

অধ। (কলির প্রতি) সখা শুন্‌লে তো সকল? এখন যে বিধান হয় তাই কর।

কলি। এখন ক্রোধ লোভ মায়া মোহ এরা সব কোথায়?

অধ। কে জানে ভাই এরা এখন কে কোথা রয়েছে তা বোল্‌তে পারি না।

কলি। ওহে বাপু অকর্ম্ম! ভয় কর কেন? তোমার যাতে ভাল হয় তা আমি শীঘ্রিই কোর্‌তেছি, তুমি ভেবো না কিন্তু এখন্ একটি কর্ম্ম কর দেখি।

অক। আজ্ঞা, কি কর্ম্ম কোর্‌তে হবে তার অনুমতি করুন্?

কলি। আর কিছু নয়, তুমি একবার জেনে এসো দেখি, ক্রোধ লোভ প্রভৃতিরা এখন কোথায়?

অক। আজ্ঞা মহারাজ! তবে আমি চোল্লাম (ইহা বলিয়া প্রস্থান করিল)।

কলি। কাম! বিবেকের দৌরাত্ম্য সকল তো শুন্‌লে? এখন যাতে তার প্রতিকার হয় তাযে তোমাকে কোর্‌তে হয়েছে।

কাম। আজ্ঞা, হুকুম হোলেই আমি যাই।

কলি। আর হুকুমের অপেক্ষা কি, তুমি আপন সৈন্যসামন্ত লয়ে প্রস্তুত হও।

কাম। যে আজ্ঞা মহারাজ! তবে আমি যাত্রা কোর্‌লাম (ইহা বলিয়া আপন বলাধ্যক্ষ বসন্ত বাহাদুরকে সঙ্গে লইয়া কামদেব কাশী অভিমুখে যাত্রা করিলেন্)।

মাত্রাবৃত্তি চতুষ্পদী।

ভূপতি সম্মতি মদন পাইয়া,
তখনি অমনি চলিল ধাইয়া,
বসন্ত সামন্ত সঙ্গেতে লইয়া, করে ফুল শর ধরিয়া।
প্রকাশিয়া বহুবিধ ফুল কুল,
রসাল পল্লবে ধরায়ে মুকুল,
মলয় পবন হানিতেছে শূল, মার মার রব করিয়া॥
রণবার্ত্তা আগে করিতে প্রচার,
পিককুল ঘন ছাড়িছে ফুকার, [রয়েছে
তাহাতে পাপিহা কহিছে আবার, পিয়ু কাঁহা কার
মল্লিকা মুকুলে বসি মধুকর,
পুঞ্জে পুঞ্জে গুঞ্জে গুণ গুণ স্বর,
সেযেন ভীষণ মদন সমর, শঙ্খবাদ্য কর হয়েছে॥
কেশর কুসুমে ধরে রাজ দণ্ড,
দণ্ডে দণ্ডে চাহে সে করিতে দণ্ড,
অতরুণ তরুচয়ে লণ্ডভণ্ড, করে সে প্রচণ্ড সমীরে।
বলে হেরে দুষ্ট তরুলতাগণঃ
কি গৌরবে সবে আছ নিমগন,
এখন সুসজ্জ নহ সে কেমন, এমন কি বুদ্ধি কমিরে॥
পাটল অটল রণ রসাবেশে,
ধরে সে নুতন তূণ পৃষ্টদেশে, [ছে।
কাঞ্চন লাঞ্ছন করিতে বিশেষে, তীক্ষ্ম তলোআর ধোরে-
কেতকীর করে কঠিন করাৎ,
অশোকেতে শোকে ফেলে অচিরাৎ, [ছে॥
যাতি জাতিকুল করিতে আঘাত, শুভদৃষ্টি পাত কোরে

স্মর হুতাশনে দগ্ধ তুষকণ,
তরুগণ সদা করে বরিষণ,
তাহে সুভীষণ করে কলস্বন, খগগণ অতি কপটে।
সেই বজ্রসম কঠিন নিনাদে,
বিরহিণীবৃন্দ পড়িছে প্রমাদে; [ঘটে॥
একান্ত স্বকান্ত বিরহ বিষাদে, ভাবে ভাগ্যে আজি কি
চৌদিগে কুসুম সৌরভ ছুটিল,
বিরহির সুখ সম্পদ লুঠিল,
দুঃখ হুতাশন জ্বলিয়া উঠিল, ব্যাকুল করিল সেসবে।
যৌবন রথেতে করি আরোহণ,
ধরি ফুলময় দৃঢ় শরাসন,
মদন করিছে সুদৃঢ় শাসন, হায় আজি যুদ্ধে কি হবে॥
ধর্ম্ম ধৈর্য্য বীর্য্য লজ্জা জাতিকুল,
বিবেকাদি সবে ভাবিয়া আকুল,
গেল গেল কুল একি শত্রুকুল, ঘোর প্রতিকূল হয়েছে।
সাজো সাজো সেনা সমূহসত্বর,
আজি যুদ্ধ বুঝি হবে ভয়ঙ্কর,
ও বিবেকবর স্মর গঙ্গাধর, গুণনিধি হিত কয়েছে॥

রতি। (কামের রণসজ্জায় কাশী অভিমুখে যাত্রা করা দেখিয়া) আজ্‌কে সৈন্যদের সজ্জা গর্জ্জা তো ভাল দেখ্‌চি, কিন্তু যেতে হবে কোথা বল দেখি ?

কাম। প্রিয়ে (আমাদের পরম শত্রু বিবেক আপনার দলবল সহিত কাশীধাম অধিকার কোরে রয়েছে, আমাদের মহারাজ কলি তাকে তথা হোতে দূর কোর্‌বার নিমিত্ত আমাকে আদেশ কোরেছেন তাতো তুমি

সাক্ষাতেই শুনেছ, সেইনিমিত্তই আমি আজ্ কাশী ধাম যাত্রা কোর্‌ছি?

রতি। (কাশীর নাম শ্রবণমাত্র সশঙ্কিতা হইয়া) তোমার আবার বুঝি রস বেঁধেছে বটে? লোকে বলে, মুর্‌গির তেল বাঁধলেই সে মোল্লা পাড়া যায়, তোমার তাই।

কাম। কেন প্রিয়ে রস আবার আমার কি বাঁধলো?

রতি। বটে২ তা এখন তোমার মনে পোড়্‌বে কেন? এখন বুঝি তোমার গলা হোতে গাব উলেছে?

কাম। গলা হোতে গাব ওলা কেমন?

রতি। চল এখন যাচ্ছ তো, গেলেই গাব ওলা কেমন্ তা শেষ জান্তে পার্‌বে।

কাম। না প্রিয়ে তোমার কথার আমি কিছু ভাব বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।

রতি। এখন তা পার্‌বে কেন? যখন কাতে পোড়্‌বে তখনই জান্‌বে, একবার ইন্দ্রের কথায় কৈলাস গিয়ে তোমার কি দশাটা ঘোটেছিল সে কথাটা একবার মনে কর দেখি।

কাম। ও! এইজন্যেই তুমি গলা হোতে গাব ওলার কথা বোল্‌তেছ বটে, এতক্ষণ আমি তা বুঝ্‌তে পারি নাই।

রতি। আগে বোঝনাই এখন্ বুঝ্‌লে তো তবে ফেরো।

কাম। আরে খেপি ফির্‌তে হবে না, সে কাল আর নাই, এখন তিনি কিছু আমাকে বোল্‌বেন না, বরং যাতে এখন কলির হিত হয় তাই তিনি কোর্‌বেন।

রতি। হাঁ মুখে কিছু বোলবেন না, কিন্তু কাছে গেলেই সার্‌বেন। একরার তো দেখেছ? সেবার বরং ভস্ম কোরেছেলেন এবার আবার ধ্বংস কোর্‌বেন।

কাম। না, না, তা কেন কোর্‌বেন, তা কেন কোর্‌বেন, চল না তোমার ভয় কি ?

রতি। আমার ভয়তো সকলই, তুমি যেন তখন মার্গ উভো কোরোনা।

কাম। না প্রিয়ে! এবার তা কোর্‌তে হবে না চল। (ইহা বলিয়া রতিকে শান্তনা করত কাশী প্রবেশমাত্র দৃষ্টি করিলেন বিকটাকার মহাদেবের পারিষদগণ ভূত বেতাল ব্রহ্মদৈত্য প্রভৃতি বোম্২ শব্দে গাল বাদ্য করত ইতস্ততো নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে।

রতি। (শিব দূতদিগের করাল মূর্ত্তি দেখিয়া) ও-মা ওরা সব কে-গো। (ইহা বলিয়া রাম২ রাম স্মরণ করত ভয়ে কম্পিতা হইয়া বাহুদ্বয় দ্বারা কামের কণ্ঠদেশ দৃঢ়-তর আলিঙ্গন করিলেন।

কাম। প্রিয়ে! ভয় নাই২ চক্ষু মেল২।

রতি। না ভয় নাই, ঐযে ভয়, বাবা-গো- আমি আর চক্ষু মেলবো না।

কাম। দূর পাগ্‌লি বলিস্‌ কি ?

রতি। না-বাবা পাগ্‌লি বলো আর যাই বলো, আমি তো আর কাশী যাবো না।

কাম। ভয়ে কি তোমার জ্ঞান গোচর সব গেল ? ওসব কথাকি বোল্‌তে আছে ? আমার সঙ্গে যাবে তো, তোমার এত ভয় কি? ভয়ে যদি চক্ষুই না মেল্‌তে পারো তবে না হয় এম্‌নি কোরেই চল (এরূপ রতিকে অভয় দান করত উভয়ে একাঙ্গ হইয়া চলিতে লাগিলেন)।

কাশী বাসিগণ। (মদনের সৈন্য সজ্জা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হওত পরস্পর) একি ! আজু অকস্মাৎ অকালে

এরূপ সুগন্ধিমলয় বায়ু বোচ্চে কেন হে? ওমা! আবার যে কোকিলও ডাক্‌ছে (চতুঃপার্শ্ব অবলোকন করত) ওগেলাম! এই যে, পুষ্প সকলেরও আবার মুকুল হোচ্চে। যামোলো! আমাদের মনও যে আজ্ কেমন্২ কোর্‌ছে।

সন্ন্যাসিগণ। (মনে২) একি! আজ্ এমন্‌টা হোলো কেন? আমাদের মন কেন আজ্ সমাহিত হয়না? (কটির অধোভাগে দৃষ্টি করিয়া) কি বিপদ! কৌপীনও যে ছাই আর কোমরে আঁটা থাকে না? (এইরূপে যত মনে উদ্‌ঘাটনা করেন ততই তাঁহাদিগের মন চঞ্চল হয়।)

বিদ্যার্থীগণ। (পরস্পর) ও ভাই বিদ্যালঙ্কার! আজ্ আমাদের মন্‌টা কেমন্২ কোর্‌তেছে কেন বল দেখি? অন্য দিন আমি শাস্ত্র চিন্তার সময়ে যাতে মন নিবিষ্ট করি, তাই যেন উত্তম বুঝ্‌তে পারি, আজ্ কেন তা হয় না হে! ইহার কারণ কিছু বোল্‌তে টোল্‌তে পার্‌তো বলদেখি?

বিদ্যালঙ্কার। হাঁ ভাই তর্কবাগীশ! যা তুমি বোল্লে, আমারও যেন মন্‌টা আজ্ কেমন্২ কোর্‌তেছে।

তর্কবাগীশ। ভাই তোমাকে বোল্‌তে কি, আমি যখন পুস্তক প্রতি এক দৃষ্টে চেয়ে পাঠ অনুভব কোর্‌তেছি তখন যেন লট্‌কনা ঝোলা নথ আমার চক্ষের আগে নাচ্‌তেছে।

বিদ্যা। যদি ভাই বোল্লে তুমি, তবে আমিও বলি, দেখ আজ্ যখন আমি মণিকর্ণিকার ঘাটে গঙ্গাস্নান কোর্‌তে যাই, তখন ভাই একটি যে মহাষ্ট্রদিগের স্ত্রীলোক দেখে এসেছি, আহা! ভাই কিবা তার সুশ্রী, বোল্‌তে শরীর

শিউরে ওঠে, সেযেন সেই পর্য্যন্ত আমার মনের মধ্যে লেখা রয়েছে।

তর্ক। তবেই তো বোল্লে ভাল। এতে কি পড়া শোণা কিছু হয়?

ন্যায়রত্ন। কিহে! কি তোমরা সব বলাবলি কোর্‌-তেছ? এদিগে এক মজা শুনেছ?

বিদ্যা। কোই না, তোমার মজা শুন্‌বো কি, আমাদের মজা কে শোণে।

ন্যায়। আচ্ছা তোমাদের মজা পরে শুন্‌তেছি আ-আমার ঠাঁই আগে শোণ।

বিদ্যা। কি ভাই! বল, তোমার ঠাঁই আগে শোণা যাক্।

ন্যায়। হেদে দেখ, আমাদের সিদ্ধান্তবাগীশ ভায়া ভোজনান্তে গাড়ু হাতে কোরে তেয়ারিদের বাগানে বহির্দ্দেশ গেছিলেন। কিন্তু সেকেনে কি কোরে এসে ছেন তা জান?

বিদ্যা। না, তা জান্‌বো তো আবার তোমার ঠাঁই শুন্তে চাচ্ছি কি?

ন্যায়। ভাই আমাদের সিদ্ধান্ত সেকেনে এক বিলক্ষণ সিদ্ধান্ত কোরে এসেছেন, ও ভাই শিরোমণি! ঐ স্ত্রীলোকটিকে এদিকে ডেকে দাওতো। (ইহা কহিলে শিরোমণি শঙ্করী মালিনীকে তথায় ডেকে দিলেন।

শঙ্করী। কিমশয়! আবার ডাক্‌লেন কেন?

ন্যায়। ওখানে আমাদের কাছে যে কি বোল্‌তেছিলে তাই একবার একেনে বল না?

শঙ্করী। তা আপনিতো সব শুনেছেন্ আপনিই বলুন্ না কেন।

ন্যায়। না না, তুমিই বল তুমিই বল।

শঙ্করী। মশয়। তোমাদের সেই সিদ্ধান্ত ভটাচায্যি এই এখনি তেয়ারিদের বাগানে গেছিলেন্ সেকেনে আমরা, আর কটি মেয়ে মানুষে চুপ্‌ড়ি নে ফুল তুল্‌তে গেছিলাম, আমাদের মধ্যে একটি মেয়ে মানুষ দেখ্‌বার একটু সুশ্রীমতন্ ছেল, তার বয়েসও বড় জ্যাদা হয় নেই, অম্‌নি দো-রসো২ গোছ বটে, সে বাগানে ফুল তুল্‌তে২ আমাদের সঙ্গছেড়ে একটুখানি দূরপানে যেই গেছে, সেই তোমাদের সেই ষণ্ডাগোছ সিদ্ধান্ত ভটাচার্য্যি তাকে নে মশয় এই আরকি? বুঝ্‌তে তো পার্‌ছেন॥

বিদ্যা। আরে ভাল কোরে বল্‌না, বুঝ্‌তেতো পার্‌চেন কি?

শঙ্করী। আরে মশয় ভাল কোরে বোল্লেও যা, মন্দ কোরে বোল্লেও তাই, আসল খানা যা বোল্লাম।

বিদ্যা। দূর মাগি! এইকি তোর ভাল কোরে বলা?

শঙ্করী। যাও মশয় তোমাদের সঙ্গে আর ফরে আস্‌তে পারিনে, বুঝে থাকোতো বুঝেচ, তোমাদের সেই কর্ত্তা ভট্টাচার্য্যিকে বোলো, যেন তিনি সেই সিদ্ধা-ন্তকে মানা করেন্ সেযেন আর তেমন্ কর্ম্ম না করে, এই বোলে চোল্লাম, এবার কিছু বড় বোল্লাম না, আবার কখনো অমন্ কোর্‌তে হোলে তার আমরা যা কোর্‌বার তাই কোর্‌বো। (ইহা বলিয়া শঙ্করী প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিল।

ন্যায়। শঙ্করি! যাচ্ছিস্ যে, ভট্টাচার্য্যমশয়কে যে ডা-

কৃতে লোক গেছে, তিনি এলো তাঁকেই তুই বোলে যা।

শঙ্করী। না মশয়! আমি তাঁর কাছে বোল্‌তে পার্‌বোনা। তিনি এলো তোমরাই তাঁরে একটু ভালো কোরে বোল্‌বে, যেন তিনি তাকে সেরূপ কর্ম্ম কোর্‌তে নিষেধ করেন, আমি যাচ্চি।

ন্যায়। আরে যাচ্চিস্‌ কেন্? একটু থাক্‌না, ভট্টাচার্য্য মশয় আগত প্রায়! ওহে শিরোমণি! ভট্টাচার্য্য মশয়কে ডাক্‌তে গেছিল কেটা হে!

শিরো। ঐযে শিবরাম গেছিল, সেযে ফিরে এসে কিছু আর বোল্‌তেছে না।

ন্যায়। ওরে শিবরাম! এদিগে আয় না, তুই ভট্টাচার্য্য মশয়কে যে ডাকৃতে গেছিলি তার কি হোলো?

শিবরাম। (লজ্জা ক্রোধে অবসন্ন হইয়া) হুঁঃ তোমাদের তো আর কায নাই, স্থদুই বলো ভট্টাচার্য্যিকে ডাক্‌, ভট্টাচার্য্যিকে ডাক্‌, ভাট্টচার্য্যিযে কি তার তো কেও কিছু জান না।

ন্যায়। সে কি রে! ভট্টাচার্য্য আবার কি হয়?

শিব। হুঁঃ ভট্টাচায্যি যে কি তা তোমরাই একজন দেখগে?

ন্যায়। বলিস্‌ কি রে শিবরাম! তোরে কিছু কি তিনি বোকেছেন টোকেছেন?

শিব। নাঃ তিনি আমার ওপর বোক্‌বেন কি, তিনি মরুন্‌, তিনি দিনের বেলা ঠাক্‌রুনটির সঙ্গে খাটের ওপর যে বকাবকি লাগিয়েদেচেন।

ন্যায়। হাঁরে তিনি দিনের বেলা ঠাক্‌রুন্‌টির সঙ্গে

যদি কোন বকাবকি কোরে থাকেন তাতে তোর ক্ষতি কি, তুই কেন রাগ্‌তেছিস্‌?

শিব। সে, কথার বকাবকি নয় গোঃ সে কাযের বকাবকি।

ন্যায়। কথার বকাবকি নয়, কাযের বকাবকি সে আবার কি?।

শিব। সে কি, তা তোমরা গেয়ে দেখনা কেন।

শঙ্করী। মশয়! আর কেন ছেলে মানুষকে নে পা-ছড়া পাছড়ি কোরতেছেন, ও যা বোল্‌তেছে তা বোঝাগেছে, যখন ও সোরুপারা মুখ কোরেছে তখনি বোঝাগেছে ওর নাম উদ্ধব। আর বোল্‌তে হবে কেন? জানাগেল মশয়রা সবাই সমান, আমার আর তাঁর কাছে নালিশ কোর্‌লে কি হবে আমি চোল্লাম। (ইহা বলিয়া সে তথা হইতে প্রস্থান করিল)।

বিদ্যা। ভাই তর্কবাগীশ! আজ্‌কাল্‌ দেখ্‌তেছি সবারই ভাব সমান!

তর্ক। তাই তো হে!

বিদ্যা। আর তাইতো হে বোলে কি কোর্‌বে! এখনকার মতন পুঁথি পাঁজিতে ডোর দাও। চল আমরা সবাই মিলে একবার নগর ভ্রমণ করিগে।

পয়ার।

দ্বিজগণ প্রস্ফুটিত হেরি তরুলতা।
বাড়িল সবার মনে স্মর তরলতা॥
শিথিল হইল জ্ঞান বিবেক সবার

কামেতে কামিনীময় দেখে এসংসার ॥
সবে বলে গেলগেল যাগ যোগ আদি।
কেমনে এমনে মনে করিব সমাধি ॥
গেল২ বেদ বিদ্যা বিনয়িতা সব।
বণিতা বিনোদ বিনা সকলি কৈতব।
হায় হায় হোলো নাক ভজন সাধন।
ধৈর্য্য ধর্ম্ম আদিসব ধ্বংসিল মদন ॥
রমণী কি মণি হেন লাগিল মানসে।
লভয়ে নির্ব্বাণ সুখ যাহার পরশে ॥
কেহ বলে ভ্রম জালে গেল চিরদিন।
যুবতী যৌবন জলে না হইয়া মীন ॥
নারী কি অমূল্য ধন নারী চিনি বারে।
বেদবাদ বনে মিছা ভ্রমি বারে বারে ॥
আনন্দ চিন্ময় রস ব্রহ্ম বেদে কয়।
কামিনীর কলেবরে সে আছে উদয়।
শিবশাস্ত্রে শুনিয়াছি সেই উপদেশ।
তবে কেন কুরস সেবনে পাই ক্লেশ ॥
অন্য কয় পাপাশ্রয় হয় যদি নারী।
তথাপি তাহারে আমি ত্যেজিতে না পারি ॥
সুখ দুঃখ ভিন্ন আর সব বস্তু মিছে।
আগে সুখ করি নহে দুঃখ হবে পিছে।
পরলোকে হোল্যে দুঃখ কে দেখিবে পরে।
এখন তো করি মজা ঘরে কিম্বা পরে ॥
আর জন কহে এত কেন ভাব ভাই।
রমণী সঙ্গমে পাপ তাপ কিছু নাই ॥

তা হইলে ইন্দ্র কেন হরে অহল্যারে।
তারা বা ভজিল শশধরে কিপ্রকারে॥
ব্রহ্মা হয়ে কেন বা দুহিতা কাছে যায়।
সদাশিব কেন সদা কুচিনী পাড়ায়॥
বৃন্দাবনে বিষ্ণু দেখ ব্রজনারী লয়ে।
তা হোল্যে রহিবে কেন লোকনাথ হয়ে॥
অতএব মিছা কেন আতঙ্গেতে মরি।
সুখেতো গোঁআই কাল নারী হৃদে ধরি॥
কামিনী কাম কাননে করিয়া শয়ন।
মদন রস অলসে মুদিয়া নয়ন॥
আর না হেরিব বেদরূপা বিষলতা।
শ্রবণেতে না শুনিব শাস্ত্রের খলতা॥
ভট্টাচার্য্য গণ নিজে হয় মহাভণ্ড।
নাহি দেখি তাসবার সমান পাষণ্ড॥
শুনি পাপ করি পাপী পরে দণ্ড পায়।
জীবিত শরীরে দণ্ড ভণ্ডের হেথায়॥
শীত বৃষ্টি নাই ভোরে স্নান করি মরে।
অল্পভাতে ভাত খেয়ে মরে একাহারে॥
তৈল বিনা অঙ্গে খড়ি উড়ে সবাকার।
শরীরের গন্ধে কাছে বসে সাধ্য কার॥
পান বিনা মুখে মাছি উড়ে চির দিন।
উপবাসে উপবাসে তনু হয় ক্ষীণ॥
পঞ্চ পর্ব্বে পরশ না করে নিজ জায়া।
হায় কেন সে সবে বঞ্চিল মহামায়া॥
আপনাদিগের নিত্য দুর্দ্দশা যেমন।

অন্যে জিজ্ঞাসিলে আপনার মত কন॥
পরে সুখ হবে বলি এবে পায় দুঃখ।
পরলোক বাদি অধমের পোড়া মুখ॥
সুখ হেতু ইন্দ্রিয় দিলেন ভগবান্।
তারে কষ্ট দেয় যত বর্ব্বর প্রধান॥
পণ্ডিতের ভণ্ডতায় আর না ভুলিব।
নিজ অভিপ্রায় কেন অন্যেরে বলিব॥
মিছা মিছি পুঁথি পাঁজি বোয়ে কেন মরি
ডোড় দাও তাতে চল মন সুখী করি।

তর্ক। বিদ্যালঙ্কার ভাই! তবে কি সত্য সত্যই এখনকার মতন পুঁথিতে ডোর দিতে হবে কি?

বিদ্যা। দেবা না তো কি কোর্‌বে?

তর্ক। এই নাও ভাই তোমার কথাতেই পুঁথিতে ডোর দিলাম, এখন যেতে হবে কোথা তাই চল।

বিদ্যা। এসোনা! আমি তোমাকে যেকেনে যেতে হবে দেখাচ্ছি। (ইহা বলিয়া কতিপয় ভট্টাচার্য্য একত্রে নগর ভ্রমণ কৌতুকে বহির্গত হইলেন)।

তর্ক। (কিয়দ্দূর গিয়া নগরের কোন এক পল্লীতে কতক গুলিন সমবয়স্কা স্ত্রীলোক একত্রে এক স্থানে বসিয়া আছে তথায় আর একটা সমবয়স্কা স্ত্রীলোক আসিয়া ভঙ্গীক্রমে কিছু বলিতে ইচ্ছা করত তাহাদিগের নিকটাসন্না হইতেছে তদ্দৃষ্টে)। ওভাই বিদ্যালঙ্কার একেনে একবার ডাঁড়াতে হবে, দেখ না ঐ বেটি যেন ওদের ঘরে কি বোল্‌বার তরে ঐ দেখ কত রংঢং কোরে

আস্‌তেছে, ডাঁড়াওনা ভাই! বেটি এসে ওদিগে কি বলে তা শোণাযাক।

বিদ্যা। আচ্ছা ভাই, তবে এমন্ কোরে ডাঁড়ালে তো হবে না, চল আমরা একটু আবডালে ডাঁড়াই। (ইহা বলিয়া কিঞ্চিৎ ব্যবধানে গিয়া সকলে ডাঁড়াইলেন

রঙ্গিণী। (দূরে হইতে স্ত্রীমণ্ডলীর নিকটে গিয়া) কি বটে আজ্ যে বড় তোমরা বাহার দেছ ?

মালতী। হাঁ ভাই! আমরা সব আজ্ বাহার দেচি তুমিও দাওসে এসো।

রঙ্গিণী। না বোন্, তোমরাই বাহার দেছ দাও, আমার আর স্থত্ত বাহার দিলে মানায় কোই।

মালতী। ওবোন্ ওকথাটি বেনে তুমি বোল্‌বেনা, তোমার আর বোন্ স্থদু বাহার নয়, সে বরঞ্চ আমাদের বটে।

রঙ্গিণী। তোমরা যা মনে কোরে স্থদু বাহার নয় বোল্‌তেছে সে জলে এখন কাঁটা হয়েছে।

মালতী। ওমা সে কি গা! তোদের কি এখন সে ভাব নাই।

রঙ্গিণী। না বোন্ ভাব্ আর বেনে ভাঙ্গেনেই, কিন্তু যার ভাব্ সে আজ্ কাল বড় ভাবাচ্ছে।

মালতী। কেন গা! মুখুজ্জে মশয়ের কিছু কি গা অসুখ কোরেছে ?

রঙ্গিণী। বালাই তা কোর্‌বে কেন, সে যে আজ্ তিন দিন ধোরে বাড়ী নেই। তাকে বোষজা মশয় পত্রলেখে লেখে, পত্র লেখে লেখে, আপনার কাযের

স্থানে নে গ্যাছে।

মালতী। (নাকে অঙ্গুলি দিয়া) হ্যাগ! এদ্দিন থেকে২ সে এমন্ দিনে গ্যাল গা।

রঙ্গিণী। ওবোন্ স্থদ্ধ তারে কি কোরেইবা দোষ দেওয়া যায় বল, সেতো এত জানে না যে পোড়া বসন্ত আবার ফিরে আস্‌বে।

বামা। তাইতো গা। এমন্ কখনো আমরা দেখিনি যে সময় আবার গেলে ফেরে। ওবোন্ এখনকার কলিকা-লের সকলি উল্টো হয়েছে।

গোলাপী। ওভাই। সোজা বসন্ততো বরং ভাল ছেল, এ উল্টো বসন্ত বুঝি এবার কলি ওল্টাবে।

বামা। ওবোন্ গোলাপি। বসন্ত উল্টো হোলোতো তোদের তাতে ক্ষেতি কি। যে ক্ষেতি সে আমাদেরই, বসন্ত উল্টোই হৌক বা পাল্টাই হৌক, উল্টে পাল্টে তোদেরি সুখ।

গোলাপী। আমরুক্ সুখ, সে সুখে কি আর মন ভেজে।

বামা। হা বোন্! যার নাম সুখ, তাতে আবার মন ভেজে না সে কেমন্।

গোলাপী। বোল্‌বো কি দিদি, সে সুখের কি আর আঁজামাজা আছে?

মালতী। ওবোন্ তবুতো তোর দিব্যি কোদ্দে আছে, আমার যে আবার তাও নাই।

রঙ্গিণী। ওমা সে কি গা! তোর আবার থাকবেনা কেন কি হোলো?

চাঁপা। ওগো ওর আবার হবে কি? ওটা ওর ঠাট। কথায় বলে, যে যত ধনী সে তত দারিদ্দি, তাই বল্‌না কেন যে, আমার একটায় আর হয় না।

মালতী। মর মাগি! একটায় হয় না তো কি কেও আটি২ চায়?।

শ্যামা। ওবোন্ তুমি আটি২ চাও বা না চাও এখনকার মাগিরা বোঝা২ পেলেও ক্ষান্ত হয় না।

রঙ্গিণী। ওকথা বড় মিছে নয় বোন্! ঐ দ্যাক্ তোর কথা শুনে একটা কথা বড় মনে পড়ে গেল। তোরা তা শুনেছিস্ কিনা বোল্‌তে পারিনে। শুন্তে পাচ্ছি পাঁজাদের কেবলার মা নাকি পঞ্চপাণ্ডবের দোরোপদী হয়েছে।

শ্যামা। কে জানে বোন্! জানিনে তো, এখনকার কালের মাগি মুন্সের রীত করণ দেখে বোন্! পেটের ভেতরে হাত পা সেঁদুচ্ছে।

মোহিনী। (চাঁপার কাণে২) ওদিদি! পঞ্চপাণ্ডবের দোরোপদী কারে বলে দিদি?

চাঁপা। আ মর হাবি! এত বড় হলি এদ্দিন তুই তাও জানিস্‌নে! চুপ্‌কর লোকে শুন্‌লে হাঁস্‌বে।

মোহিনী। হাঁস্‌বে কেন, চুপে২ তুই বল্‌না।

চাঁপা। আঃ মিছে বেজার করিস্ কেন? শুন্‌বিতো সোরে আয় না, বলি। (ইহা বলিয়া তার কাণে২) ওলো, পাঁচ জনা যার সমী হয়, তাকেই পঞ্চপাণ্ডবের দোরোপদী বলে।

মোহিনী। এইতো, এ কথা আমার বোন্ জেনে কায নাই যে জেনেচে সে জন্ম২ জানুক।

রঙ্গিণী। চাঁপা! পাগ্লি কি বোল্‌তেছে?

চাঁপা। ও আমাদের বোনে বোনে এক কথা হোলো, তোমাদের তা শুনে কায কি?

মালতী। ওবোন্ এ, উ ও কোরেছে সে তা কোরেছে ওসব কথাতে আমাদের কায কি? আজ্‌কাল্ যে সময় পোড়েছে এতে কার ভাগ্যে যে কি আছে তা কি কিছু বলাযায়?

শ্যামা। সত্তি বটে বোন্! আজ্ কাল্ যে ধারা মন হয়েছে, তাতে কার কপালে কি ঘোট্‌বে কিছুই বলা-যায়না।

রঙ্গিণী। বোল্‌বো কি বোন্! আজ্ মোটে তিন দিন হোলো আমাদের সে বাড়ী হোতে গ্যাছে, এতেই যেন আমি একবারে মোরে গেচি, যাদের সমী সকল দিনই বিদেশে থাকে, তারা ভাই কি কোরে থাক্‌তে পারে এওতো বুঝ্‌তে হয়।

দীর্ঘ চতুষ্পদী।

নব ঋতু আগমন, হেরি বিরহিণী গণ,
কামে হয়ে অচেতন, বলে একি দায় গো।
সখিগো বল কি হোলো, বসন্ত কি আবা এলো,
মদন মোরে না মোলো, সেকি পুনরায় গো॥
ঐ দেখ বনে বনে, ফুটিল কুসুমগণে,
সদা বলয় পবনে, হানিতেছে শূল গো।
দেখ দেখ ফুলে ফুলে, ছটিল ভ্রমর কুলে,
করিল কামিনীকুলে, অধিক ব্যাকুল গো॥

ডালে ডালে পিকগণ, করে প্রিয় আলাপন,
প্রিয় বিনা কার মন, তাহাতে জুড়ায় গো।
কান্ত যার দেশান্তরে, বসন্তে সে দুঃখান্তরে,
সদা বিরহ কান্তারে, কাঁদিয়া বেড়ায় গো॥
হয়ে ফুলধনু-কর, মদন চাহিছে কর,
আমাদের প্রাণেশ্বর, গেছে দেশান্তর গো।
ঘরে নাই কিছু ধন, কি দিয়া তুষি মদন,
জোরে সে করে বেধন, শরে নিরন্তর গো॥
যৌবন নিবিড় বনে, বিচ্ছেদ দাবদহনে,
দগ্ধ হয়ে ক্ষণে ক্ষণে, মনে পাই ডর গো।
স্মর বলে দেনা কর, আমি বলি ক্ষমা কর,
কার কাছে পাতি কর, কে করে আদর গো॥
মনে হয় কর লাগি, হই নিজাকর ত্যাগী,
কলঙ্ক নিকর ভাগী, হব বোল্যে ডরি গো।
হেন কে আছে সুহৃৎ, কাহারে সুধাই হিত,
হিতে হয় বিপরীত, সেই ভয়ে মরি গো॥
এক রামা বলে সই, কেন এত জ্বালা সই,
প্রাণ বিনা প্রিয় কই, আছে ত্রিলোকিতে গো।
যদি দেহ ছাড়ে প্রাণ, কি করিবে কুলমান,
কুলেতে অনল দান, করি ভাবি চিতে গো॥
সদা করি লোকাপেক্ষে, নিবারি এবারি চক্ষে,
কত বা বহিব বক্ষে, যক্ষের সম্পদ গো।
যদি মনোমত পাই, তবে এজ্বালা নিবাই,
সুখ পারাবারে যাই, তেজি এবিপদ গো॥

তর্ক। ভাই বিদ্যালঙ্কার! মাগিদের ভাব ভঙ্গী সকল শুন্‌লেতো ?

বিদ্যা। হাঁ ভাই শুন্‌লাম, কিন্তু ভাই আজ্‌কাল্‌ সকলকেই এরূপ দেখ্‌তেছি কেন হে ?

তর্ক। ভাই! কিছ দিন্‌ তো থাকো, আরও কত দেখ্‌বা।

বিদ্যা। তাইতো হে!

তর্ক। চল২ ভাই এক ঠাঁই ডাঁরিয়ে থেকে কি হবে আর পাঁচ ঠাঁই দেখ্‌তে২ চল বাসায় যাই। (ইহা বলিয়া সকলে নিষ্ক্রান্ত হইলেন)।

বিবেক। (কন্দর্পের রণ সজ্জায় সশঙ্কিত হইয়া আপন মন্ত্রি দোষ দৃষ্টিকে সম্বোধন করত)। ওহে ও মন্ত্রিবর! বিপক্ষ মদনের অবিনয় তো তুমি সব দেখ্‌তেছ ?

দোষদৃষ্টি। আজ্ঞা মহারাজ। সকলই দেখ্‌তেছি, না দেখ্‌ব কেন ? এবার মদনকে যেন বড় সাহসী২ বোধ হোতেছে।

বিবেক। হাঁ বটে, বোধ হয় ওর পশ্চাতে অন্যান্য বিপক্ষেরাও অনুবল থাক্‌তে পারে।

দোষ। তা না হোলে ওর এত সাহবৃদ্ধি কিশে ?

বিবেক। যা হৌক আমাদের এসময় নিশ্চিন্ত থাকা বিধি হয় না।

দোষ। যা বোল্লেন মহারাজ! তবে আমাদের সৈন্য সামন্ত প্রস্তুত কোর্‌তে অনুমতি হোক।

বিবেক। তা কোর্‌বে কি, আগে আমার প্রিয় সখা ধর্ম্ম কোথায় তাই অনুসন্ধান কর, তিনি না হোল্যে আমাদের সকল উদ্‌যোগই বৃথা হবে।

দোষ। তিনি কোথায় আছেন ? তাঁর অনুসন্ধানে

কোরুতে এখন কারে পাঠান যায়। [গেল।

বিবেক। কেন? উপদেশ শ্রদ্ধা এরা দুই জন কোথায়

দোষ। কোই তারা আর কোথায় যাবে? মহারাজের নিকটেই আছে।

বিবেক। তবে তাদিগেই প্রিয়সখার অন্বেষণে পাঠাও না।

দোষ। যে আজ্ঞা মহারাজ! তবে তাদিগেই পাঠাই (ইহা বলিয়া উপদেশ আর শ্রদ্ধা উভয়কে ধর্ম্মের অনুসন্ধান করিতে প্রেরণ করিলেন)।

উপ। (শ্রদ্ধাকে সঙ্গে লইয়া নানা স্থান ভ্রমণ করত বৌদ্ধদিগের মঠে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের মুখে ধর্ম্মের নাম শ্রবণ মাত্র) প্রিয়ে ডাঁরাওতোং এখানে কে ধর্ম্মের নাম কোরতেছে একবার অনুসন্ধান করি।

শ্রদ্ধা। কোই না, একেনে আবার কে ধর্ম্মের নাম কোরবে।

উপ। হাঁ করতেছে চল দেখি, দেখাই যাক্। (ইহা বলিয়া উভয়ে বৌদ্ধদিগের বিহার ভূমি প্রবেশ পূর্ব্বক) প্রিয়ে দেখ২ এখানে আমাদের রাজার পরম সুহৃৎ ধর্ম্ম মশয়ের এরূপ অবস্থা কে কোরলে?

শ্রদ্ধা। কোই তাঁর কে কি অবস্থা কোরেছে দেখি২। (এরূপ কহিয়া মঠের মধ্যে দৃষ্টি করত লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া) আই মা একি; ধর্ম্ম যে আমাদের পাগল হোয়ে গ্যাছেন। তা না হোল্যে ইনি নেংটা হোয়ে এক হাত অস্থলে আর এক হাত মুখে দিয়া ডাঁরিয়ে থাকবেন কেন?

উপ। প্রিয়ে তাইতো হে! এত বড় লোকটা কি এক বারেই বুদ্ধি শুদ্ধি হীন হোয়ে গ্যাছে? বোল্যোব কি "বায়ুনাং বিচিত্রা গতিঃ"।

শ্রদ্ধা। তবেই তো রাজার কাছে গিয়ে আমরা কি বোল্‌ব?

উপ। চল না একবার ওর কাছে গিয়াই দেখি।

শ্রদ্ধা। হেই মা! উনি যে কোরে রোয়েচেন উআঁর কাচেতো আমি যেতে পার্‌বনা।

উপ। চলতো পরবা কি?

শ্রদ্ধা। ওমা যে পরবা উনি বের কোরে রোয়েচেন, তা দেখে কি আমি উআঁর কাচে যেতে পারি?

উপ। তবে আবার কি কোর্‌ব?

শ্রদ্ধা। দূরে থেকে একবার উআঁর সঙ্গে আলাপ কর দেখি, উনি কি বোলে ওঠেন?

উপ। বেস্ বোলেছ প্রিয়ে! তবে তাই আগে দেখা যাক (ইহা বলিয়া ধর্ম্মকে সম্বোধন করত) ধর্ম্ম মশয় প্রণাম, মশয়ের ও আবার কোন ভাব?

ধর্ম্ম। বাবা! এভাব বই আর জগতে কোন্ ভাব আছে?

উপ। সে কি মশয়!

ধর্ম্ম। (পুংস্ত্ব আর মুখে হাত দিয়া) বাবা! এই আর এই।

উপ। একি মশয়! আপনি কি পাগল হোয়ে গেলেন?

ধর্ম্ম। আস্তিক বেটারা সবাই আমাকে পাগল বলে বটে।

প্রিয়ে! পলায়ন কর২ ইনি আমাদের সে ধর্ম্মই নন্ ইনি যে পাষণ্ডধর্ম্ম।

শ্রদ্ধা। ওমা! তাই হৌক, ওরে দেখে যে আমার এক বারে কি হোয়েছেল, তবে চল আর একেনে আমাদের থাকায় কায নাই। (ইহা বলিয়া তথা হইতে উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

উপ। (শ্রদ্ধার সহিত পথে গমন করত অঘোরী-দিগের মঠে প্রবেশ করিয়া) প্রিয়ে! থাকো২ এ-খানে একবার ধর্ম্মের অনুসন্ধান করি (এরূপ কহিয়া উভয়ে তথায় প্রবিষ্ট হওত রুধির ধারায় আর্দ্র বক্ষঃস্থল ও মলাক্লিন্ন-দেহ দিগম্বর মুক্তকেশ ধর্ম্মকে দেখিয়া)।

শ্রদ্ধা। ওমা ভ-য় ওমা ভ-য় (ইহা কহিয়া কম্পিতা হওত দৃঢ়রূপে উপদেশের কণ্ঠদেশ পীড়ন করিয়া) পলাও২ একেনে রাক্ষসের দেশে আমাকে নে এল্যে কেন?

উপ। প্রিয়ে! স্থির হও২ ও রাক্ষস নয়২ কলিতে রাক্ষস কোথায় আছে?

শ্রদ্ধা। না রাক্ষস নাই, তবে ও কি?

উপ। প্রিয়ে! বোধ করি ঐ ওদের ধর্ম্ম হবে।

শ্রদ্ধা। ওমাঃ আর ধর্ম্মে কায নাই, চল একেনে হোতে আমরা পালাতে পারলে বাঁচি, ওটা রাক্ষস না হয়তো ভূত, তার সন্দেহ নাই।

উপ। প্রিয়ে। ভয় নাই২ ভূত কি দিনে কখন দেখাযায়?

শ্রদ্ধা। না দেখাযায় নাতো ওকি? তুমি যেওনা২ আজ্ খরোবার, গেলেই একুনি পেয়ে বোস্‌বে।

উপ। আরে পাগ্‌লি! ভূত হোল্যে ওর পা মাটিতে পোড়্‌বে কেন? ভূত যে আকাশচারী তা কি তুমি শোণ নাই? ও অঘোরিদের ধর্ম্মই বটে, চল ওর সঙ্গে এক বার আলাপ করিগে।

শ্রদ্ধা। ওযদি আমাদের সে ধর্ম্মই নয়, তবে ওর সঙ্গে আলাপে কি ফল? চল আমরা আর২ঠাঁই দেখিগে।

উপ। (শ্রদ্ধার কথাতে নিবৃত্ত হইয়া তথাহইতে প্রস্থান কৃরত কৌলদিগের ভৈরবীচক্রে গিয়া) প্রিয়ে! থাকো২ এখানে একবার অনুসন্ধান করি (ইহা বলিয়া নিকটাসন্ন হওত দৃষ্ট করিলেন, ধর্ম্ম তথায় কুলচক্রমধ্যে উপবিষ্ট আছেন তাঁহার সৃক্কদ্বয়হইতে সুরাধারা গলিত হইয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতেছে, তিনি কপালে বর্ত্তুলাকার এক সিন্দূরের বিন্দু ধারণ করিয়াছেন, বামে এক নবযৌবনা কামিনী দক্ষিণে সুরাপাত্র সম্মুখে শূকর মাংসের চাট প্রস্তুত রহিয়াছে।

শ্রদ্ধা। (দৃষ্টমাত্র। উঁঃ মহাভারত২ এ কোথায় এল্যে! এখানে সুরার গন্ধে যে প্রাণ অবশেষ হোলো।

উপ। প্রিয়ে! দেখ না, এখানে যে এক ধর্ম্ম বোসে আছেন।

শ্রদ্ধা। আঃ ধর্ম্মের পোড়া কপাল, তিনি কি মাতাল পাষণ্ডদের মধ্যে আছেন? চল২ এখানহইতে গিয়া আমরা তাঁহাকে অন্যান্য ঠাঁই অন্বেষণ করি (এরূপ

কহিয়া তথা হইতে বহির্ভূত হওত উভয়ে নানা স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন)।

বিবেক। (উপদেশ ও শ্রদ্ধার বিলম্ব দেখিয়া মন্ত্রির প্রতি) ওহে মন্ত্রিবর! কৈ এখনও যে প্রিয়সখা ধর্ম্মের অনুসন্ধান লোয়ে উপদেশ আর শ্রদ্ধা এলোনা? এদিগে যে, দুর্দ্দান্ত কাম নিষ্ঠুর শরাঘাতে সকলকে জর্জ্জর কোরলে, অতএব তোমরা সুসর্জ্জ হোয়ে তার সহিত যুদ্ধের উদ্যোগ কর।

দোষদৃষ্টি! (রাজাজ্ঞামাত্র) সৈন্য সামন্ত প্রস্তুত করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

পয়ার।

বিবেক আজ্ঞায় দোষদৃষ্টি মন্ত্রিবর।
সে যুদ্ধেতে সুসজ্জিত হোলেন সত্বর॥
লজ্জাধৃতি আদি সেনাপতি সঙ্গে লয়ে।
শমদম প্রভৃতি বাহিনী যুত হয়ে॥
রঙ্গভূমে দেখি কামসৈন্যের তরঙ্গ।
যুদ্ধে ক্রুদ্ধভাব তেজি ভাবেন আতঙ্গ॥
মন মথ মহাবেগে মোহনাস্ত্র ধরি।
প্রহারে প্রথমে দোষদৃষ্টির উপরি॥
তাহে পুনঃ কুসংস্কার চাঞ্চল্য মত্ততা।
লজ্জাধৃতি ক্ষমাপ্রতি প্রহারে সর্ব্বথা॥
একেতো মোহন বাণে মুগ্ধ সর্ব্ব জন।
অধিকন্তু পরস্পর করে আক্রমণ॥

কুসংস্কার আগেতে লজ্জার কেশে ধরি।
নামায় নয়নরথ হোতে শীঘ্র করি॥
তাহে সে কামিনীকুচ কুম্ভ করি ভর।
কুসংস্কার সঙ্গে করে প্রচণ্ড সমর॥
তবে সে শৃঙ্গাররুচি নামেতে রাক্ষসী।
প্রহারে লজ্জারে আসি কামিনী বক্ষসি॥
তাহাতে কম্পিতা হোয়ে লজ্জা অতিশয়
ভয়েতে প্রবেশে গিয়া মদন আলয়॥
লজ্জার ভগিনী এক আছিল বামতা।
সহায় হইল রণস্থলে আসি তথা॥
সেকালে চাঞ্চল্য গিয়া ধৃতি সন্নিধানে।
ঘোর যুদ্ধকরে দোঁহে বিবিধ বিধানে॥
চাঞ্চল্যের পরাক্রম সহিতে না পারি।
ভঙ্গ দিল ধৃতিদেবী রণভূমি ছাড়ি॥
সেই রূপে মত্ততা করিয়া আগমন।
ক্ষমায় তেজিয়া ক্ষমা করে মহারণ॥
হস্তা হস্তী কেশা কেশী দন্তাদন্তী ভাবে।
পরস্পর যুদ্ধ করে আপন প্রভাবে॥
ক্ষমার ক্ষমতা যাহা আছিল সঙ্গরে।
নাশে তাহা মত্ততার উন্মত্ত সমরে॥
অতএব মনে বহু পাইয়া আতঙ্ক।
রণস্থল তেজি ক্ষমা ভয়ে দিল ভঙ্গ॥
তবে কামসৈন্যগণ করি রণ জয়।
আনন্দে করিছে রব সবে জয়২॥
নানা বাদ্য বাজে তাহে করি কোলহল।

ডম্ফ জগঝম্ফ বেণু বীণা সুমঙ্গল।
শর আকর্ষণে শ্রান্ত আছিল মদন।
পুষ্পনীরে সৈন্য তারে করিল সিঞ্চন॥
দোষদৃষ্টি মুগ্ধভাব তবে পরিহরি।
একা পলাইল পরে অনুতাপ করি॥
পরে সে সমরজয়ী দুর্দ্দান্ত মদন।
বিবেকে করিছে প্রতি স্থানে অন্বেষণ॥
তাহাতে শঙ্কট ভাবি বিবেক সুমতি।
লুকাইল প্রায় সেহ সঙ্গে নিজ সতী॥

ইতি মন্মথ বিজয়ো নাম তৃতীয়াঙ্কঃ।

চতুর্থাঙ্কারম্ভঃ।

কলি। (পুনর্ব্বার নিজ সখা অধর্ম্মের সহিত রঙ্গভূমি প্রবেশ করত) সখা অধর্ম্ম! চল আমরা বঙ্গদেশে গিয়া এক কর্ম্ম করি।

অধ। সেকেনে আবার কি কর্ম্ম কোর্‌তে মন হোলো?

কলি। সেখানকার রাজধানী গিয়া রাজার মহিষীর গর্ব্ভে এক সন্তান উৎপত্তি কোর্‌তে হবে।

অধ। কেন সেকেন্‌কার রাজা কি তোমারে আপন মহিষীতে সন্তান উৎপত্তি কোর্‌তে নেমন্তন্ন কোরেছে?

কলি। তারে নিমন্ত্রণ কোর্‌তে হবে কেন? আমরাই নিজে নিমন্ত্রিত হবো।

অধ। সে কি? তার মহিষীকে দেখে বুঝি তোমার লোভ হয়েছে?

কলি। লোভ আর হয় নাই, ক্ষোভ নিবারণ কোর্‌তে পার্‌লে বাঁচি।

অধ। ওহে! তারই নাম তাই।

কলি। না সখা! সে ক্ষোভ নয়, এখন সে দেশে যে সকল ব্রাহ্মণ সজ্জন বাস কোর্‌তেছে তাদের ধর্ম্ম নাশ না হোল্যে আমার পক্ষে বড় শুভ হবেনা, তাতেই সেখানকার রাজার মহিষীর গর্ব্ভে সন্তান উৎপত্তি কোরে তার দ্বারা সেই ক্ষোভ নিবারণ কোরবো।

অধ। তোমার মনে২ যে এত আছে তা আমি কি কোরে জান্‌বো, তবে চলনা শীঘ্র২ সেকেনে যাওয়া যাক্।

কলি। হাঁ তার কি আর বিলম্ব আছে? (ইহা বলিয়া উভয়ে বঙ্গরাজ্য প্রস্থান করত বিক্রম পুরের রাজধানী আসিয়া অধর্ম্মকে আশ্রয় করত আদিশূর রাজার বেশ ধরিয়া তাহার অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন)।

রাণী। (কপট রাজবেশধারি কলিকে দৃষ্ট করিয়া ব্যস্ত সমস্তরূপে গাত্রোত্থান করত স্মিত পূর্ব্বক) উঃ আজ যে বড় আমার সৌভাগ্য দেখ্‌তেছি, একি আজ্ অসময়ে চাঁদের উদয় কেন?

কলি। প্রিয়ে! তোমার সৌভাগ্যের অভাব আবার কখন তাতো জানিনে॥

রাণী। বটে, তবু আজ্‌কের মতন সৌভাগ্য তো দেখা যায় নাই।

কলি। প্রিয়ে! আজ রাজসভাতে বোসে থাক্‌তে২ তোমাকে মনে হোয়ে যেন প্রাণটা কি কোরে উঠলো, তাতেই বলি সকালে২ যাই।

রাণী। উঃ যে কথা নয়! আপনকার বুঝি আর কারে মনে হোয়েছেল, তাকে না পেয়ে বোধ করি আপনি দুদের তৃষ্ণা ঘোলে ভাঙতে এসেছেন।

কলি। সে কি আমার আবার আর কে, আছে?

রাণী। বলা যায় কি? আপনকার অভাব কিশের?

কলি। নাও তোমার ওসব কথাতে আর কায নাই, চল২ এখন ঘরের মধ্যে যাই (ইহা বলিয়া রাণীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক গৃহ মধ্যে প্রবেশ করত নানা কৌতুকালাপের সহিত পালঙ্কোপরি অনঙ্গ ক্রীড়ারম্ভ করিল)।

রাজা। (তাঁহাদিগের অনঙ্গক্রীড়া ভঙ্গ না হইতেই মহিষী গৃহে আগমন পুরঃসর দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া) একি! আজ্ যে বড় সকাল সকালই দোর বদ্ধ হোয়েছে! (ইহা কহিয়া অল্প২ রূপে দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন)।

রাণী। (কপট রাজবেশধারি কলির সহিত কন্দর্প ক্রীড়ায় নিমগ্না থাকিয়া মনে২ করিলেন) যা মোলো! এ আবার কি উপসর্গ! এমন সময়ে দোরে ঘা মারে কে? মহারাজ শুন্‌লেতো কি মনে কোর্‌বেন? (ইহা ভাবিয়া প্রকাশ্যে) কে.ও? এত রাত্রে দোরে ঘা মার্‌তেছে?

রাজা। তোমার দোরে যে নিত্তি ঘা মারে সেই।

রাণী। (মনে২) আ মোলো! এড়েকরা কে রে, এযে রাজার কাছে আমাকে কলঙ্কিনী কোরবার যো তুলেছে (ইহা ভাবিয়া) আ মর, তুই কে? তা বল না কেন? এত রাত্রে অন্দরে কেন মোর্‌তে এলি?

রাজা। (হাস্য করত) প্রিয়ে একবার দোর খুলেই দেখ না কেন, কে তোমার দোরে এসেছে।

রাণী। মর ডেকরা, বলে কি? কে তোর সাত পুরু-ষের প্রিয়ে?

রাজা। (মনেং) এ বুঝি অত্যন্ত নিদ্রাবেশেই এরূপ ভ্রম জোন্মে থাক্‌বে (ইহা ভাবিয়া প্রকাশ্যে) দূর মাগি! বলে কি? ও কি বোল্‌তে আছে? এখন ওঠ না, চোকে জল দাও, আর এমন কোরে কতক্ষণ দোরে ডাঁরিয়ে থাক্‌ব?

রাণী। আ মর, তুই যে বোল্লে শুনিস্‌নে, তোর বুঝি মোরতে দিন লেগেছে বটে? যখন দরওয়ানেরা এসে কচ্ কোরে তোর মাথা টা কেটে ফেল্‌বে, তখনি তুই টের পাবি।

রাজা। রাণি! তুমি কি পাগলি হোলে? আমিই যে তোমার রাজা, আমাকে কি দরওয়ানেরা কাট্‌তে পারে?

রাণী। আ মর, তোর যত বড় মুখ নয় ততবড় কথা! মহারাজা যে ঘরে রোয়েছেন সেটা বুঝি তুমি টের পাও নাই বটে?

রাজা। (মনেং) এ বলেই কি? ঘরে আবার মহা-রাজা কে থাক্‌লে? (ইহা ভাবিয়া বিবেচনা করিলেন বুঝি রাণী আজ্ কোন মাদক দ্রব্য পান কোরে থাক্‌বে, (প্রকাশ্যে) ওকি আজ্ বুঝি তুমি কোন নেশা মেশা কো-রেছ বটে?

রাণী। মর মুন্‌সে তোরতো কথা গুলো বড় চেটা-লো২ দেখ্‌তেছি, আমি কি চহারের মেয়ে তাই নেশা কো রব, দেখ্‌বি কেমন্ নেশা কোরেছি (ইহা বলিয়া দ্বারের কবাট মুক্ত করিয়া সম্মুখে রাজাকে দেখিবামাত্র মনেং)

আ মোলো রাজার মতন এ আবার কে? ভারিতো জঞ্জাল বটে, আঁঃ ঘরে এক রাজা বাইরে এক রাজা সে কেমন্ হোলো?

রাজা। (কবাট মোচন মাত্র গৃহ প্রবেশ করিয়া কৃত্রিম নিজ বেশধারি কলিকে দৃষ্ট করত বিস্ময় পাইয়া মনে২) ওমা! কি সর্ব্বনাশ! রাণী যা বোল্লে তাই যে সত্য হোলো, ওরে দেখে যে আমার বুদ্ধি শুদ্ধ সকলই গেল এখন ও আমি কি, আমিই ও, ইহা চেনা করা ভার হলো, (কিঞ্চিৎকাল বেবেচনা করিয়া) না, আমিই তো আমি, ও কেন আমি হব, ভাল ওরে জিজ্ঞাসা কোরে দেখি ঐ বা কি বলে? (ইহা ভাবিয়া) ও খাটে বসা আমি! তুই আমার ঘরে কেন রে?

কলি। (রাজার ভাব দেখিয়া হাস্য করত কৌতুকে) কেন ডাঁরিয়ে থাকা আমি! আমি আপন ঘরে আছি তা তোর কি রে! (ইহা বলিয়া পুনশ্চ) মহারাজ! বিস্ময় ত্যাগ কর, আমি ব্রহ্মপুত্র নদ, তোমার মহিষীর আশ্চর্য্য রূপ লাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তোমার বেশে তোমার মহিষীতে উপগত হইয়াছি ভয় নাই, তোমার এই মহিষীর গর্ব্ভে আমার ঔরসে তোমার যে পুত্র জন্মিবে তার যশে তুমিও যশস্বী হবে সন্দেহ নাই (ইহা কহিয়া তৎক্ষণাৎ গৃহমধ্যেই অন্তর্হিত হইলেন)

রাজা। (শ্রুত মাত্র চমৎকৃত হওত কাহারও কোন দোষ গ্রহণ না করিয়া তদবধি পত্নীর পুত্র প্রসব প্রতীক্ষায় থাকিলেন)।

রাণী। (দশমাস গতে শুভক্ষণে সর্ব্ব সুলক্ষণান্বিত

সন্তান প্রসব করিলে রাজা তাঁহার নাম বল্লাল রাখিলেন)।

বল্লাল। (মাতৃক্রোড় ভূষিত করিয়াবধি ক্রমশঃ বয়ো বৃদ্ধি সহকারে নানাবিধ বিদ্যা বৃদ্ধি লাভ করিতে লাগিলেন)।

রাজা। (বল্লালকে বয়ঃ প্রাপ্ত ও কৃতবিদ্য দেখিয়া তৎপ্রতি রাজ্য ভার সমর্পণ করত গঙ্গাতীরে কলেবর পরিবর্ত্তন করিলেন)।

বল্লাল। (রাজ্যপ্রাপ্তির পর সুবিচার সদাচারাদি দ্বারা প্রজাগণের নিকট প্রতিষ্ঠা ভাজন হওত কলির অভিপ্রায়ানুসারে গৌড়দেশস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য প্রভৃতির কৌলিন্য মর্য্যাদা স্থাপন করিলেন॥ ব্রাহ্মণেরা তদ্দ্বারা রাঢ়ীয় বারেন্দ্র রূপে বিভিন্ন হইয়া আপন২ কুল মান রক্ষায় তদবধি তৎপর রহিলেন)।

নেপথ্যে। বেটা বেল্লিক বেটা ষণ্ডামার্ক।

সভ্যগণ। চুপ্ কর তোর২ কে কিশের গোলমাল কোরতেছে শোণাযাক।

কুশীলব। মশয়রা ব্যস্ত হবেন না, ও অন্য কোন গোল্ মাল নয়, বুঝি কুলাচার্য্যেরা পরস্পর কলহ কোরতে২ এখানে আস্তেছে।

সভ্যগণ। (নটের বাক্যে স্থির হইলে কপটলোচন আর মিথ্যাপরায়ণ নামক দুই জন কুলাচার্য্য পরস্পর বাক্‌যুদ্ধ করত নাট্যশালা প্রবেশ করিলেন।

কপট। (কোন সভ্যকে দৃষ্ট করত জিজ্ঞাসা করিল) মশয়ের নাম?

সভ্য। আমার নাম শ্রীকালীকুমার দেবশর্ম্মা, আমার পিতার নাম, ঠক্কুর শিবরাম দেবশর্ম্মা, আমরা সাগরদে বন্দীঘাটি ভগীরথ বাঁড়ুরির সন্তান।

কপট। নমস্কার মশয় নস্কার, আপনি অতিবড় প্রধান লোকের সন্তান, কুলের চূড়া, আপনিই মশয় আমাদের এই কথার মীমাংসা করুন্ দেখি, মশয় এই দেখুন এরে যে আমার সঙ্গে দেখ্‌তেছেন এর নাম, মিথ্যা-পরায়ণ, এ বেটা বলে আমি সিংহসন্তান কুলাচার্য্য, এর বুদ্ধিতো মশয় লেজ কাটা সিংহির মতন, ওতে আমাতে মশয় একঠাঁই ঘটকালি কোর্‌তে গেচিলাম, কিন্তু মশয় ওযেন কিছুদিন আগে গেচিল বটে, ফল্‌খান মশয় আপনিতো অতি বিশিষ্ট সন্তান তার সন্দেহ নাই বোল্লে আপনি সকলই বুঝ্‌তে পারেন, বলুন্‌তো মশয় যে ব্যক্তি চাঁদি চালাতে পারেনা, সে ব্যক্তি যদি কোন জাগায় মেকি চালাতে যায়, তবে তার কি হয়? এব্যক্তি মশয় এক অতিবড় মহারথি নৈকোষ্যের বাড়ীতে (মশয় তার নাম কোর্‌ব না) একটা তিন পুরুষের পাত্র নিয়ে চালাতে গেচিল, শেষে মশয় তারা তা জান্‌তে পেরে এর যা কোর্‌বার তা কোর্‌তে প্রস্তুত ছিল, ভাগ্যে আমি সেকেনে গেচিলাম সেই তো মশয় কত বোল্লে কোয়ে যেন সেই বরেই তার সেই মেয়ের বে দিলাম, তবে তো উনি বাঁচ্‌লেন, মশয় তাতেই যে কিঞ্চিৎ আমাদের পাওয়া হোয়েছে; ও বেটা বলে আমি তার বারো আনা অংশ লব, আমি বলি তা কেন তোমাতে আমাতে অর্দ্ধেক২ করিয়া লই, ওবেটা তা না মেনে আমার সঙ্গে

মশয় মিছামিছি ঝক্‌ড়া কোর্‌তেছে, এখন মশয় বলুন্ মশয়ের বিচারে কি হয়?

সভ্য। তাই লউন মশয়রা উভয়ে সমান২ অংশ কোরেই লউন্, অল্পের নিমিত্ত আর কেন মিছা মিছি পরস্পর ঝক্‌ড়া করেন?

কপট। নে এখন! ভদ্রলোকের মুখে কি কোর্‌বি তা কর?

মিথ্যা। বাঁড়ুজ্জে মশয় উনি অতি বিশিষ্টসন্তান আমাদের শিরোধার্য্য উআঁর কথাটা আমাদিগে রাখ তেই হয়। আচ্ছা আমি যা পাব তা আমাকে ফিরে দাও (ইহা বলিয়া কপটলোচনের নিকট হইতে আপন্ অর্দ্ধেক অংশ লইল)।

কপট। এই তো ভাই তুই আপনার অংশ বুঝে পেলি, এখন তো তোর রাগ রোষ সব মিটুল?

মিথ্যা। হাঁ ভাই আর আমার রাগ রোষ কি?

কপট। দেখ ভাই যদি তোমার রাগ রোষ মিটে থাকে তবে চল দুজনে গিয়ে সেই শিবনাথ মুখুজ্জের মে য়ের একটা পাত্র তল্লাস কোরে আসি, ঘটাতে পার্‌লে যা পাব, তা এম্‌নি কোরে দুভেয়ে বেঁটে লব।

মিথ্যা। আচ্ছা ভাই তবে চল (ইহা বলিয়া উভয়ে যাত্রা করত বিল্লপুষ্করিণী গ্রামে উপস্থিত হইয়া কোন ব্রাহ্মণের প্রতি) মশয়! এ গ্রামে অকৃতদার কোন নৈকোষ্য পাত্র আছে?

ব্রাহ্মণ। থাকুন্ মশয় মনে করি, (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) কোই মশয়! এ গাঁতে অকৃতদার নৈকোষ্য পাত্র কে

আছে? (ক্ষণেক বিলম্বে) ওহো! আছে বটে, মশয়রা জানবেন শিবচন্দ্র বাঁড়ুরির বাড়ীর কাছে বামা ঠাকুরুণ বোলে যে একটি স্ত্রীলোক থাকে তারই সন্তানটি অক্রূত-দার নৈকোষ্য বটে।

কুপ্রট। মশয়! তার পিতার নাম কি?

ব্রাহ্মণ। সেটা মশয় বড় মনে হয় না।

কপট। ভাল তার বয়েস কত তা জানেন্?

ব্রাহ্মণ। হাঁ সে বুঝি আট নয় বৎসরের হোতে পারে। কপট। ভাই মিথ্যাপরায়ণ! তবে হোয়েছে চল (ইহা বলিয়া উভয়ে বামা ঠাকুরাণীর বাটী তত্ত্ব করত তাহার বহির্দ্বারে গিয়া) বাড়ীতে কে আছ গো আমরা কুলা-চার্য্য।

বামা। (মনে২) মরুক, ছাই কোথা থেকে আবার আপদরা যুটল? দেখা হোলেই হয়তো বোলবে কিছু দাও (ইহা ভাবিয়া ঘরে হইতে) এরা কে কোথা গ্যাছে গো, বাড়ীতে কেউ নেই।

কপট। তুমি কে বট? এরা কে কোথা গেল একবার ডেকে দাও না, বলোগে তোমার পুত্রটির বের সম্বন্ধ কোরতে ঘটক এসেছে।

বামা। (পুত্রের বিবাহের সম্বন্ধের কথা শুনিয়া) তবে মশয়রা ওকেনে চণ্ডিমণ্ডপে বসুন্, তিনি কোথা গ্যাছেন আমি দেখি।

কপট। আচ্ছা বাছা আচ্ছা।

বামা। (কিঞ্চিৎ বিলম্বে ঘরে হইতে বাহির হইয়া) কোই কে বটেন মশয়রা? কি মনে কোরে এসেছেন?

কপট। কেবট বাছা তোমার নামটি কি গা ?

বামা। আজ্ঞা মশয় আমার নাম বামাসুন্দরী।

কপট। তোমার নাকি একটি অকৃতদার পুত্র আছে ?

বামা। আজ্ঞা মশয়দের আশীর্ব্বাদে একটি ভিক্ষের ভাঁড় আছে বটে।

কপট। তার কি কোনখানে বের সম্বন্ধ টম্বন্ধ কোরেছ ?

বামা। না মশয়! ছেলেই আগে বাঁচুক তবে তার বের সম্বন্ধ করা যাবে।

কপট। তোমার ছেলেটির নাম কি তার বয়েস কত ?

বামা। আজ্ঞা মশয় তার নাম চণ্ডীচরণ, সে এই যে-টের আশীর্ব্বাদে বুঝি আট কি নয় বচ্ছরের হোলো।

কপট। তুমি কি সে ছেলেটির বে এখন দেবা ?

বামা। হাঁ মশয় মনের মতন হোল্যে কি আর না দেই।

কপট। কোই তোমার সে ছেলেটিকে ডাক দেখি।

বামা। আজ্ঞা কোথা গ্যাছে ডাকি ? (ইহা বলিয়া তথাহইতে বাহির হইয়া পাড়ায় অন্বেষণ করত দেখিতে পাইয়া) ওরে বাবা চণ্ডীচরণ একবার বাড়ী আয় না সকল দিনই কি গুলিডাঁড়া খেল্‌তে হয়, দেখ্‌সে না, বাড়ীতে মানুষ এসেছে।

চণ্ডী। ওঃ মানুষ এসেছে, আসুক, তুই যা আমি এখন যেতে পারিনে।

বামা। আ-গেলো ছেলে, এত খেলেও কি তোর আর্ত্তি মেটে না ? এখন আয় একবার বাড়ী আয়, হেদে তোকে বর দেখ্‌তে এসেছে দেখ্‌সে।

চণ্ডী। (বরদেখার নাম শুনিয়া) হে মা বরদেখা কি মা?

বামা। ওরে বাছা! তোর বে হবে তাই দেখতে এসেছে।

চণ্ডী। দূর মাগি, আমার বে কায কি তোরি বে হোক।

বামা। দূর পাগল! মাকে কি ওকথা বোল্‌তে আছে?

চণ্ডী। কেন মা ওকথা বোল্‌তে নাই কেনগ?

বামা। না বাছা ও কথা মাকে বোল্‌তে হয় না।

চণ্ডী। হে মা বে তবে কি তা বল মা?

বামা। অরে বাছা বৌমা আসার নাম বে।

চণ্ডী। হে মা বৌমা এলে তুই কোথা যাবি বল মা?

বামা। দূর পাগল! তোর বৌমা নয় সে আমার বৌমা।

চণ্ডী। হোক তা সে এসে কি কোর্‌বে মা।

বামা। সে এসে বাড়ীর কায কর্ম্ম কোর্‌বে, হেদে তোর কাছে শোবে, এই সকল কোর্‌বে আর কি?

চণ্ডী। আমার কাছে শোবে কেন মা?

বামা। অরে তোর কাছে শুলে তার ছেলে পিলে হবে, তাতেই শোবে।

চণ্ডী। হা মা তবে আমার কাছে শুলে তোর কেন ছেলে হয় না মা?

বামা। দূর পাগল! ওকথা কি বোল্‌তে হয়?

চণ্ডী। বোল্‌তে কেন হয় না মা?

বামা। এত আমি তোর সঙ্গে বোকৃতে নারি, এখন

আস্‌বিতো আয়, তোর অপিক্ষে বাড়ীতে মানুষ বোসে আছে।

চণ্ডী। তবে চল মা যাই (ইহা বলিয়া মাতার পশ্চাতেং অন্তঃপুরের দ্বার দিয়া বাটী প্রবেশ করিলে মাতা আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা তাহার গাত্র মার্জ্জন করত কপালে একটি খদিরের টিপ দিয়া এক খানি পরিষ্কৃত ধুতি ও পরিষ্কৃত উড়নী পরাইয়া আপন সঙ্গে করিয়া ঘটক দিগের নিকট গমন পুরঃসর)।

বামা। বাবা চণ্ডীচরণ! ঘটক মশয়দিগে প্রণাম কর।

চণ্ডী। (প্রণামের নাম শুনিয়া কি করিবেন তাহা ভাবিতে লাগিলেন)।

বামা। (ভূমিতে হস্তাঘাত পুরঃসর) ওরে বাপু লজ্জা কি একেনে মাথা নোওয়া না।

কপট। আর মাথা নোওয়ায়ে প্রণাম কোরতে হবে না, ঐ হোয়েছে। এখন বোসোহে বাপু বোসো, তোমার নাম কি বল দেখি?

চণ্ডী। (মাতৃ উপদেশ মতে প্রণাম করিয়া কুলাচা-র্য্যদিগের নিকট উপবেশন পূর্ব্বক) কেন? আমার নাম চণ্ডীচরণ।

কপট। ভাল কোরে বলহে বাপু?

মিথ্যা। ঐ হোয়েছে ছেলে মানুষ আর ভাল কোরে কি বোলবে?

কপট। আচ্ছা তোমার বাপের নাম কি?

চণ্ডী। (বাপের নাম জিজ্ঞাসা শুনিয়াই একবারে অবাক)।

বামা। (কাণে২) রামেশ্বরের বোনাইয়ের নাম তো জানিস্ তাই বল্‌না কেন?

চণ্ডী। কেন আমার বাপের নাম? রামেশ্বরের বোনাই?

মিথ্যা। (হাস্য করত কপটলোচনের প্রতি) ভাল তো ভাই তোমার কারখানা, ও কুলীনের ছেলে, ও কি কখন আপনার বাপ্‌কে দেখেছে, যে তোমার কাছে তার নাম বোল্‌বে? তুমি এখন ও কথা ছেড়ে দে আর কিছু সোদাতে হয়তো সোদাও।

বামা। বেস্ বোলেছেন মশয়! ও তার এত কি জানে?

কপট। ওহে বাপু চণ্ডীচরণ! তুমি লেখা পড়া কিছু কর কি না?

চণ্ডী। হুঁ তা করি বৈ কি?

কপট। কি লেখা পড়া কর বল দেখি?

চণ্ডী। কেন আমি পাতে দাগা বুলুই।

মিথ্যা। (কপটের প্রতি) আঃ তুমিতো ভাই বড় জ্বলাতে লাগ্‌লে, কুলীনের ছেলে আবার কে কোথা লেখা পড়া করে? বোধ হয় এখনকার কুলীনদের লক্ষণই তুমি ভুলে গেছ, তবে বলি তা আমার ঠাঁই শোণ।

পয়ার।

কলি অনুকূল হয়ে করিল কুলীন।
সংসারে তেমন কোথা কে আছে কুলীন॥
জাতির যেমন হৌক কুলে বড় আঁটি।
শস্যহীন আম্রাতক যেন সার আঁটি॥
কুল অভিমানে পদ না পড়ে ধরাতে।
সজ্জন সঙ্খ্যায় কিন্তু না পড়ে ধরাতে॥
বুদ্ধিতে বলদ বিদ্যাভ্যাসে সিদ্ধিফলা।
অলগ্ন লভাতে কে দেখেছে সিদ্ধিফলা॥
শ্রীবিষ্ণু বলিতে কষ্ট তুষ্ট ভোজ ভাতে।
করেন বার্ত্ত কু দগ্ধ নিত্য পরভাতে॥
খাইতে উৎসুক বড় ভার্য্যা উপার্জ্জন।
নির্লজ্জ নির্ধন নারী ত্যজয়ে দুর্জ্জন॥
রাজকর হেতু যদি ধরে জমীদারে।
দারলাগি তখনি ভ্রমেন্ দ্বারে দ্বারে॥
বিবাহ সম্বন্ধে হয় আনন্দ বিশেষ।
দুহিতা জন্মিলে পরে দুঃখ বহু শেষ॥
অধিক শৌভাগ্য এই উল্লাসজনক।
বিনাশ্রমে হোতে হয় পুত্রের জনক॥
অকুলীন দ্বিজ অন্নে আছয়ে বিচার।
দোষ নাই যদি জায়া করে ব্যভিচার॥
অশিষ্ট অপর কেবা তাসবা সমান।
বিশিষ্ট সন্তান বলি তথাপি সমান॥
পিতা পুত্রে অনেকের নাহি পরিচয়।

কুলীনের ছেলে বোলে তবু গর্ব্বচয় ॥
বিবাহের কালে গোত্র সুধায়ে না পাই।
বিশিষ্টের শিষ্টতা না দেখি একপাই।
বলিলাম কুলীনের সংক্ষেপ লক্ষণ।
বিশেষিয়া দেখিলে জানিবে বিলক্ষণ ॥

কপট। হাঁ যা বোল্লে ভাই তা সব সত্যই বটে।

মিথ্যা। তবে আর এত খোঁজ বাজে কায কি? এখন পণাপণ কত কি হবে তা জিজ্ঞাসা কর।

কপট। হে গা বাছা! তুমি এই পুত্রটির সমীঘরে বে দিতে হোল্যে পণপাণ কি লবে তা বল দেখি?

বামা। মশায়! সমীঘরের পণপাণ তো বাঁধাই আছে তাতো আপনকারদের না জানা নাই, তার নিমিত্তে কেন মশয়দের ঘরে অধিক বোল্‌তে হবে? তবে আমার ইচ্ছা কি, কন্যেটি দেখবার শোণবার ভাল হয়, তার মা বাপ থাকে, হোলো সাধ সম্মান করে, আমার তো এ রাঁড়ের ছেল্যে এরে লালন পালন করে এই আমি চাই।

কপট। বাছা! আমরা যে কন্যের কথা কোচ্চি তার দেখবার শুন্‌বার কথা আর কিছু বোল্‌তে হবে না, তার মতন সুশ্রী মেয়ে আমরা আর কখন দেখিনেই বোল্লেই হয়। কন্যের যে আবার মা আছে যে তোমার বেয়ান হোচ্চে সে যেন আবার পরী বিশেষ। হে দেখ বাছা তার মতন সাধালো মেয়ে প্রায় দেখা যায় না, তা প্রজাপতির ভবিতব্যতায় ঘোট্‌লেই জান্‌তে পারবে, এখন আর সে কথা বোলে কি কোর্‌ব।

বামা। হে গা মশয়! কন্যেটি কোন গাঁর গা? তার কি বাপ আছে?

কপট। বাছ! কন্যেটির বাপের বাড়ীতো বঙ্গদেশ সে এখন সুখসাগরে মাতুলের বাড়ীতেই থাকে, তার বাপ আছে নাতো কি সে আপনি হোয়েছে? তবে কুলীনের মেয়ের বাপ থাকা না থাকা সমান্, তাতো তুমি জান্‌ছই। কিন্তু তার মাতামহের অনেক বিষয় আশয় ছেল, তা সেই কন্যের মা পেয়েছে তারও আর ঐ কন্যেটি বৈ পুত্র কন্যা কিছুই নাই, তার ইচ্ছা যে সে আপনার সেই কন্যেটির বে দে আপনার ঘরে রেখে সকল বিষয় আশয় তাকেই দেয়।

বামা। হেগা! আমার সে হবু বেয়ান্‌টির বয়েস্ কত গা?

কপট। (মিথ্যাপরায়ণকে সম্বোধন করত) কেমন্ হে ভাই কনের মার বয়েস্ হদ্দ সাতাইস কি আটাইস বৎসরই বা হবে।

মিথ্যা। তা বৈ কি? এর চেয়ে আর জেয়াদা হবে না, বরং কিছু কম্ কম্‌ই দেখায়।

বামা। তবে তো অতি কাঁচা বয়েস্। হেগা তবে তার মেয়েটির বয়েস্ কত হবে?

কপট। (মনে২) মেয়ের বয়েস্ তো ষোল বৎসরের কম নয় কিন্তু এরে তা বলা হবে না (ইহা ভাবিয়া প্রকাশ্যে) তার বয়েস্ কোথা হদ্দ বারো তেরো বৎসরেরই হোতে পারে, কিন্তু একটু ডাগোর ডোগোর হয়েছে তাতেই যেন ষোল সতেরো বৎসরের মতন

দেখায়, শুনেছি সে তার মার অল্প বয়েসেই জোন্মেছে।

বামা। তা না হোলে হবে কেন? কিন্তু মশয় আমার এই দুদের ছেলের সঙ্গে অতো বড় মেয়ের বে হওয়া কি সাজন্ত হবে?

কপট। সেকি বাছা! কুলীনের ঘরে আর কত সাজন্ত হোয়ে থাকে?

বামা। তা বটে মশয় তা বটে।

কপট। বাছা! এখন তোমার মন কি তা বল?

বামা। আমার তো সম্পূর্ণই মন বটে, সে আবার আমার রাঁড়ের ছেলেকে পছন্দ করে তবে তো হয়?

কপট। কেন তোমার ছেলেতো দেখ্‌তে মন্দ নয়? তবে লেখাপড়ায় যে একটু কম সম তা বড়ো হোলেই সার্‌বে, তার পছন্দ হওয়ার কোন চিন্তা তোমাকে কোর্‌তে হবে না, সে ভার আমাদের, তুমি এখন কোর্‌বা কি না কোর্‌বা তা বল।

বামা। সে কোর্‌লে আমি অবশ্যই কোর্‌ব তার সন্দেহ কি?

কপট। তবে তোমার সঙ্গে এই কথা থাক্‌লো, যে, যখন আমরা দিন স্থির কোরে লোক পাঠাব তেকনি যেন এক জন নাপিত এক জন পুরোহিত সঙ্গে তোমার বেটাকে পাঠিয়ে দিও, পণাপণ যা পেয়ে থাক তাই দেওয়াব তার ভাবনা কি?

বামা। আচ্ছা মশয়! আপনকারা যা বোল্‌বেন তাই কোর্‌ব।

কপট। তবে আমরা আজ্‌কের মতন আসি, বেলা

অধিক হোয়েছে কিছু তৈল সন্দেস আমাদের ঘরে এনে দাও।

বামা। এবেলা থাক্‌লেই হোতো, নিতান্ত না থাকেন তবে তৈল সন্দেস এনে দিচ্ছি (ইহা বলিয়া বাটীর মধ্যে গিয়া একটা পাত্রে করিয়া কিঞ্চিৎ তৈল আর কিঞ্চিৎ পাঠালি আনিয়া দিলেন)।

কপট। আচ্ছা তবে আমরা আজুকের মতন যাচ্ছি, বোধ করি দুই চারি দিনের মধ্যে যা হয় তার নিশ্চয় সম্বাদ পাবা, কিন্তু যেন বাছা কথার তফাৎ না হয় "(হইা বলিয়া সেদিন তথাহইতে প্রস্থান করত দ্বিতীয় দিনে সুখসাগর গ্রামে রমানাথ চট্টোপাধ্যায়ের ভগ্নীপতি শিবনাথ মুখোপাধ্যায়ের পত্নীর বাটী গিয়া তাহার নাম করত) ওগো পদ্মমুখি! বাড়ী আছগা?

পদ্ম। কে বট গো এই যে বাড়ীতে আছি।

কপট। ওগো আমরা কুলাচার্য্য, তোমার মেয়ে মধুবতীর যে পাত্র তল্লাস কোর্‌তে বোলেছিলে তাই স্থির কোরে তোমাকে বোল্‌তে এসেছি?

পদ্ম। আসুন্২ বসুন্ (ইহা কহিয়া বসিতে আসনাদি প্রদান করত) হে মশয়! তবে কি আমার মেয়ের পাত্র তল্লাস করা হোয়েছে?

কপট। তল্লাস করা কি বাছা এক প্রকার স্থির কোরেই এসেছি।

পদ্ম। হেগা কোন গাঁয়গা! পাত্রটিতো ভাল বটে।

কপট। বাছা অনেক তল্লাস কোরে২ শেষে বিল্ল-পুষ্করিণীতে একটি পাত্র পেয়েছি, বাছা তা বেস্

হোয়েছে যেমন তোমার মধুবতী সুন্দরী তেমনি পাত্রটিও কার্ত্তিক বিশেষ হোয়েছে কিন্তু বাপু একটু লেখা পড়ায় কম আছে, তা হৌক ক্রমে ভাল হবে তার সন্দেহ নাই।

পদ্ম। হেগা পাত্রটির বয়েস্ কত গা! তার কি মা বাপ কেও আছে?

কপট। বয়েস্ তোমার মেয়ের চেয়ে অল্প স্বল্পই বড় হবে, তার বাপ নাই বাছা! মা আছে।

পদ্ম। মরুক্ বাপ না থাকুক্, কুলীনের বাপ থাক্‌লেই কি আর না থাক্‌লেই কি! তবে হেগা আমার মধুবতীকে তো বর সাজন্ত হবে? আমার মধুবতী পেটের কোলে এখন ষোল বছরের হোলো, আবার বরও যদি সেই বয়েসের হয় তবে তো অসাজন্ত হবেনা গা?

কপট। বাছা সেটা কি হয় বড় বোল্‌তে পারি না। হেগা বাছা সাজন্ত অসাজন্ত বিবেচনা কোর্‌লে কি কুলীনের ঘরে চলে?

পদ্ম। আচ্ছা মশয়! যা হবে তাই হৌক কোনরূপে দায় খালাসতো হবে?

কপট। হাঁ তার কি আর কথা আছে? দায় খালাস কি বাছা দেখ্‌বে সে উত্তমই হবে।

পদ্ম। মশয়! তবে একটা দিন স্থির কোরে বলুন্ বের তো আবার খরচ পত্র চাই?

কপট। খরচ পত্র আর অধিক কি হবে কেবল তারে সর্ব্বসারা ৫১ টাকা পণ দিলেই হবে, আর আমাদিগে তুমি যা দাও।

পদ্ম। তবে আর বিলম্ব কোরে কি কোরবেন শিঘ্রি২ একটি দিন দেখে পাত্র আন্তে লোক পাঠাউন।

কপট। বাছা শিঘ্রি২ যদি বোল্লে তবে আজ হোলো মাসের পাঁচই আজ্‌কাল পোরশু এই তিনটে দিন বাদ আটুই তারিখে একটি দিব্যি দিন আছে, ইচ্ছা হয় তো সেই দিনেই শুভকর্ম্ম সমাধা কর।

পদ্ম। আচ্ছা মশয়! বড়ই ভাল, তবে পাত্র আন্তে আজ্‌কেই এক জন লোক পাঠায়ে দিউন্।

কপট। ভাল তবে আমি পত্র লিখে দিচ্ছি, তুমি এক জন লোকের স্থির কর।

পদ্ম। লোক আমার স্থির আছে আপনি পত্র লিখে দিউন্।

কপট। আচ্ছা তবে পত্র লিখি (ইহা বলিয়া দোওয়াইৎ কলম কাগজ আনিয়া এক খানি পত্র লিখিয়া দিলেন)।

পদ্ম। তবে এই পত্র লোক দিয়া পাঠানো যাক (ইহা কহিয়া এক জন লোক দ্বারা বিল্লপুষ্করিণীতে পত্র পাঠাইলেন)।

পত্রবাহক। পত্র লইয়া গিয়া দুই দিনের মধ্যে পাত্র আনয়ন করত পুনরায় ফিরিয়া আইল।

পদ্ম। (পাত্র দেখিয়া আহ্লাদিত হওত নির্দ্দিষ্ট দিবস রাত্রিতে যথা বিধি কন্যা সমর্পণ করিয়া বাসর ঘরে পাত্র কন্যা উভয়কে লইলেন।)

বাসরস্থা নারীগণ। (পাত্র দেখিয়া) আহা! পাত্রটিতো বড় সোন্দর বটে, না হবে কেন? যার যেমন মন

তার তেমন হয়। (পরস্পর সকলে)।

রামী। ওমা! পাত্রটি দেখ্তে ভালো হৈল্যে কি হবে এ যে, এ মেয়েকে সাজন্ত হয় নেই!

হিরা। না হবে কেন বোন্? কুলীনের ঘরে আর কত সাজন্ত হয়?

তারা। মর মাগিরা, ও কথায় কায কি, ও যা হবার তাই হোয়েছে, এখন তোরা আয় একবার বরের সঙ্গে দুটো কথা কইগে। (ইহা বলিয়া সকলে বরের চারি দিগে বসিয়া)।

মালতী। ও বর! এক্‌বার মুখ তোল দেকিন্, তোমার মুখ খান্ কেমন্ তা দেখি।

চাঁপা। আমর ছুঁড়ি, তুই বরের মুখ আবার কি দেখ্‌বি? মুখেতো কেবল দুটো চোক্ একটা নাক দুটো কাণ এইসব আছে, তা আবার তুই দেখে কি কোর্‌বি? তুই ওর মধ্যে, কিছু নিবি না কি?

মালতী। নেব নাতো কি অমনি? আমার যে ওর দুটো কাণে কায আছে, তাই নিতেইতো আমি এসেছি

বর। উঃ উনি আবার আমার কাণ নেবেন! আমার মোটে দুটি কাণ, তা নিলে যে, মা আমাকে বোক্‌বে।

চাঁপা। (সকলের সহিত হিহিশব্দে হাস্য করত) তাইতো বটে বর! তুমি ওদিগে তা দেবে কেন? তোমারতো মোটে দুটি বই আর কাণ নাই?

মালতী। না বর! তোমার ভয় কি? তোমার কাণ আমরা কেন নেব? কিন্তু ভাই তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা কোর্‌লে তাতো তুমি বোল্‌বে?

বর। কি কথা! বোল্‌বনা কেন, বোল্‌ব বৈ কি?

মালতী। আচ্ছা তবে বল দেখি, তুমি যে এই মেয়েটিকে বে কোর্‌লে এরে নিয়ে তুমি কি কোর্‌বে?

বর। কেন? মা বোলেচে ও আমার কাছে শোবে।

চাঁপা। আচ্ছা ও যদি তোমার কাছে শোয় তবে কি কোর্‌বে?

বর। কেন? মা বোলেছে আমার কাছে শুলে যে ওর ছেলে হবে।

মালতী। ছেলে হয় কি কোরে তা কি তুমি জান?

বর। না, মা যে আমাকে আজো তা শিকোয় নাই।

তারা। আ মর লো মালতি! ওসব কথায় তোর এখন কায কি? বর এখন গান্ টান কিছু কোর্‌তে পারেন না পারেন তাই বরং সোধা।

মালতী। ও! বটে২, ও ভাই বর! তুমি কিছু গান টান কোরতে পারো কি না?

বর। না, ও সব কিছু জানি না।

চাঁপা। ঐ! ও আবার কি? তুমি গান টান কোর্‌তে আবার জান্‌বে না কেন? সেই যে আমি শুনেছি।

বর। (হাস্য করত) কোই তুমি আবার আমার গান শুন্‌লে কবে?

চাঁপা। আচ্ছা তুমি সত্ত্ব কোরে বল দেখি, তুমি কি গান জান না?

বর। জান্‌ব না কেন, কিছু২ জানি, সে বড় ভাল হবে না।

মালতী। ভাই! তুমি যেমন্ জানো তেমনি গাও, তার আবার লজ্জা কি?

বর। আচ্ছা তবে শোণ। (ইহা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে নেড়ার টপ্‌গ্গা আরম্ভ করিলেন।

(তাল টুংরী)।

রাধার প্রেমের চাস্ করিতে আই ছিলী কেনে।
ওরে কানা বাঁদ বাঁদালি কোন খানে॥
কানারে ওরে ওদিনকানা।

নারীগণ। (গান শুনিবা মাত্র সকলেই হোহা স্বরে হাস্য করত) বেশ২, ভাল গাচ্ছ২।

তারা। ভাই! তোমার গান্‌তো শোণা গেল, এখন তুমি কিছু খেলা টেলা জান কি না তা বল?

বর। হাঁ জানি বৈ কি? গুলি ডাঁড়া খেল্‌তে জানি। (ইহা শুনিয়া নারীগণ একবারে হাস্য করিয়া উঠিল)

মালতী। নে ভাই তোরা সব হাসিস্ কেন? বর তো খেলা কোর্‌তে উপস্থিত আছে এখন তোরা কেও পারিস্‌তো খেল।

চাঁপা। ভাই আমি ও খেলা খেল্‌ব কি আমার আর খুঁচিগাড়ির যুত্ নাই, যাঁর ভাই খুঁচি গাড়ির যুত্ আছে তিনি ভাই খেলুন (এই কথা বলিতে২ সকলেই হাসিয়া গোল করিয়া উঠিল)।

হীরা। (হাসিতে২ বাহিরে গিয়া) ও ভাই! তোরা সব হাসিস্ কি এদিকে যে সূর্য্যি উদয় হোয়েছে।

নারীগণ। বলিস্ কি? এর মধ্যেই কি সূর্য্যি উদয় হোলো।

হীরা। হেদে আমার কথা না মানিস্‌তো সবাই বাই-রে এসে দেখ্‌সে আয়।

নারীগণ। (সকলে বাহিরে গিয়া) ওমা! বটেতো—চল২ আর থাকায় কায নাই। (ইহা বলিয়া সকলেই স্বস্ব গৃহে গমন করিল)।

পদ্ম। (প্রাতে উঠিয়া বিবাহের ইতি কর্ত্তব্যতা শেষ করিয়া নাপিত পুরোহিত কুলাচার্য্যগণকে বিদায় দিয়া, রাত্রে এক ঘরে কন্যা জামাতাকে একত্র শয়ন করা বার নিমিত্ত আহ্লাদিত হইয়া স্বয়ং বিছানা করত অগ্রে তাহাতে জামাতাকে শয়ন করাইয়া) ও বাছা মধুমতি! তুই আজ্‌কে আমার কাছে শুতে যাচ্ছিস্ কি? তোরে যে আজ্ জামাইয়ের কাছে শুতে হবে।

মধু। না, আমি ওর কাছে শোব না।

পদ্ম। দূর মেয়ে! ওর কাছে শুবিনে তো তোর বে দিলাম কি কোর্‌তে?

মধু। ভারিতো আমার বে দেচেন, তাই আবার বো-লুচেন। তুই বে দেচিস্ তুই শুগে যা।

পদ্ম। ছি মা, ও কথা কি বোল্‌তে আছে?

মধু। বোল্‌তে নাই তো অমনি কি স্বদু না বীয়েই কন্যের মা হবে?

পদ্ম। (হাস্য করত) না বাছা ওকথা বোল্লে কি হবে? কুলীনের ঘরে কি বাছা দাদার মতন ভাতার টি হয়? যাও বাছা ওসব কথা কিছু মনে কোরো না, তুমি শুতে

যাবে জেনে আমি পরের বাছাকে একলা ঘরে রেখে এসেছি, এখন তুমি যাবে না বোল্লে কি হবে? চল২ আমি তোমাকে দোরে গিয়ে ডাঁরিয়ে আসিগে। (ইহা বলিয়া জলের গেলাস পানের খিলি তাহার হস্তে দিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া জামাতৃগৃহে প্রবেশ করাইয়া নিজে দ্বারের পার্শ্বে গোপনে রহিলেন।

মধু। (গৃহের মধ্যে গিয়া জলের গেলাস পানের খিলি রাখিয়া গৃহের একপার্শ্বে দাঁড়াইলেন)

পদ্ম। (বাহিরে থাকিয়া) ওমা! ওকি তুই অমন কোরে থাক্‌লি কেন? জামাইকে জাগিয়ে, জল পান দেনা?

মধু। মর মাগি! যেন মোরেচে, আমি দেব না যা, তুই কি করবি?

পদ্ম। মোলো মেয়ে, ওকথা কি বোল্‌তে আছে? যা মা যা, ওর কাছে গিয়ে বোস্‌গে, হেদে ডেকে ওকে জলপান খাওয়া, অমন্ কোরে ডাঁড়ালে কি হবে?

মধু। যা মাগি তুই যা, আমি যা হয় তাই কোর্‌তেছি?

পদ্ম। আচ্ছা বাছা, আমি গেলে যদি হয়, তবে আমি যাচ্ছি। (ইহা বলিয়া তথা হইতে কিঞ্চিৎ গুপ্তস্থানে গিয়া আড়ি পাতিয়া থাকিলেন)।

মধু। (কিঞ্চিৎ পরে চণ্ডীর নিকটে গিয়ে তাহার গাত্রে হস্তপ্রদানপূর্ব্বক) হেদে ও পুরুষটি! বলি শুন্‌ছো? বড় যে ফোঁস্ ফাঁস্ কোরে ঘুমুতে লেগেছ, হেদে মা তোমাকে জলপান খেতে দেচে উঠে খাও না?

চণ্ডী। (বিনিদ্র হইয়া) এ বাপু কে রে? না বাপু

আমি খাবোনা যা। (ইহা বলিয়া পুনর্ব্বার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন)।

মধু। হেদে ও! ও মরদটি! আবার যে দেক্‌চি ঘুমুচ্চো, ওঠ উঠে জল পান খাও না।

চণ্ডী। যা মোলো এতো বাপু আবার জ্বলাতে লাগ্লো, মানুষে জলপান কবার খায়? একবার ছ্যান্ কোরবার বেলায় খেয়েচি যে।

মধু। (দুঃখিত হাস্যের সহিত) আচ্ছা তখন একবার খেয়েচ২ না হয় এখন আর একবার খাও।

চণ্ডী। এ, কি রে বাপু? রেতে শোবার বেলাতে যেন কেও জলপান খায়, এখনি আমি ভাত খেয়ে এলাম আর আমার পেটে ধোরবে কেন?

মধু। হেদে সে জলপান নয়, এই দেখ জল আর পান।

চণ্ডী। না আমি বারে২ পান খাব না, মা বোলেচে বারে২ পান খেলে চোক্ রাঙ্গা হয়।

মধু। (হাস্য করত) হা আমার কপাল! পান খেলে কি কখনো চোক্ রাঙ্গা হয়? না তা হবে না খাও।

চণ্ডী। কেন, মা যে, বোলেচে।

মধু। বোলেচে২ ধর এইবার তো খাও, না হয় আর কখনো খেওনা।

চণ্ডী। তবে দে, তুইতো ছাড়্‌বিনে, তার আর কি করবো। (ইহা বলিয়া তাহার হস্ত হইতে পান লইয়া ভক্ষণ করত) তুই বুঝি আমার কাছে শুতে এসেচিস্? আয় তবে শো।

মধু। কেন তোমার কাছে শুলে আমার কি হবে?

চণ্ডী। উঃ আমি যেন তা জানিনে, কেন, মা বোলেচে আমার কাছে শুলে তোর ছেলে হবে।

মধু। ছেলে হবে কেমন কোরে তা কি তুমি জান?

চণ্ডী। না, আমি আবার তা যেন জানিনে। কেন? ছেলে হবে নাচ্‌তে২।

মধু। (স্মিত করিয়া) হাঁ তাই হবে, তুমি এখন একটু সরো আমি শুই।

চণ্ডী। এই নে আমি সোর্‌লাম, তুই কোথা শুবি শো।

মধু। তাঁহার একপার্শ্বে শয়ন করত কৌতুক দর্শনার্থ তাহার পাদোপরি পাদ নিঃক্ষেপণ করিল)

চণ্ডী। মর এ আবার কি কোর্‌ছে, আমার গার ওপর পা দিচ্ছে কেন? মর ও আবার কি?

মধু। (কৌতুকে হস্তদ্বয় দ্বারা তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিল)

চণ্ডী। দেখ২ আমি ঠাকরুন্‌কে বোলে দেব, উনি আমাকে এঁটে মুটে ধোরচেন। (ইহা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে) ওগো ঠাকরুন্! দৌড় গো, তোমার মেয়ে আমাকে মার্‌লে গো মার্‌লে।

মধু। (দুঃখিত হাস্যের সহিত পদ্যে)

পয়ার।

হায় বিধি একি বিধি, তোমার বিহিত।
বুঝে নাহি বোঝ কেন, লোকহিতাহিত॥
মৃণালে কি করিকুল, কভু বাঁধা যায়।

মশকের গলে ঘন্টা, কোথা শোভা পায়॥
রাখালে কি জানে, শালগ্রামের আদর।
পদ্মিনীর প্রেম কেন, বুঝিবে পামর॥
সাজে কি ঢাকের কাছে, বাঁশরীর গান।
বানরে কি জানে কভু, মাণিকের মান॥
মনে ছিল বিয়ে হোলে, দূরে যাবে দুঃখ।
কে জানে দারুণ বিধি, হইবে বিমুখ॥
ছেলে বেলা রসকলা, শিখিলাম যত।
ছেলে ভাতারের হাতে, সব হোলো হত॥
পতি হোল্যে গলা ধোরে, শুতে ছিল সাদ।
এযে পয়োধর ধরে, সে বড় বিষাদ॥
ফুটেছে যৌবন মোর, ছুটেছে সৌরব॥
দর্পণের আছে অন্ধকাছে কি গৌরব॥
পতির অধর সুধা, পিতে ছিল মন।
পাছে দুদ লাগে মুখে, ভেবে অচেতন॥
প্রফুল্ল কমল যদি, দেই ওর কাছে।
পলায় অবোধ শিশু, জুজু বোল্যে পাছে॥
আবেশে পতিরে যদি, বাঁদি বাহু ছাঁদে।
ভয়ে মরি মা মা বোল্যে, পাছে পতি কাঁদে॥
যত মনে ছিল সাদ, সব গেল দূরে।
মনে হয় বনে গিয়ে, কাঁদিগে ফুকুরে॥

চণ্ডী। মোলো ছুঁড়ি এ আবার কি করে? ঘুমোনা।

মধু। হাঁ আমি ঘুমুচ্ছি তুমি ঘুমোও (ইহা বলিয়া কষ্টে তাহার নিকট সে রাত্রি জাগরণ করত প্রভাতে উঠিয়া যথাস্থানে গমন করিল)

ত্রিপদী।

যত কুলীনের মেয়ে, কেহ পতি নাহি পেয়ে,
সহে সদা যৌবনযাতনা।
কারো বিয়া নাহি হয়, কারো মনোমত নয়,
কেহ সয় বিরহবেদনা॥
নিকোষ কুলীন যারা, কন্যা জন্মমাত্র তারা,
ভেবে সারা বিবাহ কারণ।
মনোমত হোলে ঘর, মনোমত পেলে বর,
তবে হবে সম্বন্ধ ঘটন॥
তাতে যদি থাকে ধন, তবে শীঘ্র সুসাধন,
হবে বিয়া নতুবা তো নয়।
ঘরে কন্যা আইবড়, লাজে হয় জড়সড়,
ভেবে২ তনু করে ক্ষয়॥
যদি হয় যোগাযোগ, তবু কর্ম্ম ভোগাভোগ,
নাহি ছাড়ে কুলকন্যাগণে।
কারো হয় শিশু পতি, কারো স্বামী বৃদ্ধ অতি,
কেহ পোড়ে বিরহ দহনে॥
কালকালান্তরে কার, যদি পতি আসে তার,
ব্যবহারে উড়ে ভাব ভক্তি।
যদি কিছু থাকে ধন, পতি সঙ্গে সম্ভাষণ,
তবে হয় নতুবা কি শক্তি॥
এতে কুলকন্যাগণ; পেয়ে নানা জ্বালাতন,
মদন বেদন মনে মনে।
সবে হয়ে জ্ঞান হত, করে অপকর্ম্ম যত,
স্বরূপতঃ কেবা তাহা গণে॥

কৌমারে হয়ে যুবতী, কেহ ধরি পরপতি,
গর্ব্ভবতী হয় যদি শেষ।
তাহা করিতে গোপণ, ভ্রূণহত্যা কত জন,
করি পাপে মগ্ন করে দেশ॥
কেহ জার গর্ব্ভ হোল্যে, রাত্রে পতি এলো বোল্যে,
প্রভাতে ফেল্‌লায় এঁটোপাত।
জার জাত হয় যারা, লোকমধ্যে মান্য তারা,
ধিক ধিক এবড় উৎপাত॥
কুলনারী কামশরে, দগ্ধ হয়ে কলেবরে,
সম্বরিতে সম্বরারি জ্বালা।
গম্যাগম্য স্থানাস্থান, তেজে হয়ে হতজ্ঞান,
কত কুলীনের কুলবালা॥
যে কর্ম্ম করিল কলি, হায় তাহা কারে বলি,
গলি২ দেখি অকরণ।
হৃদয় কম্পিত ডরে, ভাবিতে সম্বিৎ হরে,
সাবধান হও সাধুগণ॥
ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে, কুলকীর্ত্তনোনাম চতুর্থাঙ্কঃ।

অথ পঞ্চমাঙ্কারম্ভঃ।

কলি। (অধর্ম্মের সহিত পুনর্ব্বার একত্রিত হইয়া নাট্যশালা প্রবেশ করত) সখা তোমার পুত্র অকর্ম্মকে যে ক্রোধ লোভ প্রভৃতির তত্ত্ব কোর্‌তে পাঠালাম সে যে একবারেই অদর্শন হোলো? তার নাম অকর্ম্ম, তাকে কাযেও অকর্ম্মা বোধ হোচ্চে।

অধ। কে জানে ভাই! সে যে তাদিগে কোথা২ তত্ত্ব কোর্‌তেছে তা কিছু বলা যায় না।

অত্রান্তরে অকর্ম্ম। (অনতিদূরে আসিয়া) জয় মহারাজার, জয় মহারাজার।

কলি। ওকে অকর্ম্ম? এসো২ এখনিই তোমার নাম কোর্‌তেছিলাম, বলি, অকর্ম্ম যে অনেক দিন হোলো ক্রোধ লোভ প্রভৃতির তত্ত্ব কোর্‌তে গেছে, তার আজও দেখা নাই কেন? এল্যে এখন বসো২ কুশলতো সকল? দেখে এল্যে, ক্রোধ লোভ প্রভৃতিরা এখন কোথায় কি কোর্‌তেছে?

অকর্ম্ম। মহারাজ! আমি হজুরে বিদেয় হোয়ে ক্রোধ লোভ প্রভৃতির তত্ত্ব কোর্‌বার লেগে কোন্ কোন্ দেশ বা না গেচিলাম? শেষে শুন্‌লাম তাঁরা ম্লেচ্ছদেশে গিয়া অধিকার কোর্‌তেছেন, এতেই আমি ম্লেচ্ছদেশে যাবো মনে কোরে যেই কতক দূর গেচি, সেই দেখিতো এক বৃহদ্দল ম্লেচ্ছবাহিনীর সঙ্গে তাদের আগে লোভ, পিছে২ ক্রোধ, অতি আনন্দ মনে আস্‌তেছেন। আমি তাঁদিগে দেখ্‌বামাত্র অত্যন্ত আহ্লাদিত হোয়ে তাঁদের নিকটে গিয়ে প্রণাম কোর্‌লাম। তাঁরাও আমাকে দেখে যথেষ্ট সন্তোষিত হোয়ে সুদৃঢ় আলিঙ্গনের সহিত মহারাজের মঙ্গল জিজ্ঞাসা কোর্‌লেন। আমি যেরূপ২ জ্ঞাত হোয়ে গেচিলাম তা সকলই তাঁদিগে জ্ঞাত কোর্‌লাম। পরে তাঁরা আমাকে বোল্লেন, তুমি আমাদের সঙ্গে কিছুকাল থাকো, তাতে আমি বোল্লাম মশয়! আমি মহারাজার অনুমতিতে আপনাদিকে আর মায়ামোহকে

তত্ত্ব কোরতে এসেছি, আপনাদের সঙ্গেতো একেনেই দেখা হোলো, এখন মায়ামোহ কোথায় আছেন তাঁদের তত্ত্ব কোরতে হবে। তাঁরা বোল্লেন, তোমাকে আর মায়া মোহের তত্ত্ব কোরতে হবে না, তারা উভয়ে ম্লেচ্ছদেশে গিয়ে এক জন মহাম্মদ এক জন মোজেস্ নাম ধোরে মহারাজার হিতার্থে কল্পিত ধর্ম্ম প্রকাশ কোরতে গেছে. পরে সেই সব ধর্ম্ম ক্রমশঃ এরাজ্যেও প্রচার হবে, তার মধ্যে মহাম্মদের ধর্ম্ম প্রচারের সূত্র এই আমাদের সঙ্গে-ই দেখ্তেছ, কিছু দিন বিলম্বে মোজেসের ধর্ম্মও এ খানে প্রচার হোতে বাকী থাক্‌বে না, তবে আর তুমি তাদিকে তত্ত্ব কোরতে গিয়ে কি কোরবে, কিছুদিন আমরা এদের দিয়ে মহারাজের কত হিত করি তা আমাদের সঙ্গে থেকে দেখে যাও।

মহারাজ! আমি তাদের কথাতেই তথায় এপর্য্যন্ত থেকে দেখলাম, যে তাঁরা ম্লেচ্ছ সৈন্যদ্বারা হিন্দুস্থান সব জয় কোরে অনেক২ দেবদেবীর মূর্ত্তি ভগ্ন কোরে ছেন, আর অনেক হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট কোরে তাদিগে ম্লেচ্ছ ধর্ম্মে নে এসেছেন, দেশে হিংসা চুরি পরদারী প্রভৃতির অনেক বাহুল্য হোয়েছে। তার পর যখন আমি তাঁদের কাছে বিদেয় হোয়ে এলাম তখন তাঁরা আমাকে বোল্লেন যে তুমি যেসব দেখলে তা তো সমুদার মহারাজকে গিয়ে বোলবেই, কিন্তু তাঁরে এক কথা জানাবে যে ইউরোপ খণ্ড হোতে মোজেসের অনুগত আর এক দল মহাবল ম্লেচ্ছ সৈন্য ত্বরায় আস্‌তেছে, তারা এসে উপস্থিত হোলেই মহারাজের প্রচুর মঙ্গল হবে তার সন্দেহ নাই।

কলি। ভাল২ আজ্ তুমি সুসম্বাদ দে তো আমাকে বড় সন্তোষ কোর্লে, এসো২ একবার তোমাকে আলিঙ্গন করি (ইহা বলিয়া দুই বাহু প্রসারণপূর্ব্বক অকর্ম্মাকে আলিঙ্গন করিলেন)।

অধ। ভাই সখা, তুমি শুভ সম্বাদ শুনেতো বড় হর্ষ হোলে বটে, কিন্তু একটা অশুভ সম্বাদও যে আমি শুন্তে পাচ্ছি।

কলি। কি ভাই কি ?

অধ। শুন্লাম বিষ্ণু আবার গৌড়দেশের নবদ্বীপ পুরে জোন্মে হরিনাম দে সকল পাপির উদ্ধার না কি কোর্ত্তেছে ?

কলি। সে আবার কেমন ?

অক। ঐ দেখুন্ মহারাজ! বাবার কথা শুনে ওকথাটা আমার মনে পড়ে গেল বটে, ফল উনি যা কোচ্ছেন তা বড় মিথ্যা নয়।

কলি। বাপু! তুমি তার কোথা কি দেখে এলে তা বল দেখি ?

অক। মহারাজ! আমার ক্রোধলোভের সঙ্গে দেখা হওয়া অবধি তাঁদের সহিত বহু দিন একত্রে থাকা ছিল বটে, কিন্তু আমি মধ্যে২ নানা দেশও ভ্রমণ কোরেছিলাম। এক দিন দক্ষিণ সমুদ্রের ধারে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গিয়ে দেখলাম সেখানে একটি অদ্ভুত সন্ন্যাসী গিয়ে কতক গুলিন্ আপনার অনুচর সঙ্গে খোল করতাল বাজিয়ে হরিধ্বনি কোরে নৃত্য কোর্ত্তেছে, ও মশয়! আমিতো নিজে অকর্ম্ম, তবু তার রূপ দেখে, আর তার

মুখে সেই হরিধ্বনি শুনে ক্ষণকাল যেন আমারও মন ফিরে গেল।

কলি। বাপু! বল কি? তার পর২।

অক। তার পর মশয়! আমি বিবেচনা কোরলাম এ গতিক তো বড় ভালো নয়, এই ভেবে সেখানে আর না দাঁড়িয়ে অম্‌নি দ্রুতবেগেই তথাহইতে প্রস্থান দিলাম, কিন্তু দেখে এলাম সে যাকে আপন সম্মুখে পাচ্ছে, তাকেই হরিনাম দে আপনার দিতেয় বসাচ্ছে। তার পর কিছু দিন বাদ আর একবার যখন দেশ বিদেশ ভ্রমণ কোরতে যাই, তখন দক্ষিণ পশ্চিম পূর্ব্ব যে দেশে প্রবেশ করি সেই দেশেই দেখি তথাকার কতক২ লোক ওর মতন ঐ কাণ্ড কোরতেছে, আমি দেখে অত্যন্ত ভীত হোয়ে, মনে২ কোরলাম একথা মহারাজায় গিয়ে আগেই নিবেদন কোরবো, কিন্তু এখানে এসে তা আর আমার আগে মনে হয় নাই শেষে বাবার মুখে শুনেই আমার স্মরণ হোলো, বোধ করি সেই বুঝি বিষ্ণু হবে তার সন্দেহ নাই। ভালো হোলো মহারাজার নিকট ওকথার প্রস্তাব হোলো, মহারাজ এখন তার যা কর্ত্তব্য হয় তা করুন্।

কলি। (শ্রবণমাত্র সশঙ্কিত হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করত কিঞ্চিৎ বিলম্বে) হে বাপু অকর্ম্ম! তুমি আগে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যাঁরে দেখে ছিলে তিনি এখন কোথায়?

অক। মহারাজ! তাঁর সঙ্গে একবার আমার পুরু- ষোত্তম ক্ষেত্রে দেখা হয়, আর একবার তাঁকে বৃন্দাবন ধামেও দেখেছিলাম, কিন্তু এখন তিনি কোথায় আছেন

তাতো বড় শুন্তে পাই না, বোধ হয় তিনি অবনী হইতে অবসর লয়ে থাক্‌বেন।

কলি। তিনি যদি অবনী ত্যাগ কোরে থাকেন তবে তার নানা উপায় আছে, তা না হোলে আবার যে বিড়ম্বনা ঘোট্‌লো।

অক। ঘটুক তার ভয় কি? আপনি নিশ্চিন্ত হোয়ে বোসে থাকুন, আপনকার কাম ক্রোধ লোভাদি সেনা সকল কুশলে থাকুক, তারাই তার বিহিত কোর্‌বে।

কলি। তারা তার বিহিত করুক আর যা করুক, কিন্তু বিষ্ণু পৃথিবীতে থাক্‌তে আমাদের সম্পূর্ণ কুশল কখনই হবে না। আমি পুরাণে শ্রুত হইয়াছি যে আমার অধিকারে বিষ্ণু পৃথিবীতে দশসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত থাকিয়া শেষে তাহা ত্যাগ কোর্‌বেন, অথচ ঐ পরিমিত কালেই যে তা সুসিদ্ধ হয় এমন কোন উপায় দেখি না, (কিঞ্চিৎ মৌন হইয়া চিন্তা করত) ওহো! বটে২ তার এক মহদুপায় হবে বটে।

অধ। কি ভাই তার কি উপায় হবে?

কলি। একেতো মোজেসের অনুগত ম্লেচ্ছেরা এদেশে আস্‌তেছে, তাদের দ্বারাই প্রায় পৃথিবীতে দেবপূজার বিশ্বাস বিনাশ হবে, আবার আরও শুনেছি যে পূর্ব্বকালে কোঙ্কবেঙ্ক কুটক দেশে যে অর্হৎ নামা নরপতি ছিল, সে আমার অধিকারকালে পৃথিবীতে জন্ম নে অলীক ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশের ছলে দেবপূজা ও কর্ম্মকাণ্ড এ সকল বিষয়ে মনুষ্যের বিশ্বাস নাশ কোর্‌বার নিমিত্ত এক সমাজ স্থাপন কোর্‌বে। আর তার দ্বারা এই এক

উপকার জন্মাবে যে, সে সতীহত্যা নিবারণ কোরে পৃথি-বীতে বেশ্যা বৃদ্ধির কারণ হবে। অপর তার দ্বারা বিধবা বিবাহেরও সূচনা হোয়ে থাকুবে, পরে ঈশ্বরেচ্ছায় তাহা ক্রমে অচলিত থাকুবে না।

অধ। তবে আর চিন্তা কি?

কলি। ওহে বাপু অকর্ম্ম! তুমি নাকি একটি কর্ম্ম কোরতে পার?

অক। আজ্ঞা পারব না কেন, কি কর্ম্ম তা অনুমতি করুন্।

কলি। তুমি গিয়ে নাকি বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মধ্যে কৌলধর্ম্ম নিবিষ্ট কোরতে সমর্থ হও? পার যদি বাপু তবে বড় উপকার হয়, তা হোল্যে বিষ্ণুভক্তি বাপ্২ কোরে কো-থায় পলাবে তার পথ পায় না।

অক। যে আজ্ঞা মহারাজ! তবে আমি গিয়ে তাই কোরতেছি। (ইহা বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল)।

নেপথ্যে। (নেড়ার গীত) সামাল্যো মন মাজি ভেয়ে। ত্রিবেণীর তুফান ভারি, ত্বরায় তরি দাওহে বেয়ে॥

কলি। ও আবার কি! চুপ করতো২।

অধ। ভাই! ও বুঝি সেই অকর্ম্মের কোন চেলা হবে।

কলি। (রাধাচরণ দাস প্রভৃতি কএক জন নেড়াকে আপন২ নেড়ীর সহিত রঙ্গভূমি প্রবেশ করিতে দেখিয়া) এই যে ভাই! তাই বটে, তবে আমরা চল কিঞ্চিৎ গোপনে থেকে এরা পরস্পর কি বলাবলি করে

তা শুনি (ইহা বলিয়া উভয়ে তথায় গুপ্ত হইলেন)।

রাধা। ওভাই সখিচরণ! তোমাকে এত দিন দেখি নেই কেন হে?

সখি। দণ্ডবৎ বাবাজি! আমি এত দিন রামনগরে একটা মচ্ছব ছেল, তাতেই গেচিলাম।

রাধা। তাতেই কদিন ভাল সেবাটেবা কোরে বপুটিতো বেশ্ পুষ্ট কোরেচ।

সখি। না বাবাজি! মচ্ছবে বড় সেবা টেবার যুত হয় নেই তবে সেকেন হোতে আস্‌বার সময় সিমলেয় এসে যে কদিন ঠাউরে ছেলাম, সেকেনে যে কটি মাতা আছেন তাঁরাই বড় যত্ন কোরে সে কদিন বেশ্ সেবা টেবা কোরে ছেলেন।

রাধা। সে মাতা কটির বোসে ডাঁড়া শিক্ষে পড়া কোথা হোয়েছেল?

সখি। সেকেনে সেবারাম দাস বোলে এক মূর্ত্তি বাউল ছেলেন তাঁরি কাছে হোয়েছেল, তিনি বোসে গেছেন, তাতেই তাঁরা যেন এখন আমার কাছেই কখন২ বোসে ডাঁড়া করেন।

রাধা। তোমার সঙ্গে ঐ যে একটি নূতন প্রকৃতি দেখতেছি ওটিকে তুমি কোথায় পেলে?

সখি। বাবাজি! আপনি তা জানেন না? উনি যে শ্রীপাট কানাইডাঙ্গার মা গোঁসাই।

রাধা। উনি তোমাকে দয়া কোর্‌লেন কিরূপে?

সখি। বাবাজি! ওনার যে কর্ত্তা প্রভু, তিনি আমার ঠাকুরমশয় ছেলেন, তাতেই অনেক দিন আগে আমি

শ্রীপাটেই থাকতাম, হোলো, ঠাকুর মশয়ের সঙ্গে শিষ্যি সেবক বেড়াতে টেরাতে যেতাম, তার পর ঠাকুর মশয় পেয়ে গেলে, আমি ঐ মা গোঁসাইরও সঙ্গে সাথে ফির্‌তাম, উনি আগে হোতেই আমাকে দয়া টয়া কোর্‌তেন।

রাধা। দয়া টয়াতো কোর্‌তেন তাতো বোজ্‌লাম, মাগো সাএগীদের দয়াল শরীর, ওনাদের সকলকেই সমান দয়া, কিন্তু তুমি ওনাকে এখন সঙ্গে কোর্‌লে কিরূপে তাই শুন্তে চাচ্ছি।

সখি। শুনুন্তো তাই না বোলতেছি, আমি অম্‌নি কোর্‌তেং ওনার সঙ্গে সাতে ফিরতাম, একবার ওনাতে আমাতে উত্তরদেশে যেতেং এক দিন শিষ্যি বাড়িতে পোঁছিতে না পেরে পথের মাজে এক মুদিখানায় থাক্‌লাম, রাত্রিতে উনিও যে ঘরে শুলেন আমিও সেই ঘরে শুলাম। মাগোঁসাই আমাকে বোল্লেন, বাছা সখীচরণ! আমার চরণ দুটো আজ্‌ বড় দরজ কোচ্চে, তুই নাকি একটু তেল টেল দেতে পারিস? আমি বোল্লাম পারবনা কেন মাগোঁসাই! আচ্ছা দিচ্ছি, এই বোলে আমি তেলের বাঁশা থেকে তেল বেরকোরে ওনার চরণতলে বোসে তেল দিতে লাগ্‌লাম। উনি বোল্লেন একটু ভাল করে টিপে টেপে ওপর তাকাৎ দিয়ে দে, আমি যেন চরণতলে বোসেই হাঁটু তাকাৎ টিপ্‌তে টাপ্‌তে লাগলাম, উনি বোল্লেন ও ভাল হোচ্চে না, একটু সোরে এসে ভাল কোরে দে, আমি আর একটু সোরেগে হাঁটুর একটু ওপর তাকাৎ যেন তেল দিতে আরম্ভ কোর্‌লাম, উনি বোল্লেন

আ-মর বেটা! ও যে হোলো না, তুই আর একটু সোরে আয় না, আমি তোর দাবনার ওপর পা দিই, তুই ভাল কোরে দাবনার ওপর তাকাৎ টিপেটেপে দে, কি কোর্‌বো আবার আমি তাই কোর্‌তে লাগলাম, তখন উনি বো- ল্লেন, সখীচরণ তুই বৃন্দাবন দেখিছিস্? তাতেই আমি বোল্লাম কোই না। মা গোঁসাই বোল্লেন একটু ওপর পানে হাত দে দেখ না, ঐখানে গুপ্তবৃন্দাবন আছে, বাবাজি! আমি তখন এতো তো বড় জানিনে শুনিনে, আমাকে যা বোল্লেন আমি তাই কোর্‌লাম, উনি বল্লেন দেখ্‌লি, আমি বল্লাম দেখলাম মা গোঁসাই দেখলাম, তা- তেই আবার উনি বোল্লেন দেখলিতো পরিক্রিমা কর, আমি বোল্লাম মা গোঁসাই পরিক্রিমা কেমন কোরে করে তাতো আমি জানি না, উনি বোল্লেন রোস্ তবে আমি দেখাই, এই বোলে উঠে, বলেন সনাতন কোই, তা নৈলে কি বৃন্দাবন পরিক্রিমা হয়? আমি বলি তাতো জানি না, উনি বল্লেন থাক আমি জানাচ্ছি এই বোলে আমার সনাতনের সঙ্গে বৃন্দাবন পরিক্রিমা কোর্‌তে লাগ্‌লেন, বাবাজি! সেই হোতেই উনি আমার সঙ্গে আছেন।

রাধা। উনি গান টান কিছু শিখেছেন?

সখি। তা শিখেছেন বৈকি, (ইহা বলিয়া) মা গোঁ- সাই! বাবাজিকে এক আদ্‌টুকু গান টান শুনাও না?

প্রেমবিলাসী। তবে শোন। (ইহা) বলিয়া গোপী- যন্ত্র বাদ্য করত গান কোর্‌তে লাগিলেন।

নেড়ার টপ্পা। ডুবারু নৈলে ডুব্‌তে পারে না। গৌর প্রেম পাথারের মাঝে যে ডোবে সে ওঠে না। গৌরপ্রেম

পাথার, ডুবে দেখরে একবার, সহজ মানুষ দেখ্‌তে পাবি লীলা চমৎকার, ইত্যাদি।

রাধা। আচ্ছা বেশ হোয়েছে এখন চল আমারা কেন্দুলির মেলায় যাই, (ইহা) বলিয়া সকলেই নাট্যশালা হইতে নিক্রান্ত হইলেন)।

পয়ার।

যত বেটা ষণ্ডামার্ক চৈতন্যের নেড়া।
ধর্ম্মাধর্ম্ম হীন যেন কাবেলের বেঁড়া॥
জপ তপ নাহি সদা নেড়ী-সঙ্গে থাকে।
গাঁজা গুলি সিদ্ধি স্থরা খায় পাকে পাকে।
জেতের বিচার নাই নেড়াদের হাটে।
হাড়ি মুচি ডোম সঙ্গে সদা প্রেম বাঁটে॥
পরমার্থজ্ঞানে শুক্র শোণিতাদি খায়।
জীবিতে নরকভোগ এত বড় দায়॥
নেড়ীনেড়া পরস্পর বলে পিতা মাতা।
হায় একি নরপশু স্বজিল বিধাতা॥
তুমি রাধা আমি কৃষ্ণ ভাবে পরস্পর।
নেড়ী-সঙ্গে রাসলীলা সেবে নিরন্তর॥
অন্নের বিচার নাই যার তার খায়।
অঙ্গের দুর্গন্ধে মাছি পিছে২ ধায়॥
শুক্র মূত্র মল লিপ্ত ছেঁড়া কেঁথা ঘাড়ে।
নেড়ী-সঙ্গে সদাকাল ভ্রমে দ্বারে২॥
বিদ্যার ধুকুড়ী সবে বুদ্ধির চুপুরী।

মুর্খের পল্‌টনে গিয়া করে জরিজুরী॥
ক অক্ষর মহামাংস সবার জঠরে॥
অথচ সিদ্ধান্ত করি ফিরে ঘরে২॥
আলুকে বলেন রম্ভা বেল্‌কে বলে কদু।
তাসবার সম কেবা মোনাকাটা চদু॥
সম্বন্ধাসম্বন্ধ জ্ঞান নাহি সে সবার।
পরমার্থ বোধে সবে করে ব্যভিচার॥

নেপথ্যে। জয় মহারাজার, জয় মহারাজার।

কলি। (অধর্ম্মের প্রতি) চুপ্‌করো তো২, ও আবার বাইরে কে কি বোল্‌তেছে শোণাযাক্।

অধ। বটে তো, কে যেন বাইরে জয় মহারাজার২ বোল্‌তেছে।

ক্রোধ। (লোভের সহিত রঙ্গশালা প্রবেশ করত) প্রণাম মহারাজ! প্রণাম। আমরা ক্রোধ লোভ উভয়ে মহারাজার চরণ দর্শন কোর্‌তে এসেছি।

কলি। এসো২ তোমরা ভাল তো আছ? রাজ্যের সম্বাদ কি তা বল?

ক্রোধ। মহারাজার প্রতাপে রাজ্যের সকল সম্বাদই ভাল, আমাদের প্রধান হিতকারী মায়া মোহ উভয়ে ম্লেচ্ছদেশে গিয়ে যে সকল মত স্থাপন কোরেছেন সেই মতাবলম্বি ম্লেচ্ছের মধ্যে মহাম্মদ বেশধারি মায়ার মতস্থ রাজাদিগের দ্বারা আমরা ক্রোধ লোভ উভয়ে ভারত রাজ্য জয় কোরে অনেককেই প্রায় শাসনে নে এসেছি সম্প্রতি মোজেস বেশধারি মোহের মতস্থ ম্লেচ্ছেরা বাণি-

জ্যের ছলে ভারতবর্ষে আস্তে লেগেছে, তাদের দ্বারাই আমরা বিশেষরূপে সকলকেই শাসনে নে অস্‌বো॥

কলি। কল্যাণ হউক তোমাদের, তোমরা আপনং সাহায্য দ্বারা আমার অনেক উপকার কোরলে, এনিমিত্ত আমি তোমাদের নিকট চিরবাধিত হোলাম, এখন এক কর্ম্ম কর যাতে শীঘ্র২ মোহের মতস্থেরা এদেশ জয় করে তার উপায় দেখ, আমি তাদের দ্বারা বঙ্গদেশে গিয়ে আপনার নামে এক মহানগর স্থাপন করি, তথায় আপনার রাজধানী নির্ম্মাণ কোরে ক্রমে২ সকল লোককে আত্মসাৎ কোরে নেই।

ক্রোধ। যে আজ্ঞা২ তবে আমরা চোল্লাম (ইহা বলিয়া লোভের সহিত প্রস্থান করত মোজেসের মতস্থ ম্লেচ্ছগণের দ্বারা রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করিল)।

কলি। বঙ্গদেশে আসিয়া ক্লাইব সাহেব দ্বারা কলিকর্ত্তা বা কলিকাতা নামে নগর নির্ম্মাণ করিলেন)।

ত্রিপদী।

কলি হয়ে অনুকূল, ঘুচাতে মনের শূল,
গৌড়ে সুরধুনীকূলে গিয়া।
কলিকর্ত্তা অভিধান, নগর করে নির্ম্মাণ,
ক্লাইব সাহেবে আবেশিয়া॥
কি কব তাহার শোভা, ত্রিভুবন মনোলোভা,
দুর্লভ অমরপুর প্রায়।
সুরনর মনোরম্য, শোভে শত২ হর্ম্ম্য,
হেরি শোক তাপ দূরে যায়॥

কিবা ধবলিম কান্তি, হেরে মনে হয় ভ্রান্তি,
বুঝি কলিপ্রতি কৃপা করি।
শিব নিজবাস প্রায়, শত২ গিরি তায়,
দিয়াছেন শোভিতে নগরী॥
ধক্ ধক্ তক্ তক্, ঝক্ ঝক্ সুচটক,
লক২ করিছে সকল।
প্রাঙ্গণ প্রাচীর দ্বার, কবো তার কি বাহার,
পরিষ্কার তাবতীয় স্থল॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র, বৈশ্য আদি ক্ষুদ্রাক্ষুদ্র,
ভদ্রাভদ্র নানা জাতিগণ।
ইউরোপ বর্ম্মা চীন, জর্ম্মাণ যাবা কোচিন,
গ্রীসিয়ান প্রভৃতি যবন॥
সকলে আলয় করি, ভূষিত করে নগরী,
বলিহারি কি কহিব আর।
দেবালয় গির্জ্জাঘর, আছে উচ্চ উচ্চতর,
মনোহর কত চমৎকার॥
দোকানী পশারি যারা, শারি২ শোভে তারা,
মণিহারী মহাজন যত।
ফিরিঙ্গি ফরাস আর, সেবাইন দিনামার,
সদাগরি করে অবিরত॥
স্থানে২ বিদ্যালয়, তাহাতে বালক-চয়,
নিরবধি করে অধ্যয়ন।
যতেক চিকিৎসাগার, প্রশংসা কে করে তার,
সুস্থ হয় তাহে রোগিগণ॥
বারনারী দিয়া দ্বার, রহে তারা অনিবার,

একবার যেবা তাহা হেরে।
তর্জি লজ্জা ধর্ম্মভয়, সে লয় সে পদাশ্রয়,
অসংশয় পোড়ে যায় ফেরে॥
পরিসর রাজপথ, তাহে করে গতাগত,
অবিরত শত২ জন।
কি মধুর সুঘর্ঘর, রবেতে চলে শগড়,
দড় বড় ধায় অশ্বগণ॥
ফোর্ট উইলেন নাম, দুর্গ অতি অভিরাম,
সংস্থাপিত হয়েছে তথায়।
কি কবো অধিক আর, ধিক্২ ধিক্ তার,
নয়নে যে না দেখেছে তায়॥
অনুপম সেই কেল্লা, অতুল তাহার জেল্লা,
ত্রিভুবনে না দেখি তেমন।
কালান্তক কালসম, যুদ্ধে অতি সুবিষম,
কত শত আছে বীরগণ॥
দুড়২ হুড়২, নিনাদেতে তিন পুর,
কম্পিত করিয়া ক্ষণে২।
হয় কত তোপধ্বনি, সে ধ্বনি শুনি অশনি
লজ্জা পেয়ে না রয় ভুবনে॥
পশ্চিমদিগেতে গঙ্গা, বিপুলতর তরঙ্গা,
কলং রবে ধাবমানা।
বোট বজ্‌রা ইষ্টিমর, রয়েছে তার উপর,
পিনাস জাহাজ আদি নানা॥
এইরূপ মনোহর, নির্ম্মাণ করি নগর,
স্বনামে প্রকাশে তার নাম।

গুণনিধি কহে সার, কলি তব এইবার,
পরিপূর্ণ হবে মনস্কাম ॥

নেপথ্যে। গো ফ্রম হিয়ার নাষ্টি ব্রুট ওল্ড ডেবিল।

অধ। (কলির প্রতি) শোণতো ভাই ও আবার কে কি বোল্‌তেছে?

কলি। চুপ্‌করো২ ও বুঝি মোহের মতস্থ কোন ছাত্র আপন পিতা ও বন্ধুর সহিত কি বোল্‌তে২ আস্‌তেছে শোণাযাক।

যদু। (আপন পিতা ও সমবয়স্ক বন্ধুর সহিত নাট্যশালা প্রবেশ করত) ও মাইডিয়ার ফ্রেণ্ড কম্‌২ গুড্‌মর্ণিং (অর্থাৎ ও আমার প্রিয় বন্ধু এসো২ ইহা বলিয়া স্ব স্বহস্ত প্রসারণপূর্ব্বক উভয়ে সেকেন করিলেন)।

রাম। মাইডিয়ার! এ ওলড্‌ম্যান্‌টি তোমার কে?

যদু। ফ্রেণ্ড! দুঃখের কথা আর কি বোল্‌বো? দ্যাট্‌ইজ মাই ফাদার।

রাম। তোমার ওলড্‌ফাদার তোমাকে কি বোল্‌তেছেন।

যদু। নান্‌ সেনস্‌ ফাদর• আমাকে সন্ধ্যা আহ্নিক কোর্‌তে আর আপনাদের মতন ইঁট মাটির ডেবিল পূজা কোর্‌তে অনুরোধ কোর্‌তেছেন।

রাম। ছে! ওসব নাষ্টি কথা গোটুহেল্‌কর, তুমি সভ্য হোয়ে কেন ওলড্‌ফুলিশ ম্যানের কথায় ভুলবে?

যদু। সেম২ ওসকল ড্যাম্‌কথা কি শুন্তে আছে! আমি অমন্‌ অসভ্য ফাদারকে ডোণ্ট কেয়ার করি, ও আবার

আমার কিশের ফাদার, ওরও ফাদার যে আমারও ফাদার সেই, আমরা সকলেই নেচরহইতে জন্মিয়াছি নেচরই আমাদের মান্য। ও ডেবিল, কোথাকার কে?

রাম। ইয়েস্ মাই ফ্রেণ্ড! তুমি একথা না বোল্‌বে কেন? সভ্যদিগের স্কলার হোয়ে কেন তুমি অসভ্যদের ফণে চোল্‌বে?

যদু। ব্যাড হিন্দুয়ানি কি আর আমি মানি? না, হিন্দুদিগের মতন অসভ্যের কার্য্য করিতে আমার মন হয়?

পয়ার।

ব্যাড হিন্দুয়ানি কষ্ট হেরে হাসি পায়।
হিন্দুর আচার দেখে জ্বর আসে গায়॥
ধর্ম্মের স্থিরতা নাই হিন্দুর সমাজে।
ইট মাটি পূজিতে না মুগ্ধ হয় লাজে॥
যারে দেখে তারে বলে পরম-ঈশ্বর।
এদের সমান ফ্রেণ্ড! কে আছে বর্ব্বর॥
ঐশিক নিয়ম যেই ত্রিবিধ প্রকার।
তাহা না পালন করে কোন দুরাচার॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গুলা অতিবড় ভণ্ড।
তাসবার সম আর না দেখি পাষণ্ড॥
অবিরত প্রকৃতির প্রতিকূলে চলে।
স্ত্রী তৈল আমিষ মদ্য মাংস ত্যাজ্য বলে॥
ব্রাণ্ডি বিস্কুটের স্বাদ তারা নাহি জানে।
জাতি মানি নানা জাতি কষ্ট পায় প্রাণে॥

এক পিতা হইতে জন্মেছে সব ম্যান।
জাতিভেদ মানি মরে যতেক অজ্ঞান॥
হিন্দু-মধ্যে ওয়াইজ ছিল এক জন।
সভ্য-মধ্যে গণ্য রাজা রায় রামমোহন॥
সতী নিবারণ যেই করিল এদেশে।
ইট মাটি পূজা সেই নিন্দিল বিশেষে॥
ব্রহ্মসভা স্থাপনা করিল সে প্রথমে।
এখন হইল ব্রাহ্ম সবে ক্রমে ক্রমে॥
বিধবা বিবাহ-সূত্র-পাৎ করা তার।
অধুনা পোষক বিদ্যাসাগর যাহার॥
মহাত্মরাজার মতস্থিত যুবগণ।
অনেকে হোতেছে এবে সভ্যতা ভাজন॥
বিশেষ বলিতে গেলে কথা বেড়ে যায়।
দ্বিজ বলে সেই জন্য নাট্য হৈল সায়॥

ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে

সমাপ্তঃ।